দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬৩ ॥ ১০ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৬ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

অন্য দলের কাউকে বিএনপিতে না নিতে রিজভীর হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : দলের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে অন্য রাজনৈতিক দলের কোনো সদস্য বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিএনপিতে যোগদান না করাতে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে দলের এ নির্দেশনার কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপির ওয়ার্ড থেকে জাতীয় পর্যায় এবং বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ওয়ার্ড থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত কোনো স্তরের কমিটিতেই অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে যোগদান করানো যাবে না।

পাঁচ জেলায় শৈত্য প্রবাহ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের পাঁচটি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শৈত্য প্রবাহ, যা বিস্তার হতে পারে। গতকাল বৃহস্পতিবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানিয়েছে, উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। এছাড়া রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, পঞ্চগড় ও চুয়াডাঙ্গা জেলার উপর দিয়ে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা বিস্তৃত হতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেঃহ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেঃ বৃদ্ধি পেতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। শনিবার সকাল থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সে. বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনে আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নওগাঁর বদলগাছিতে। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শুল্কহার বাড়ানোর সিদ্ধান্তে বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে : ঢাকা চেম্বার

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি শিল্প ও ক্যাপটিভের প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম যথাক্রমে ৩০ টাকা ও ৩১ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা বাড়িয়ে দ্বিগুণের বেশি করার প্রস্তাব করেছে পেট্রোবাংলা। এছাড়া প্রায় ৪৩টি পণ্যের ওপর ভ্যাট ও শুল্ককর দ্বিগুণ করার উদ্যোগের পাশাপাশি মোটরসাইকেল, রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র (এসি) ও কম্প্রেসার প্রভৃতি শিল্পের আয়কর ১০ শতাংশ হতে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। এ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে দেশের সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবেড় তাই এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, মূল্যস্ফীতি বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হবে। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদি কর সুবিধার পাশাপাশি নীতি ধারাবাহিকতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ও

২-এর পাতায় দেখুন

কারও পক্ষ নিয়ে কাজ করলে অসুবিধা হবে : সিইসি

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : আমাদের লক্ষ্য একটাই, সুষ্ঠু সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেয়া। এ নিয়ে আমাদের অন্তরে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় মৌলভীবাজার বেঙ্গল কনভেনশন হল রুমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আইসিটি ব্যবহারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিবিটিইপি) প্রকল্পের আয়োজিত 'ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ উত্তরণের উপায়' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সিইসি বলেন, 'আমরা কোনো দল গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার জন্য মাঠে নামিনি। আমরা নেমেছি একটা সুষ্ঠু-সুন্দর নির্বাচনে জন্য। কারো পক্ষ নিয়ে কাজ করলে অসুবিধা হবে। আমরা কিন্তু শক্ত অবস্থানে যাবো। কাজেই আপনারা সঠিকভাবে আইনকানুন মেনেই কাজ করবেন। সঠিকভাবে কাজ করলে আমরা সঠিকভাবে সুন্দর নির্বাচন উপহার দেবো।'দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশ নেয়া বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আগামী নির্বাচনে আপনারা পক্ষপাতভাবে কাজ করবেন না। আগে পক্ষ নিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

লন্ডনে প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে 'লন্ডন ক্লিনিকে' ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে চিকিৎসা শুরু হয়েছে তার। অধ্যাপক প্যাট্রিকের অধীনেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা চলবে। বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, লন্ডন ক্লিনিকে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলবে। এর আগে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে স্থানীয় সময় গত বুধবার সকাল ৯টা ৫ মিনিটে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান বিএনপি প্রধান। সেখানে খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানান তার বড়

২-এর পাতায় দেখুন

ইলিয়াসকে উপদেষ্টা বানানোর দাবি সমন্বয়ক সারজিসের, যা জানা গেল

স্টাফ রিপোর্টার : ইলিয়াসকে উপদেষ্টা বানালে কেউ দালালি করার সুযোগ পেত না' বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম সম্প্রতি এমন মন্তব্য করেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টচেক প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার। প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানিয়েছে, 'ইলিয়াসকে উপদেষ্টা বানালে কেউ দালালি করার সুযোগ পেত না' শীর্ষক কোনো মন্তব্য সারজিস আলম করেননি। প্রকৃতপক্ষে কোনো রকমের নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই আলোচিত দাবিটি প্রচার করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানে আলোচিত দাবিতে প্রচারিত পোস্টগুলো পর্যবেক্ষণ করলে তাতে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ওই দাবিতে প্রচারিত ফটোকার্ডে কোনো গণমাধ্যমের লোগো বা নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। সাধারণত কোনো গণমাধ্যম কোনো ফটোকার্ড প্রকাশ করে থাকলে, প্রচারিত ফটোকার্ডে গণমাধ্যমটির নাম বা লোগোর সংযুক্তি থাকে। তবে, প্রচারিত উক্ত ফটোকার্ডটিতে এমন কোনো গণমাধ্যমের নাম বা লোগোর উল্লেখ পাওয়া যায়নি, যা থেকে বোঝা যায় যে আলোচিত ফটোকার্ডটি গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়নি। প্রতিবেদন থেকে আরও জানা গেছে, পরবর্তী অনুসন্ধানে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড সার্চ করলে আলোচিত দাবিটির সপক্ষে গণমাধ্যম বা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রেও কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সারজিস আলম তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়মিতভাবে নানা তথ্য, মতামত জানিয়ে থাকেন। তবে সারজিস আলমের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পর্যবেক্ষণ করলেও আলোচিত দাবিটির সপক্ষে কোনো পোস্ট পাওয়া যায়নি। নতুন উপদেষ্টা

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম সংশোধন চাওয়া রিভিউয়ের শুনানি ১৬ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদারক্রম ঠিক করতে আপিল বিভাগে দ্রুত রিভিউ শুনানির আবেদন করেছে বিচারকদের সংগঠন জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের আপিল বিভাগে এ আবেদন করা হয়েছে। আবেদনটি করেছেন ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর। আইনজীবী আপিল বিভাগকে বলেন, রিভিউটির দ্রুত শুনানি হওয়া উচিত। কারণ, রাষ্ট্রীয় এই ক্রমে পদমর্যাদা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। পরে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রমের এই মামলা শুনানি করতে ১৬ জানুয়ারির কার্যতালিকায় ১০ নম্বরে রাখার নির্দেশ দেন। এর আগে রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ারেন্ট অব

২-এর পাতায় দেখুন

হাসিনা পালিয়ে যাওয়ায় ৮০ শতাংশ সংস্কার হয়ে গেছে: হাফিজ উদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পলায়নের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন শুধু নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত এক আলোচনাসভায় তিনি এ কথা বলেন। হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ভারত থেকে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপরও দেশটি শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক অস্থিতিশীল করতেই এটি করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে কিংস পার্টি গঠন হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে আওয়ামী দুর্বৃত্তদের ফেরানোর চেষ্টা চলছে। তবে এটির ভবিষ্যত ভালো হবে না। এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালামও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এখনও দেশে মাইনাস টু ফর্মুলা রয়েছে। বিএনপি মাইনাস হলে ভারতের চাহিদামতো বাংলাদেশ চলবে।

চলতি মাসেই চীন সফরে যাচ্ছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রথমবারের মতো দ্বিপাক্ষিক সফরে চীনে যাচ্ছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক ও মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আগামী ২০-২৪ জানুয়ারি চীন সফরে যাচ্ছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। সেখানে তিনি চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেবেন। রফিকুল আলম বলেন, চলতি বছর বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তীর শুভ সূচনা হচ্ছে। এ উপলক্ষে উপদেষ্টার চীন সফর খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য ২৫ বিলিয়ন

২-এর পাতায় দেখুন

আল্টিমেটাম দিয়ে শাহবাগ ছাড়লেন চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যরা

স্টাফ রিপোর্টার : দুই ঘণ্টার মধ্যে দাবি মানতে সরকারের প্রতি আল্টিমেটাম দিয়ে রাজধানীর শাহবাগে 'ব্লকেড' তুলে নিয়েছেন চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যসহ ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য ও স্বজনরা। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তারা শাহবাগ মোড় থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলে যান। এ সময় আন্দোলনকারীরা হুমকি দিয়েছেন যে, সরকার দুই ঘণ্টার মধ্যে দাবিগুলো মেনে না নিলে তারা আবার শাহবাগ মোড় অবরোধ করবেন। আন্দোলনকারীরা শাহবাগ মোড় ত্যাগ করার পর ওই এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুর সোয়া ১টায় 'শাহবাগ ব্লকেড' কর্মসূচি শুরু করা হয়। আন্দোলনকারীদের অনেককে রাস্তায় বসে ও শুয়ে থাকতে দেখা যায়। এ সময় সেখানে যান চলাচল ব্যাহত হয়। আন্দোলনকারীদের দাবিগুলো

২-এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ২০২৫ সালের হজ্জ এজেন্সি প্রতি সর্বনিম্ন কোটা ৫০০ জন বহাল রাখার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে হাব সদসংসদ।

অস্ত্র রপ্তানি-সামরিক খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী তুরস্ক: বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন জানিয়েছেন বাংলাদেশে অস্ত্র রপ্তানি এবং সামরিক খাতে বিনিয়োগে তুরস্কের আগ্রহ রয়েছে তুরস্কের। তুরস্কের সঙ্গে শিগগিরই জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে তিনি বলেন, কমিশনের বৈঠকে আমরা খাদ্য থেকে শিল্প, স্বাস্থ্য, শিল্পকারখানা ও বিনিয়োগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এছাড়া তুরস্ক আমাদের এনার্জি, ইন্ডাস্ট্রি, অবকাঠামো ও আগ্রহী বলেও জানান তিনি। বৃহস্পতিবার (০৯ জানুয়ারি) সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে তুরস্কের বাণিজ্য মন্ত্রী ড. প্রফেসর ওমর বোলাট এর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ সব কথা বলেন। তুরস্কের সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, তুরস্কের একটা বড় টিম আজকে এসেছিলো। তারা অর্থনৈতিক

২-এর পাতায় দেখুন

দক্ষ কর্মী যাওয়ার হার কমছে বাড়ছে স্বল্প দক্ষ শ্রমিক

স্টাফ রিপোর্টার : বিদেশে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়লেও বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী পাঠানো কমে গেছে। বিশেষ করে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২১ থেকে ২০২৪ সালে রপ্তানির হার ক্রমেই কমেছে। এর বিপরীতে স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মী রপ্তানি বেড়েছে। দক্ষতা উন্নয়নে পর্যাপ্ত উদ্যোগ ও নীতিমালার অভাবে এ প্রবণতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। ফলে হারাতে হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা। প্রবাসী শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ২০২৪ সালে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যান ১০ লাখ ১১ হাজার ৯৬৯ জন বাংলাদেশি। তাদের মধ্যে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা দুই লাখ ১৪ হাজার ৪৪ জন, যা মোট শ্রমবাজারের ২৩ দশমিক ৬২ শতাংশ। পেশাজীবী হিসেবে পাড়ি জমিয়েছেন ৪১ হাজার ৬২১ জন, যা মোট শ্রমবাজারের চার দশমিক ৫৯ শতাংশ। স্বল্প দক্ষ কর্মী হিসেবে বিদেশে গেছেন চার লাখ ৯১ হাজার ৪৮০ জন বা ৫৪ দশমিক ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ মোট জনশক্তি রপ্তানির অর্ধেকের বেশি স্বল্প দক্ষ হিসেবে বিদেশে গেছেন। এছাড়া আধা-দক্ষ কর্মী হিসেবে বিদেশে গেছেন এক লাখ ৫৯ হাজার ১২৮ জন বা ১৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চের (রামরু) এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। রামরু জানিয়েছে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) থেকে এসব তথ্য নিয়ে তারা প্রতিবেদনটি তৈরি করেন। বিএমইটি দক্ষতার রকমফের অনুযায়ী অভিবাসী কর্মীদের চার ভাগে ভাগ করে। এগুলো হলো পেশাজীবী, দক্ষ, আধা-দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ কর্মী। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, শিক্ষক, হিসাবরক্ষক, কম্পিউটার অপারেটর, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফোরম্যান, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, প্যারামেডিক ও বিক্রয়কর্মীরা বিবেচিত হন পেশাজীবী হিসেবে। মেকানিক, ওয়েল্ডার, ওস্তাগার, ইলেট্রিশিয়ান, রংমিস্ত্রি, পাচক, ড্রাইভার, প্লাম্বার, গার্মেন্ট শ্রমিক এবং সনদপ্রাপ্ত কেয়ারগিভাররা দক্ষ কর্মী হিসেবে বিবেচিত হন। কৃষক ও মালি এবং গার্মেন্টস ও দোকানপাটে সহায়ক হিসেবে কর্মরতরা আধা-দক্ষ কর্মী হিসেবে বিবেচিত হন। পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও গৃহকর্মীদের বিবেচনা করা হয় স্বল্প দক্ষ কর্মী হিসেবে। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে বিদেশের শ্রমবাজারে স্বল্প দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অন্যদিকে দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি ক্রমেই কমছে। জনশক্তি রপ্তানির ৮ বছরের চিত্র রামরুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি কমেছে। অন্যদিকে একই সময়ে স্বল্প দক্ষ শ্রমিক

২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনাকে ফেরানোর চিঠির কথা স্বীকার করেছে ভারত: রফিকুল আলম

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রফিকুল আলম বলেছেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গণহত্যায় জড়িত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে দেওয়া চিঠির বিষয়টি স্বীকার করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে একথা বলেন তিনি। রফিকুল আলম বলেন, বাংলাদেশ ভারতের উত্তরের অপেক্ষায় থাকবে। এখন আমরা অপেক্ষা করবো। এ বিষয়ে আসলে কোনো ধরা-বাধা নিয়ম নেই।

২-এর পাতায় দেখুন

পুড়ল এজলাস, শিক্ষার্থীদের বাধা, কবে কোথায় শুরু বিডিআর বিদ্রোহের বিচার?

স্টাফ রিপোর্টার : পুরান ঢাকার বকশী বাজারের আলিয়া মাদরাসার মাঠে অস্থায়ী বিশেষ আদালতের এজলাস কক্ষ কে বা কারা পুড়িয়ে দিয়েছে। এতে বৃহস্পতিবার ওই আদালতে বিডিআর বিদ্রোহের বিচার কাজ শুরুর কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। যদিও জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আদালত ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে ছাত্রদের বাধার কারণে সরকার এ মাঠ থেকে আদালত সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয়, তবু এখানেই বৃহস্পতিবার বিচারকাজ চালানোর প্রস্তুতি নেয় বিশেষ আদালত। উদ্ভুত পরিস্থিতি কোথায় এবং কবে এ মামলার বিচার কাজ শুরু হবে সেই প্রশ্ন উঠেছে। রাষ্ট্রপক্ষ বলছে এ বিষয়ে পরে জানানো হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে আলিয়া মাদরাসার মাঠে অস্থায়ী বিশেষ আদালতের এজলাস কক্ষে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার ঢাকা টাইমসকে বলেন, "আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।" তবে অস্থায়ী এ আদালতের এজলাস কক্ষে কে বা কারা আগুন দিয়েছে সেটি এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এরইমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পুরো ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিডিআর বিদ্রোহ মামলার বিচারকাজ কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে নির্মিত অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর করে গতকাল বুধবার (৮ জানুয়ারি) প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে করা মামলার বিচারকাজ পরিচালনার জন্য বকশীবাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে নির্মিত ভবনটিকে অস্থায়ী আদালত বানিয়ে বিচার পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে গত জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আদালত ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে ছাত্রদের বাধার কারণে বিচারকাজ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আসামিদের নিয়ে যাওয়া-আসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হচ্ছে। আসামিদের কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে

২-এর পাতায় দেখুন

৪০ বছরের পুরনো কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরে ডলার সংকটে এবং বিগত এক বছরের অধিক কাঁচামাল আমদানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় পলিকন লিমিটেড (প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী) কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী এলাকায় ওই কারখানার মূল ফটকে বন্ধ ঘোষণার নোটিশ টানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। পলিকন লিমিটেড কারখানার নির্বাহী পরিচালক ফয়সাল জহির স্বাক্ষরিত নোটিশে উল্লেখ করা হয় ডলার সংকট, বিগত এক বছরের অধিক কাঁচামাল আমদানি করতে ব্যর্থ এবং বিগত ২০২৩ সালের জুন মাস থেকে মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের কারণে কারখানার উৎপাদন ৮০ ভাগ কমে যায়। আগামী তিন মাসের (৯০ দিন) মধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী ধাপে ধাপে শ্রমিক-কর্মচারীদের সকল বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে। নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, ব্যাংকের লোন, বকেয়া স্যালারি, গ্যাস বিল,

২-এর পাতায় দেখুন

আগামী মাসের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সবাই হাতে পাবে: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী মাসের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সবাই হাতে পাবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এটি নিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে জানুয়ারিতে বই উৎসব হলেও শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে ৩ থেকে ৪ মাস সময় লাগতো। আমরা সব শিক্ষার্থীদের কাছে বই পৌঁছে দিতে কাজ করছি। আশা করছি আগামী মাসের মধ্যে সবাই বই পাবে। চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতার বিষয়ে তিনি বলেন, চট্টগ্রামে বর্ষায় সমস্যা হয়। জলাবদ্ধতার সমস্যা যত দ্রুত নিরসন করা সম্ভব সেই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। আর ট্রাফিকের বিষয়ে কেবিনেটে আলোচনা হয়েছে। এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, অপূর্ব জাহাঙ্গীর, সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিমানবন্দরে নিরাপত্তাকর্মীর পিটুনিতে রক্তাক্ত প্রবাসীকে জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তাকর্মীদের পিটুনিতে রক্তাক্ত সেই নরওয়ে প্রবাসীকেই জরিমানা করা হয়েছে। গত বুধবার গভীর রাতে বিমানবন্দরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করে তাকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। বিমানবন্দরের ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফারুক সুফিয়ানের মোবাইল কোর্ট প্রবাসী সাঈদ উদ্দিনকে জরিমানা করেন। জানা গেছে, তাকে ১৯৮০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ১৮৯ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই ধারায় সরকারি কর্মচারীকে হুমকি কিংবা তার কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল বা জরিমানা কিংবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। জানা যায়, রাত সোয়া ৯টার দিকে নরওয়ে প্রবাসী সাঈদ উদ্দিন বিমানবন্দরের ২ নম্বর ক্যানোপি গেট দিয়ে বেরিয়ে আসেন। গেট সংলগ্ন ডান পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় এক এভসেক সদস্যের সঙ্গে তার

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শুক্রবার ॥ ১০ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৬ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত সঞ্চয় কর্মসূচিগুলোর (স্কিমের ধরন অনুযায়ী) মুনাফার হার ১২ দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২ দশমিক ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে যাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গত বুধবার বর্ধিত হার নির্ধারণের আদেশ জারি করতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকে (আইআরডি) অনুরোধ করে। অর্থ বিভাগের তৈরি এ বিষয়ে প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সুপারিশটি এসেছে অর্থসচিবের নেতৃত্বাধীন নগদ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিডিএমসি) থেকে। যাকে সহায়তা করেছে অর্থ বিভাগের ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অর্থ বিভাগ সূত্র জানায়, সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার নির্ধারণ ৫ বছর মেয়াদি ও ২ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গড় সুদহার অনুযায়ী করা হবে। নতুন মুনাফার হার নির্ধারণে এ দুই ধরনের ট্রেজারি বন্ডের সর্বশেষ ছয়টি নিলামকে বিবেচনায় আনা হবে। ছয় মাসের বন্ডের সুদের গড় হার ঠিক করা হয়েছে। এটি হবে ১২ দশমিক ২৫ থেকে ১২ দশমিক ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত। সঞ্চয় অধিদপ্তরের চালু সঞ্চয় কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, পেনশনার সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সাধারণ হিসাব ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদি হিসাব। এছাড়া প্রবাসীদের জন্য তিনটি বন্ড রয়েছে। ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড। তবে চিঠিতে বন্ডের মুনাফার হারের কোনো পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়নি। এ তিনটিও সঞ্চয় কর্মসূচি। আইআরডিকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার নির্ধারণ করা হবে ৫ বছর মেয়াদি ও ২ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গড় সুদের হার অনুযায়ী। তবে নতুন মুনাফার হার নির্ধারণ করতে এ দুই ধরনের ট্রেজারি বন্ডের সর্বশেষ ছয়টি নিলামকে বিবেচনায় রাখতে হবে। ছয় মাসের বন্ডের সুদের গড় হার বেরও করে দিয়েছে অর্থ বিভাগ। নতুন হার হবে চলতি মাস জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে জুন মাস পর্যন্ত। ছয় মাস পর নতুন হার নির্ধারণ করা হবে, যা জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

তবে নতুন হার নতুন বিনিয়োগকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। চলতি মাসে ১ তারিখ থেকে আগের বিনিয়োগকারীরা মুনাফা আগের হারেই পাবেন। মুনাফার এ হার ১২ দশমিক ২৫ থেকে ১২ দশমিক ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ বর্ধিত হারের কারণে কোনো সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ১২ শতাংশের কম হবে না। সবচেয়ে কম মুনাফা (১২.২৫ শতাংশ) পাওয়া যাবে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের বিপরীতে। সবচেয়ে বেশি মুনাফা (১২.৫৫ শতাংশ) পাওয়া যাবে পেনশনার সঞ্চয়পত্রে। সুদহার পরিবর্তনের সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের ধাপেও পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে পাঠানো চিঠিতে। বর্তমানে ১৫ লাখ টাকা; ১৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৩০ লাখ টাকা এবং ৩০ লাখ ১ টাকার বেশি, এই তিন ধাপ রয়েছে। প্রতিটি ধাপে আলাদা মুনাফার হার রয়েছে। তবে নতুন নিয়মে দুটি ধাপের কথা বলা হয়েছে। একটি ধাপে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার নিচের বিনিয়োগকারীরা। আর অন্য ধাপে ধাপে এর ওপরের বিনিয়োগকারীরা থাকবেন।

‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বিশেষ সেল’ গঠন করলো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার : এবার ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বিশেষ সেল’ গঠন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গত বুধবার সংগঠনটির আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সদস্য সচিব আরিফ সোহেল এই কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন। হাসান ইনামকে সেল সম্পাদক করে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই সেলের অধীনে আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ ও শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন বিষয়ক টিমের সদস্য হিসেবে রয়েছেন হাসান আলী (শহীদ আরাফাতের ভাই), ইয়াছিন মিয়া (আহত যোদ্ধা), আমানুল্লাহ ফারাবী (আহত যোদ্ধা), রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা, নাফিসা ইসলাম সাকাফি, আনিসুর রহমান, রবিউস সানি শিপু, মাহমুদুল হাসান মঈন, হুজাইফা সম্রাট, আলী আব্বাস শাহিন, আব্দুল বাসেত, শাকিল আলী, আবুল কাশেম ওভি, মো. মেহেদি হক মামুন, সাইদুর রহমান শাহিদ, সুমন বসুনিয়া, আশা তালুকদার, তাহমিনা আক্তার মিম ও সালোয়া আক্তার এ্যানি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ডকুমেন্টেশন বিষয়ক টিমের সদস্য হিসেবে রয়েছেন স্মৃতি আফরোজ সুমি, এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, সালমান স্বদ, অদ্বিতীয়া মুকুল, আব্দুল্লাহ আরিয়ান, শেখ ফাহিম ফয়সাল, দোলা ইসলাম, তানভীর ইসলাম অসি, রিদওয়ান মুহসীন, তৌহিদুল ইসলাম ভূঞা, মো. সাইদুর রহমান সোহাগ, ওয়াসিমুল হাসান শাতিল, মুঈনুদ্দিন গাউছ, শাহাদাত হোসেন, মো. সজিব হোসাইন ও আর্ফিয়াস আল দ্বীন। বিচারিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ লক্ষ্যে গঠিত শিক্ষানবিশ আইনজীবীদের টিমের সদস্য হিসেবে রয়েছেন- ফারদীন

৭-এর পাতায় দেখুন

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান অল্প কিছুদিনের মধ্যে পুরোপুরি মুক্ত হবেন এবং আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে ‘রাজবন্দির জবানবন্দি’ বইয়ের মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমাদের যে ত্যাগ, আমাদের জনগণের, আমাদের ছাত্রদের, আমাদের যুবকদের, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের আমাদের মহিলাদের এটা কোনোদিনই বৃথা যাবে না।’ তিনি বলেন, ‘আমরা ফ্যাসিবাদকে সরাতে পেরেছি, দাঁড়াতে পেরেছি। এখানে যেন আমরা কোনোভাবেই হীনমন্যতায় না ভুগী। দুর্ভাগ্য আমাদের, হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমাদের কেন যেন নিজেদেরকে সেই পুরো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারছি না। ঐক্যের জায়গাটাতে থাকতে পারছি না। কী দুর্ভাগ্য এখন যেটা শুরু হয়েছে সেটা সুস্থ ব্যাপার না, এটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। ক্ষমতায় তো টিকে থাকবেন তখনই যখন এটাকে সেটল করতে পারবেন।’

বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাওয়ার জন্য কাতারের আমিরের বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘কাতারের আমিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তারা একেবারেই কোনোরকম পারিশ্রমিক ছাড়া অ্যাম্বুলেন্সে দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই ব্রিটিশ সরকারকে তারা সেখানে যাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছেন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেবসহ যারা ওখানে রয়েছেন তারা ইতোমধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু করেছেন। গতকাল ম্যাডাম মুক্ত অবস্থায় তার চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়ে পৌঁছেছেন, এর থেকে আর এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী আছে।’

সংস্কারের প্রসঙ্গ টেনে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘সংস্কার সংস্কার বলা হচ্ছে, সংস্কার তো আমরা আগে শুরু করেছি। জিয়াউর রহমান প্রথম সংস্কার করেছেন, এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছেন। এই যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একদম বন্ধ ছিল মাত্র চারটা পত্রিকা চালু ছিল। সবগুলো সংবাদপত্র চালু করে দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ, প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান, কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল, বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু প্রমুখ।

সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক রেলমন্ত্রী ও কুমিল্লা-১১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুজিবুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। এর আগে অনুসন্ধানকারী তদন্ত কর্মকর্তা ও দুদকের উপপরিচালক (মানিলন্ডারিং) মো. মাসুদুর রহমান নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। দুদকের পক্ষে মাহমুদ হোসেন

৭-এর পাতায় দেখুন

২২৭৬ নেতাকর্মীকে গুম-খুনের অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীসহ সহযোগী সংগঠনের ২২৭৬ জন নেতাকর্মীকে গুম, খুন ও ক্রসফায়ারের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দাখিল করেছে দলটি। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং গুম, খুন, মামলাবিষয়ক সমন্বয়ক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এ অভিযোগ দেন। জানা গেছে, সকাল ১১টার দিকে দলটির মামলা ও তথ্যবিষয়ক প্রতিনিধি দলের তিন সদস্য বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত চিঠি নিয়ে ট্রাইব্যুনালে আসেন। মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, ইলিয়াস আলিসহ ২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের ২২৭৬ জনকে ক্রসফায়ারের অভিযোগসহ গুম, হত্যার ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে এ অভিযোগ দায়ের করেছে বিএনপি। ২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশের জেলা-উপজেলা, মহানগর ও ইউনিয়ন পর্যন্ত ক্রসফায়ার ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়। এ ছাড়া ১৫৩ জনকে গুম করা হয় যাদের মধ্যে অনেকে এখনো নিখোঁজ বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

১৫ বছরে পুঁজিবাজারে জালিয়াতির খতিয়ান প্রকাশ করা দরকার: ডিবিএ প্রেসিডেন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : পুঁজিবাজারে ব্রোকারদের সংগঠন ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম বলেছেন, গত ১৫ বছরে পুঁজিবাজারে কী পরিমাণ জালিয়াতি হয়েছে এটার একটা খতিয়ান প্রকাশ করা দরকার। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয়বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সাইফুল ইসলাম বলেন, গত ১৫ বছরে অনেক সেক্টরে জালিয়াতি হয়েছে এসব নিয়ে সবাই বলছে। তবে গত ১৫ বছরে পুঁজিবাজারে কী পরিমাণ জালিয়াতি হয়েছে, এ ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলছে না, আমরা বিচার না জানতে চাই। এটা আমাদের জানার অধিকার আছে। পুঁজিবাজারে কী কী অনিয়ম হয়েছে এটার একটা খতিয়ান দরকার আছে। আমরা জানতে চাই, এটা থাকলে সবাই অনিয়মের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে বলে তিনি

৭-এর পাতায় দেখুন

৪৩তম বিসিএসের বাদ পড়া ক্যাডারদের বেশির ভাগই পুনর্নিয়োগ পাবেন : সিনিয়র সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : ৪৩তম বিসিএসের বাদ পড়া ২৬৭ জন ক্যাডারের বেশির ভাগই পুনরায় চাকরিতে যোগদান করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেসুর রহমান। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে বাদ পড়া বিসিএস ক্যাডারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান তিনি। সিনিয়র সচিব বলেন, ৪৩তম বিসিএস থেকে বাদ পড়া ২৬৭ জনের মধ্যে বেশিরভাগই পুনরায় চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন। তাদের পুনর্বিবেচনার আবেদন যাচাই-বাছাই চলছে। তদন্ত শেষ। দ্রুত সময়ে এটা করা হবে। এ ছাড়া, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, তাও শিগগিরই বাস্তবায়ন হবে। তিনি বলেন, মহার্ঘ ভাতা ইস্যুটা অর্থ মন্ত্রণালয়ের। তবে আমিও একজন সদস্য। এরই মধ্যে দুটি মিটিং হয়েছে। মহার্ঘ ভাতা খুব শিগগিরিই হবে। তবে এবার ব্যতিক্রম হবে। আগে পেনশনভোগীরা মহার্ঘ ভাতা পেতেন না, এবার পাবেন। পরের বছর বেতন বৃদ্ধির সময় এই মহার্ঘ ভাতাটা তার বেসিকের সঙ্গে যোগ হবে।’ আসন্ন বাজেটেই মহার্ঘ ভাতা কার্যকর হবে কি না, এ প্রশ্নের ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি শফিউল ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর উত্তরায় রউফ নামে এক যুবককে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় ঢাকা-১০ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিনের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে, আসামিকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আল মাহমুদ শরীফ। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত রিমান্ডের আদেশ দেন। উত্তরার চার নম্বর সেক্টরের নিজ বাসা থেকে বুধবার বিকেলে শফিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ। জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানাধীন ৭ নম্বর সেক্টরে গুলিতে নিহত হন রউফ। এ ঘটনায় তার ভাই শাকিব হাসান গত ৮

৭-এর পাতায় দেখুন

ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত
অনির্দিষ্টকালের জন্য রেস্তোরাঁ বন্ধের হুমকি মালিকদের

স্টাফ রিপোর্টার : হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভ্যাটের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেস্তোরাঁ বন্ধেরও হুমকি দিয়েছেন মালিকপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে এই আহ্বান জানায় সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির মহাসচিব ইমরান হাসান বলেন, দুই বছরের বেশি সময় ধরে যেখানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে সেখানে অন্তর্বর্তী সরকার করের আওতা না বাড়িয়ে বা কর ফাঁকি রোধ করার ব্যবস্থা না করে অর্থবছরের মাঝামাঝি হঠাৎ তিনগুণ ভ্যাট বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের ওপর। জানা

৭-এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ সময় জোয়ার না আশায় জেলেরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যেতে পারছে না তাই নৌকা নিয়ে জেলেদের অপেক্ষা। ছবিটি বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের ফিশারী ঘাট এলাকা থেকে তোলা।

রাতের আঁধারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো কবরস্থান, রাজউক বলছে ‘ঝোপঝাড় পরিষ্কার’

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচলের ২২ নম্বর সেক্টরে অধিগ্রহণকৃত ১৭টি মৌজায় বসবাস করা মুক্তিযোদ্ধা ও অধিবাসীদের জন্য নির্মাণ করা কালনী সামাজিক কবরস্থানটি রাতের আঁধারে বিনা নোটিশে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজউকের বিরুদ্ধে। বাধা দিয়েও হয়নি শেষ রক্ষা। এমনকি আগামী ৬ মাস এখানে কোনও কবর দিতে নিষেধ করেছে রাজউক কর্তৃপক্ষ। অনেকে এসে স্বজনদের কবরের এমন অবস্থা দেখে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। তবে রাজউক বলছে, কবরস্থান সংস্কার করার জন্য এমনটা করা হয়েছে। কবরস্থান আরও বড় পরিসরে করা হবে। এদিকে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বলছেন, বিষয়টি তদন্ত করে কীভাবে এর সমাধান করা যায় মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে কথা বলা হবে। পূর্বাচলের গোবিন্দপুরে নিজ

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর

স্টাফ রিপোর্টার : শীত মৌসুমে ঢাকার বাতাস আরও ভয়াবহভাবে দূষিত হয়ে ওঠে। বায়ুদূষণের দিক থেকে ঢাকার অবস্থান ৫ম। চলতি বছরের শুরু থেকেই অস্বাস্থ্যকর বাতাসের দাপট চলছে। আজও ঢাকার বাতাস ‘অস্বাস্থ্যকর’ অবস্থায় রয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারতের দিল্লি শহর। এদিন সকাল ৯টার দিকে আন্তর্জাতিক বায়ুমান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার থেকে এ তথ্য জানা যায়। বায়ু দূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা দিল্লি শহরের স্কোর ৩১২। অর্থাৎ এখানকার বাতাসের মান নাগরিকদের জন্য খুব অস্বাস্থ্যকর। পাশাপাশি তালিকায় দুই নম্বরে ২০২ স্কোর নিয়ে আছে পাকিস্তানের লাহোর শহর। এছাড়া ১৮৬ স্কোর নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ঢাকা। অর্থাৎ এখানকার বাতাসের মান নাগরিকদের জন্য অস্বাস্থ্যকর। একিউআই স্কোর শূন্য থেকে ৫০ পর্যন্ত ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ পর্যন্ত স্কোর মাঝারি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। অন্যদিকে, স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ হলে তাকে ‘অস্বাস্থ্যকর’ বায়ু বলে মনে করা হয়। পাশাপাশি ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে থাকা একিউআই স্কোরকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

এছাড়া ৩০১ থেকে ৪০০ এর মধ্যে থাকা একিউআই ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ বলে বিবেচিত হয়, যা নগরের বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। সাধারণত একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি ধরনকে ভিত্তি করে। যেমন: বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ ও ওজোন (ও৩)।

নতুন মামলায় আনিসুল হককে গ্রেপ্তার দেখালো আদালত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ভাষানটেক থানাধীন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জনৈক মো. ফজলু হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোস্তাফিজুর রহমান আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মামলাটিতে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এর আগে সকালে কারাগার থেকে তাকে আদালতে নিয়ে আসে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও ডিবির মিরপুর জোনের উপপরিদর্শক মো. শফিকুল ইসলাম গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। বিচারক আবেদন মঞ্জুর করেন। গত ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর বিভিন্ন মামলায় কয়েক দফা রিমান্ড শেষে

৭-এর পাতায় দেখুন

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা আজহারের রিভিউ শুনানি ২৩ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের শুনানির জন্য আগামী ২৩ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৫ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামায়াত নেতা আজহারের রিভিউ আবেদন শুনানির জন্য উপস্থাপন করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। তাকে সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির, ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন। এর আগে ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর অভিযোগে আজহারকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

চার হাত বদলে ২ টাকার ফুলকপি হচ্ছে ১৫ টাকা

নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁ সদর উপজেলার কুমুরিয়া গ্রামের কৃষক আজিজুল হক চলতি মৌসুমে ১০ কাঠা জমিতে ফুলকপি চাষ করেছিলেন। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ৬টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়ক সংলগ্ন ডাক্তারের মোড়ে ২০০ পিস ফুলকপি ভ্যানযোগে বিক্রি করতে আসেন তিনি। প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষার পর এসব ফুলকপি মাত্র ৪০০ টাকায় বিক্রি করতে হয় তাকে। এ মৌসুমে ফুলকপির উৎপাদন খরচ ও দাম সম্পর্কে জানতে চাইলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। বলেন, লাভের আশায় ৯ হাজার টাকা খরচ করে ফুলকপি চাষ করেছিলাম। জমিতে অবশিষ্ট ২০০ পিছ ফুলকপি বিক্রির মধ্য দিয়ে এবারের সর্বমোট বিক্রিত মূল্য দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪ হাজার টাকা। বিনিয়োগের ৫ হাজার টাকা ও শ্রম পুরোটাই লোকসান। এদিন ডাক্তারের মোড়ে ভোর থেকেই সদর উপজেলার দূর দূরান্ত থেকে ভ্যানযোগে উৎপাদিত ফুলকপি বিক্রির উদ্দেশ্যে আনছিলেন কৃষকরা। তবে ক্রেতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। যার প্রভাবে যেসব ব্যবসায়ীরা এখানে সরাসরি কৃষকদের থেকে ফুলকপি কিনছিলেন, তাদের কাউকেই প্রতি পিছ ফুলকপির দাম ২-৪ টাকার বেশি হাঁকতে দেখা যাচ্ছিল না। তাই কম দামে ফুলকপি বিক্রির এ ক্ষোভ শুধুমাত্র কৃষক আজিজুলের ছিল না। এদিকে ডাক্তারের মোড় থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নওগাঁ শহরের বৃহত্তর পাইকারি কাঁচাবাজার। তাই ডাক্তারের মোড় থেকে যেসমস্ত ব্যবসায়ী ৭-এর পাতায় দেখুন

হাতিরঝিল ও পান্থকুঞ্জ রক্ষায় নির্মাণ প্রকল্প বাতিলের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাতিরঝিলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (উড়ালসড়ক) এবং পান্থকুঞ্জ পার্কে এ এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প নির্মাণের প্রকল্প বাতিলে তিন দফা দাবি জানিয়েছে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক নাগরিক সংগঠন ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)। সংগঠনটির সদস্যসচিব ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়ক শরীফ জামিলের গত বুধবার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভয়াবহ পরিবেশদূষণের কবলে থাকা বিপন্ন ঢাকাবাসীকে বাঁচাতে নগরের সবুজ ও প্রাণ-প্রকৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকারের চরম উদাসীনতায় তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি হাতিরঝিলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং পান্থকুঞ্জে এর র‍্যাম্প নির্মাণের উদ্যোগের ফলে হাতিরঝিলের প্রকৃতি ও পান্থকুঞ্জ পার্ক ধ্বংসের

৭-এর পাতায় দেখুন

নিক্সন ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবে ৩১৬২ কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে নিক্সন চৌধুরী ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবে ৩ হাজার ১৬২ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন এবং প্রায় সাড়ে ১৯ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক দুইটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে সংস্থাটির উপপরিচালক মো. সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টিম অভিযোগ অনুসন্ধানে নামে। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ অক্টোবর নিক্সন চৌধুরী ও তার স্ত্রী তারিন হোসেনের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ফরিদপুর-৪ আসনের তিনবারের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী প্রথমে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নে ব্রাক্ষণপাড়া মৌজার চর অঞ্চলে ৩৮ শতাংশ জমি ক্রয় করে বাড়ি করেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আত্মীয়তার সুবাদে নিজ এলাকায় তিনি বাড়তি সুবিধা নিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। অভিযোগ রয়েছে, আড়িয়াল খাঁ নদ ও পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তুলে বিক্রি করে হাজার হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য ৭-এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন আব্দুল ওহাব (৮৭) নামের এক কয়েদি। সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আব্দুল ওহাব কেন্দ্রীয় কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত কারাবন্দি হিসেবে ছিলেন। তার কয়েদি নম্বর ৩৫৯৫৬/১৮। বাবার নাম আমিন উদ্দিন। গত বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাতে ১০টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। আব্দুল ওহাবকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা কারারক্ষী মো. রোকন উদ্দিন জানান, রাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন আব্দুল ওহাব। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

বিমানবন্দরে নিরাপত্তাকর্মীর পিটুনিতে

কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে এই যাত্রী উত্তেজিত হয়ে ওই নিরাপত্তাকর্মীকে ধাক্কা দেন। এর পরপরই অন্যান্য এভসেক ও আনসার সদস্যরা সাঈদকে কনকর্স হলের দিকে নিয়ে যায়। এ সময় সাত-আট জন মিলে তাকে বেদম মারপিট করে। এতে করে সাঈদের মাথা-মুখ ফেটে রক্তাক্ত হয়ে যায়। পরে সেখান থেকে সাঈদ বেরিয়ে আসলে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এভসেক সদস্যরা তাকেসহ তার আত্মীয়স্বজন সবাইকে আবারও ভেতরে নিয়ে যায়। পরে গভীর রাতে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে বিষয়টি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেও মারপিটের শিকার যাত্রীর রক্তমাখা শরীর ও কিছু কথা কাটাকাটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিও দেখার পর এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। ভিডিওতে মারপিটের শিকার ব্যক্তিকে বলতে শোনা যাচ্ছে, আপনারা পাঁচ-ছয় জন ধরে আমাকে মারছেন। আর পাশে থাকা এভসেক সদস্য বলছেন, আমাকে ধাক্কা দিলেন। আমি কি সাধারণ মানুষ? আমার ইউনিফর্ম আছে। তবে ধাক্কা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আহত ব্যক্তি বলছেন, আমার কথা শোনেন ভাইয়া, আমি (ধাক্কা) দেইনি। এদিকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম লিখিত আকারে তার বক্তব্য পাঠান। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে আহত যাত্রীর নাম উল্লেখ না করেই বলেন, রাত সোয়া ৯টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক আগমনী ক্যানোপি-২ এর সামনে দুজন যাত্রীর কর্তৃক বিমানবন্দরের একজন নিরাপত্তা সদস্যকে শারীরিকভাবে আঘাতের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এবং প্রাথমিক তদন্তের বরাত দিয়ে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, পাঁচ জন আগমনী যাত্রীর একটি দল বিমানবন্দরের কার্যক্রম শেষ করে ক্যানোপি-২ এলাকা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় তাদের মধ্যে একজন ট্রলিসহ গেটের ঠিক সম্মুখভাগে অবস্থান করলে সব আগমনী যাত্রীর জন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ওই সময় ওই এলাকায় সম্মানিত আগমনী যাত্রীদের চাপ বেশি থাকায় কর্তব্যরত এক নিরাপত্তাকর্মী বিনীতভাবে উক্ত যাত্রীকে কিছুটা সরে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত না করে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরবর্তী সময়ে কিছুক্ষণ পরে উক্ত নিরাপত্তা কর্মী পুনরায় ওই যাত্রীকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে গেলে তিনি প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে পড়েন এবং অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষায় উক্ত নিরাপত্তা কর্মীকে গালিগালাজ করতে থাকেন। এ সময় সেখানে নিয়োজিত আরও একজন নিরাপত্তাকর্মী ওই যাত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করলে একপর্যায়ে ওই যাত্রীর ছেলে (একই ফ্লাইটের যাত্রী, যিনি পেছনে অবস্থান করছিলেন) ঘটনাস্থলে এসে বিমান বাহিনীর ওই নিরাপত্তা কর্মীকে শারীরিকভাবে আঘাত ও লাঞ্ছিত করেন। যাত্রীরা ওই নিরাপত্তাকর্মীকে কিলঘুষি মারা শুরু করলে তাদের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি হয় এবং ওই নিরাপত্তা কর্মী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেখানে নিয়োজিত আনসার এবং এভিয়েশন সিকিউরিটির সদস্যরা এগিয়ে আসলে ওই নিরাপত্তা কর্মীদের উল্লেখিত দুজন যাত্রীর হাত থেকে মুক্ত করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, যাত্রীরা দীর্ঘ যাত্রার পর বিমানবন্দরে নেমেই আত্মীয়স্বজনদের কাছে যেতে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। তাড়াহুড়ায় অনেক সময় শৃঙ্খলাও ভঙ্গ করেন তারা। কিন্তু একজন কর্মকর্তা সেগুলো আমলে না নিয়ে তাকে সুন্দরভাবে বের করে দেওয়াটাই মুন্সিয়ানা। প্রবাসীর মারধরের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একজন প্রবাসীর জন্য দেশে ফিরে বিমানবন্দরে মারপিটের শিকার হওয়ার চেয়ে জন্য লজ্জা ও অপমান আর কী হতে পারে! শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এ ধরনের ঘটনা নজিরবিহীন।

৪০ বছরের পুরনো কারখানা

বিদ্যুৎ বিল কোনোটাই সঠিকভাবে বিগত আড়াই বছর যাবৎ শোধ করতে না পারায় আমাদের ৪০ বছরের প্রতিষ্ঠান গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। পলিকন লিমিটেডের কাটিং সেকশনের হেলপার সাইফুল ইসলাম বলেন, ১৭ বছর যাবৎ এই কারখানায় চাকরি করি। গতকালও (গত বুধবার) আমরা ডিউটি করেছি। সকালে অফিসের গেটে এসে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পাই। চার মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। মেকানিক্যাল সেকশনের শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ৩৭ বছর ধরে এই কারখানায় চাকরি করি। কারখানা কর্তৃপক্ষ হঠাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দেওয়ায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে। গত বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের মাসের বকেয়া বেতন না দিয়েই কারাখানা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের পাওনা পরিশোধ করে বন্ধ ঘোষণা করতে পারতো কর্তৃপক্ষ। পলিকন লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক ফয়সাল জহিরের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি রিসিভ না করায় এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। গাজীপুর শিল্পপুলিশ-২-এর কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মোর্শেদ জামান বলেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী রোববার নভেম্বর মাসের বেতন পরিশোধ করা হবে। সোমবার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তীতে তাদের সব বকেয়া পরিশোধ করা হবে। আমাদের শিল্পপুলিশ কারখানার সামনে অবস্থান করছে এবং পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম সংশোধন চাওয়া

প্রিসিডেন্সে তৈরি করে তা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়। ২০০০ সালে এটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত এ ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব আতাউর রহমান। ওই রিটের ওপর ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রায় দেন। রায়ে ওই ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স বাতিল করে আট দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। ২০১৫ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম ঠিক করে রায় দেন আপিল বিভাগ। যার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয় ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর। সেই রায়ে বলা হয়েছে ১. সংবিধান যেহেতু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, সেহেতু রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রমের শুরুতেই সাংবিধানিক পদাধিকারীদের গুরুত্ব অনুসারে রাখতে হবে। ২. জেলা জজ ও সমমর্যাদার বিচার বিভাগীয় সদস্যরা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রমের ২৪ নম্বর থেকে ১৬ নম্বরে সরকারের সচিবদের সমমর্যাদায় উন্নীত হবেন। জুডিশিয়াল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পদ জেলা জজ। অন্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে সচিবরা রয়েছেন। ৩. অতিরিক্ত জেলা জজ ও সমমর্যাদার বিচার বিভাগীয় সদস্যদের অবস্থান হবে জেলা জজদের ঠিক পরেই, রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রমের ১৭ নম্বরে। রায়ে আরও বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাক্রম কেবল রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্র বা অন্য কোনও কার্যক্রমে যেন এর ব্যবহার না হয়।

পুড়ল এজলাস, শিক্ষার্থীদের বাধা,

রাখা হচ্ছে বিধায় ওই কারাগারে নির্মিত অস্থায়ী আদালতে বিচারকাজ পরিচালনা করা গেলে আসামিদের আনা-নেওয়ার অসুবিধা দূর হবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং ছাত্রদের বাধা স্বত্তেও আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী এ আদালতে বৃহস্পতিবার পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচারকাজ শুরুর দিন ধার্য ছিল। এখন এজলাস পুড়ে যাওয়ায় সেখানে বিচারকাজ সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। তিনি জানান, মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে পরে স্থান ও বিচারকাজ শুরু তারিখ জানানো হবে। এদিকে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে অস্থায়ী আদালত বসানোর প্রতিবাদে বুধবার মধ্যরাত থেকে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এসময় তারা মাদরাসা মাঠ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। ১০ ঘণ্টা অবরোধে পর বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা সড়ক থেকে সরে যান। এদিকে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার নতুন করে শুরু করার দাবিতে বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ভুক্তভোগী পরিবারের স্বজনরা। মামলায় দণ্ডিত সাবেক বিডিআর সদস্যদের কারামুক্তি, মামলার পুনঃতদন্ত, ন্যায়বিচার নিশ্চিত, চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহাল-পুনর্বাসনের দাবিতে বুধবারও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যসহ ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য-স্বজনেরা। বকশিবাজার আলিয়া মাদ্রাসার মাঠ নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে অনেক দিন ধরে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সংস্কার কাজ শেষে এই মাঠটি দখলে নিয়েছিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। দবকশীবাজার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ' নামে উদ্বোধন করতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েছিলেন তৎকালীন মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) সদর দপ্তর পিলখানায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। বর্তমানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীটির নাম বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

শেখ হাসিনাকে ফেরানোর চিঠির কথা

আমরা অপেক্ষা করছি। শেখ হাসিনার ভিসা এক্সটেন্ডেড করার বিষয়ে হিন্দুস্তান টাইমসের সংবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কারও পাসপোর্ট বাতিল করা হলে সব দেশকে জানিয়ে দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেলে ভিসার কোনো ইস্যু থাকে না। বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সীমিত করেছে ভারত। বাংলাদেশও ভারতের নাগরিকদের জন্য ভিসা সীমিত করবে কি না জানতে চাইলে রফিকুল আলম বলেন, এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ। নিশ্চয় মন্ত্রণালয় বিবেচনায় রেখেছে। জুলাই আন্দোলনে আহতদের বিষয়ে মুখপাত্র বলেন, তাদের বিদেশে চিকিৎসার জন্য দ্রুত ভিসাপ্রাপ্তির বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ পর্যন্ত ১১ জনকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। দুজন চিকিৎসা নিয়ে দেশেও ফিরেছেন।

দক্ষ কর্মী যাওয়ার হার কমছে

রপ্তানির সংখ্যা আগের চার বছরের চেয়ে বেড়েছে। ২০২১ সালে বিদেশে যাওয়া মোট জনশক্তির ২১ শতাংশ ছিল দক্ষ, ৭৫ দশমিক ২৪ শতাংশ স্বল্প দক্ষ, তিন দশমিক ২৮ শতাংশ ছিল আধা-দক্ষ ও শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ পেশাজীবী। ২০২২ সালে দক্ষ জনশক্তি গেছেন ২২ দশমিক ৭৩ শতাংশ, স্বল্প দক্ষ ৭৩ দশমিক ০৮ শতাংশ, আধা-দক্ষ তিন দশমিক ৮৫ শতাংশ ও পেশাজীবী শূন্য দশমিক ৩৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা ২৪ শতাংশ। এ বছর স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা আগের চেয়ে কম ছিল, প্রায় ৫০ শতাংশ। তবে পেশাজীবী ও আধা-দক্ষ কর্মী যাওয়ার সংখ্যা বাড়ে। পেশাজীবীর সংখ্যা ছিল চার দশমিক ১৪ শতাংশ ও আধা-দক্ষ কর্মীর সংখ্যা ছিল ২১ দশমিক ০১ শতাংশ। এ ধারা অব্যাহত ছিল ২০২৪ সালে। গত বছর ২৩ দশমিক ৬২ শতাংশ দক্ষ, ১৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ আধা-দক্ষ, ৫৪ দশমিক ২৩ শতাংশ স্বল্প দক্ষ ও চার দশমিক ৫৯ শতাংশ পেশাজীবী কাজের জন্য বিদেশে গেছেন। বিএমইটি সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ কোভিডের সময়ে জনশক্তি রপ্তানির তথ্য নেই। তবে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জনশক্তি রপ্তানিতে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ছিল। ২০১৬ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির ৪২ দশমিক ০৮ শতাংশ দক্ষ হিসেবে গেছেন। স্বল্প দক্ষ হিসেবে গেছেন ৪০ দশমিক ০৮ শতাংশ, আধা-দক্ষ ১৫ দশমিক ৮৩ শতাংশ, পেশাজীবী শূন্য দশমিক ৬১ ও অন্য ১ দশমিক ৪০ শতাংশ। ২০১৭ সালে পাঠানো জনশক্তির ৪৩ দশমিক ০৭ শতাংশ ছিলেন দক্ষ। এই বছর স্বল্প দক্ষ হিসেবে ৩৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ, আধা-দক্ষ ১৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ, পেশাজীবী শূন্য দশমিক ৪৫ শতাংশ ও অন্যান্য হিসেবে ১ দশমিক ২ শতাংশ কর্মী গেছেন। ২০১৮ সালে দক্ষ হিসেবে গেছেন ৪৩ দশমিক ২৫ শতাংশ, স্বল্প দক্ষ ৩৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ, আধা-দক্ষ ১৬ দশমিক ০৪ শতাংশ, পেশাজীবী শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ ও অন্যান্য ১ দশমিক ৮০ শতাংশ। ২০১৯ সালে দক্ষ কর্মী গেছেন ৪৪ শতাংশ, স্বল্প দক্ষ ৪১ শতাংশ, আধা-দক্ষ ১৪ শতাংশ ও পেশাজীবী ১ শতাংশ।

দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে সরকারের নজর কম অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টানা তিন বছর ধরে ১০ লাখের বেশি শ্রমিক কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে গেছেন। তাদের অধিকাংশই স্বল্প দক্ষ বা অদক্ষ হয়ে যাচ্ছেন। অথচ এই খাতে দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে সরকারের নজর কম। আবার এদের মধ্যে নির্দিষ্ট অংশ প্রতারণার শিকার হয়ে ফেরতও আসছেন। অধিক পরিমাণে লোক পাঠানোর চেয়ে দক্ষ শ্রমিক রপ্তানিতে গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে শ্রমবাজারগুলো শক্তিশালী হবে।

এছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন ও উচ্চমানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত না করে বিদেশে পাঠালে ভবিষ্যতে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহও চাপের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রামরু জানিয়েছে, ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শ্রমবাজারের যে চিত্র তা থেকে প্রতীয়মান যে পেশাজীবী কর্মীদের সংখ্যা সবসময়ই সামান্য। বাংলাদেশে মূলত অংশগ্রহণ আধা-দক্ষ এবং স্বল্প দক্ষ শ্রমবাজারে। ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পেশাজীবীদের অংশ প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। দক্ষ কর্মী প্রেরণে বিএমইটির প্রশিক্ষণের গুণগত মান, স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় বাজেটের অভাব, জনবল সংকট এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর অনীহা দায়ী করছে অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করা এই সংস্থাটি। রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'দক্ষ শ্রমিক তৈরি না করে তো দক্ষ শ্রমিক পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের যে ভিসাগুলো আসে সেগুলো অদক্ষ শ্রমিকের ভিসা। আমাদের শ্রমিকদের যে দক্ষতা আছে, সেটা বাইরেও স্বীকৃত নয়। বাজারের যে চাহিদা আছে, সেটা আমাদের শ্রমিকদের সঙ্গে ম্যাচ করে না। আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে যে দক্ষতা তৈরি হচ্ছে, সে দক্ষতা দিয়ে বিদেশে কাজ পাচ্ছেন না। এজন্য সরকারকে দক্ষ লোকবল তৈরি করতে হবে। এরপর রিক্রুটিং এজেন্সিকে দক্ষ শ্রমিকদের কাজে আনার জন্য জোর দিতে হবে।' 'যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তারাও টাকা খরচ করে দক্ষতা অর্জন করতে চান না। লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ যেতে চান, কিন্তু ৩০ হাজার টাকা দিয়ে ট্রেনিং নিতে চান না।' বলছিলেন তাসনিম সিদ্দিকী। দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে অবদান রাখছে না ট্রেনিং সেন্টার অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বলেন, 'আমাদের ট্রেনিং সেন্টারগুলো (টিটিসি) মান্ধাতার আমলের। এগুলো সব পলিটিক্যাল। মন্ত্রী-সচিবরা নিজ এলাকায় বানিয়েছেন। সেখানে পর্যাপ্ত শিখন ব্যবস্থা ও দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে। যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেটাও ফলপ্রসূ হয় না। টিটিসিগুলো বাইরের শ্রমবাজার অনুযায়ী যুগোপযোগী কাজ শেখাতে পারে না। এগুলো আমাদের দেশের কাজের জন্যই দক্ষ করে তুলতে পারে না, বাইরের দেশে তো দূরের কথা। পর্যালোচনা করে দেখা যাবে গত কয়েক বছরে শুধু ভবনই উঠেছে। দক্ষ শ্রমিক তৈরি হয়নি। ভালো প্রশিক্ষকও তৈরি হয়নি। অথচ সরকার চাইলে বিদেশি শ্রমবাজার উপযোগী শ্রমিক তৈরি করতে পারে। প্রয়োজনে পেশাদার প্রশিক্ষক আনতে পারে।' রামরুর চেয়ারম্যান তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'আমাদের যে ট্রেনিং সেন্টার আছে, সেখানে তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে কেউ দক্ষ হয়ে উঠতে পারে না। ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেনিং দরকার। এছাড়া ট্রেনিং সেন্টারেও লোকবল সংকট। পর্যাপ্ত বরাদ্দও নেই টিটিসির জন্য।' এ বিষয়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) শাহ্ আবদুল তারিক বলেন, 'বিদেশ থেকে যে ডিমান্ডগুলো আসছে, সে অনুযায়ী শ্রমিক তো যাচ্ছে। আমাদের টিটিসি কাজ করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আরও ভালো করবে। তিন মাসের যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, এখন সেটা ছয় মাস করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা যে পরিমাণ দক্ষ লোকবল তৈরি করছি, সবাইকে তো পাঠাতে পারছি না। অনেক সময় ডিমান্ডই থাকে না। আমাদের কিন্তু দক্ষ শ্রমিক আছে, কিন্তু ডিমান্ড না থাকলে তো এসব শ্রমিক যেতে পারবে না।'

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, 'দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা না থাকলে তো আমরা জোর করে পাঠাতে পারব না। আমরা কখনো বিদেশি নিয়োগ কর্তাদের চাহিদা ফেইল করিনি। তারা যেমন চাহিদা দেয়, আমরা সে অনুযায়ী পাঠাই। লেবার চাইলে লেবার। টেকনিশিয়ান চাইলে টেকনিশিয়ান পাঠাই। প্রতিটা দেশ তাদের পলিসি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ থেকে লোক নেয়। তারা ব্যালেন্স রাখে। তারা কোন দেশ থেকে কোন ক্যাটাগরির লোক নেবে তারাই ঠিক করে।' দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে যা প্রয়োজন অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বলেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা শ্রমিকদের জন্য অনেক কারিকুলাম তৈরি করেছে সেক্টরভিত্তিক, ভাষা থেকে শুরু করে কাজের আওতা পর্যন্ত। কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়ন নেই। বিদেশের কোম্পানিগুলোর চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে হবে। শ্রমবাজার নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, ইউরোপভিত্তিক গবেষণা করতে হবে। ওইসব দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বেশি শ্রমিক না পাঠিয়ে অল্প শ্রমিক পাঠিয়ে তাদের বেতন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন শ্রমবাজার খুলতে হবে। কর্মীবান্ধব চুক্তি করতে হবে। প্রতিটা কর্মীকে বৈধ ভিসায় পাঠাতে হবে।

চলতি মাসেই চীন সফরে যাচ্ছেন

ডলার। যদিও এই বাণিজ্যে ভারসাম্য বাংলাদেশের অনুকূলে নয়। উপদেষ্টার সফরে বাণিজ্যের ভারসাম্য পুনর্গঠনের পাশাপাশি বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে চীনা বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হবে। শেখ হাসিনাকে ফেরত অনার বিষয়ে মুখপাত্র বলেন, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরানোর ক্ষেত্রে তার স্ট্যাটাস বিবেচ্য বিষয় নয়। রফিকুল আলম বলেন, আমরা শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে চিঠি দিয়েছি। এখন আমরা অপেক্ষা করবো। এ বিষয়ে আসলে কোনো ধরা-বাধা নিয়ম নেই। আমরা অপেক্ষা করছি।

অস্ত্র রপ্তানি-সামরিক খাতে বিনিয়োগে

সহযোগিতার যে জায়গাগুলো যেমন খাদ্য থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিল্পকারখানা, ফার্মাসিটিক্যালস, ট্যাক্সটাইল, গ্রার্মেন্টস শিল্প কারখানা, রপ্তানি, বিনিয়োগসহ অন্যান্য বিষয়ে আমরা ব্যাপক আলোচনা করেছি। আমাদের একটা জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশন আছে। তাদের সঙ্গে একটা বৈঠক এ বছরই হওয়ার বিষয়ে সময় নির্ধারণ করা আছে। মিটিংটা আমরা অতি দ্রুত করতে চাই। আজকের মিটিং যে আলোচনা হয়েছে সেখানে অর্থনৈতিক সহযোগিতাগুলোকে দ্রুত বাস্তায়ন করতে পারি সে ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমাদের আলোচনা হয়েছে। জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশনোর মিটিংটা কবে নাগাদ হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুইদেশের সুবিধা মতো দ্রুততম সময়ের মধ্যে করার চেষ্টা করছি। তাদের যে টার্কিস কনস্ট্রাকশন এসোসিয়েশন আছে তারা এসেছেন। তারা আমাদের যে সব প্রকল্পগুলোতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন সে বিষয়ে আমরা তাদের জানিয়েছি। তুরস্ক কোনো কোন খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে জানতে চাইলে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, তুরস্ক আমাদের এনার্জি খাত, শিল্পায়নের জন্য মেশিনারি ইন্ডাস্ট্রি খাত, অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তুরস্কের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক চিত্রটা কি আছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা তুরস্কে রপ্তানি করি ৫০০ মিলিয়ন ডলার, আর আমদানি করি ৪৫০ মিলিয়ন ডলার। আমরা একটু বেশি রপ্তানি করি সে তুলনায় আমদানি কম হয়। গতবছর তুরস্কে রপ্তানি ৩০ শতাংশ বেড়েছে। তুরস্ক ও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ২৭ কোটির মতো। জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমাদের এই বাণিজ্যটা যথেষ্ট বলে মনে করি না। সেটা আরো বহুগুণ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভবনাগুলো অর্জনে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশনে ফাংশনাল স্ট্যাজিগুলো তৈরি করবো। বাংলাদেশে তাদের কোন কোন খাতে বিনিয়োগ আছে জানতে চাইলে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, অবশ্যই বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগ আছে। এ পর্যন্ত তারা ৩০০ মিলিয়ন ডলারের মতো বিনিয়োগ করেছে। তারা এলপিজি, সিঙ্গার, কোককোলা, সেবাখাতসহ উৎপাদনশীল খাতেও বিনিয়োগ করেছে। সামরিক সহযোগিতার বিষয়ে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, হয়েছে, তারা জানিয়েছেন যে তাদের সামরিক রপ্তানি প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের, তারা উপযুক্ত এবং যুতসই সামরিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছেন। তারা এই খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে। আমরাও এবিষয়ে আগ্রহী। তারা কি আর্মস রপ্তানি করতে চায় এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, হ্যা তারা আর্মস রপ্তানি করতে চায়। আমরা শুধু বাণিজ্য আলোচনা করেছি। এবিষয়ে জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশনে বিস্তারিত আসবে। তুরস্কে জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে কোনো আলোচনা করেছি কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, না আজকে এবিষয়ে আলোচনা হয়নি।

আল্টিমেটাম দিয়ে শাহবাগ ছাড়লেন

হলো: পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মামলায় কারাগারে থাকা সব বন্দির মুক্তি দিতে হবে। তাদের চাকরিতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন করতে হবে এবং এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের 'ঙ' অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।

পাঁচ জেলায় বইছে শৈত্য প্রবাহ

পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। শনিবার সকাল থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সে. বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনে আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নওগাঁর বদলগাছিতে। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ইলিয়াসকে উপদেষ্টা বানানোর দাবি

বিষয়ে সারজিস আলম গত ১৬ নভেম্বরে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর নিয়োগের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ফারুকী তার পুরো সময়ে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার জন্য যেভাবে তোষামোদি করার দরকার তা করেছেন। ফারুকীরা কীভাবে উপদেষ্টা পরিষদে আসেন। এমন কঠিন সময়ে নীরব থাকা ও গা-বাঁচিয়ে চলা লোকজনকে আমরা উপদেষ্টা হিসেবে দেখতে চাই না।' তবে, সেখানে ইলিয়াসকে উপদেষ্টা বানানোর বিষয়ে তাকে কিছু বলতে দেখা যায়নি। এ ছাড়া গত ২৬ ডিসেম্বরে এক ফেসবুক পোস্টে অন্তর্বর্তী সরকারের তিন তরুণ উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও মাহফুজ আলমকে বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বলেছেন সারজিস আলম। তবে, ওই পোস্টেও ইলিয়াস হোসেনের কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং, 'ইলিয়াসকে উপদেষ্টা বানালে কেউ দালালি করার সুযোগ পেত না' শীর্ষক মন্তব্য সারজিস আলম করেছেন শীর্ষক দাবিটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।

লন্ডনে প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে

ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান। উড়োজাহাজ থেকে নামার পরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হযরত আলী খান। এসময় যুক্তরাজ্য বিএনপির শীর্ষ নেতারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরে বিমানবন্দর থেকে নিজে গাড়ি চালিয়ে মাকে ক্লিনিকে নিয়ে যান তারেক রহমান। তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন থেকে লিভার সিরোসিস, কিডনি, হার্ট, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিসসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় হসপিটালের তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে খালেদা জিয়ার শরীরের রক্তনালিতে সফল অস্ত্রোপচার হয়। পরে তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ড যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হসপিটালেই লিভার প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেয়। সেই চিকিৎসার জন্য তিনি লন্ডনে গেলেন। লন্ডন ক্লিনিকের চিকিৎসকরা পরামর্শ দিলে তিনি যেতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রেও। এর আগে মঙ্গলবার রাত ১১টা ৪৬ মিনিটে কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন খালেদা জিয়া।

কারও পক্ষ নিয়ে কাজ করলে

কাজ না করলে চাকরির সমস্যা হতো। এবার সেটা নয়। তাই ভয়ের কোনো কারণ নেই।' তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত থাকবেন তাদের এবং দেশবাসী ও সবার সহযোগিতা নিয়ে এক সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে চাই। সিলেট অঞ্চল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুল আলমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের যুগ্মসচিব মো. মঈন উদ্দিন খান, অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ, প্রকল্প পরিচালক মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান, মৌলভীবাজার জেলার জেলা প্রশাসক মো. ইসরাইল হোসেন, মৌলভীবাজার জেলা কর্মকর্তা নাসির উদ্দিন পাটোয়ারিসহ অনেকে।

শুল্কহার বাড়ানোর সিদ্ধান্তে বাণিজ্যে

বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা আবশ্যক। গতকাল বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংগঠনটি। এতে বলা হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত না করেই দাম দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধির প্রস্তাব নিঃসন্দেহে দেশের শিল্প খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে ব্যবসার খরচ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। ডিসিসিআই মনে করে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্যাসের এমন মূল্যবৃদ্ধির প্রয়াস সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, নতুন শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা কমাবে এবং বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করবে। ফলে রফতানিমুখী শিল্পের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবেড় যা আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে দুর্বল করে তুলবে এবং এটি স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকে হ্রাস করবে। ঢাকা চেম্বার মনে করে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিদ্যমান নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে মোটরসাইকেল, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার এবং কম্প্রেসার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর করের হার দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত উদ্বেগজনক। উল্লিখিত খাতগুলোতে প্রতিশ্রুত কর সুবিধা ২০৩২ সাল পর্যন্ত বহাল থাকার কথা থাকলেও তা হঠাৎ করে যে পরিবর্তন করা হলো, এটা বিনিয়োগের জন্য একটি নেতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। বিবৃতিতে সংগঠনটি উল্লেখ করেছেড় বিদ্যমান এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং বিভিন্ন পণ্যের ওপর ভ্যাট ও করের হার বৃদ্ধি সামগ্রিক অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে, সেইসঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস করবে। তাই ডিসিসিআই মনে করে, দেশে একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিদ্যমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার, বেসরকারি খাত-সহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। এমতাবস্থায়, দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক অগ্রগতির কথা বিবেচনায় রেখে, পেট্রোবাংলা প্রস্তাবিত শিল্প খাতে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির উদ্যোগ পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানাচ্ছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সেই সঙ্গে ব্যবসা পরিচালন ব্যয় ও মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে এ মুহূর্তে ভ্যাট এবং কর হার বাড়ানোর উদ্যোগটি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে ঢাকা চেম্বার।

খাগড়াছড়ি, রাজবাড়ী ও নারায়ণগঞ্জে নতুন ডিসি

স্টাফ রিপোর্টার : খাগড়াছড়ি, রাজবাড়ী ও নারায়ণগঞ্জে নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের উপসচিব এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকারকে খাগড়াছড়ি, রাজবাড়ীর ডিসি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞাকে নারায়ণগঞ্জ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সুলতানা আক্তারকে রাজবাড়ীর ডিসি করা হয়েছে।

এস আলমের ছেলেসহ ইসলামী ব্যাংকের ৫৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ঋণ নিয়ে ইসলামী ব্যাংকের ১ হাজার ১১৩ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম মাসুদের ছেলে ও ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আহসানুল আলমসহ ৫৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের উপ-পরিচালক মো মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ঋণ নেওয়া প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীও রয়েছেন। দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম জানান, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে নিজেরা লাভবান হওয়ার আশায় এবং অপরকে লাভবান করার অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতারণা ও জাল-জালিয়াতি করে রেকর্ডপত্র তৈরি করেন। পরে সেসব কাগজপত্র ব্যবহার করে ইসলামী ব্যাংকের চট্টগ্রাম জুবিলী রোড শাখা থেকে ৯৯৩ কোটি ৭০ লাখ ২৩ হাজার ৪৭৮ টাকা ঋণ নেওয়া হয়। যা মুনাফাসহ ১ হাজার ১১৩ কোটি ৯৩ লাখ ৬৩ হাজার ৭৭৯ টাকা। আসামিরা এসব টাকা আত্মসাৎ করে তারা দণ্ডবিধি, দুদক ও মানি লন্ডারিং আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বিএনপির সভায় জামায়াতবিরোধী স্লোগান, প্ল্যাকার্ড

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নানা কারণে রাজনৈতিক মিত্র বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। এবার বিএনপির সভায় প্রকাশ্যে জামায়াতবিরোধী স্লোগান ও প্ল্যাকার্ড হাতে হাজির হয়েছেন দলটির নেতাকর্মীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত ??'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধই জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অহংকার' শীর্ষক সভায় এ চিত্র দেখা যায়। এসময় আগত নেতাকর্মীদের ও জামায়াত-শিবিরবিরোধী স্লোগান দিতে দেখা যায়। বিএনপির নেতাকর্মীদের প্ল্যাকার্ডে দেখা যায়, জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও একসঙ্গে, জামায়াত-ইসকন একই জাত ধর্ম ব্যবসা, জামায়াত-শিবির করে যারা ধর্ম ব্যবসা করে তারা ইত্যাদি। এসময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা ভেবেছিলাম- এখন একটা সুযোগ এসেছে, এই সুযোগে তারা (জামায়াত ইসলামী) একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সেটি না করে তারা একাত্তরে তাদের ভূমিকাকে জাস্টিফাই করছে এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, আজকে গণঅভ্যুত্থানকে স্বাধীনতার ওপরে স্থান দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা করছে একটি মহল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা করতে পারি না আমরা। সবার ওপরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, চিরকাল এইভাবেই থাকবে। আমরা কাউকে মুক্তিযুদ্ধকে কলঙ্কিত করতে দেবো না। মুক্তিযুদ্ধ বিভক্ত হবে এটাও আমরা আশা করি না। বিএনপি স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, কিছুদিন আগে একটি বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছেড় এদেশে দেশপ্রেমিক শুধুমাত্র সামরিক বাহিনী এবং জামায়াতে ইসলামী। এই বক্তব্যে আমরা আহত হয়েছি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি বাহিনী। জনগণের বাহিনী হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। এই বাহিনী গড়ে তুলেছেন মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআরের সৈনিক-অফিসাররা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কারও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। তারা দেশপ্রেমিক নাকি দেশপ্রেমিক নাড় তাদের একাত্তরের ভূমিকা, বর্তমান ভূমিকা প্রত্যেকটি ভূমিকা সাক্ষ্য দেয়, তারা সবসময় জনগণের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি বলেন, আমরা তাদেরকে (জামায়াত) এতদিন মিত্র হিসেবেই গণ্য করে এসেছি। তাদের ওপর যখন অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে ফ্যাসিস্ট বাহিনী, আমরা তাদের সহমর্মিতা জানিয়েছি। তাদের দলকে যখন বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, ধানের শীষ দিয়ে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছি। বেগম খালেদা জিয়া তাদের মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। আমরা অনেকে সেটি পছন্দ করিনি, কিন্তু দলের শৃঙ্খলার স্বার্থে মেনে নিয়েছি। তার বিনিময়ে কি তাদের এই উক্তি করা সঠিক হয়েছে ? আমরা এই ধরনের উক্তি তাদের কাছে আশা করি না। এই উক্তির কারণে আজকে যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, তাদের মধ্যে ফাটল ধরতে পারে। আশা করি, এই ব্যাপারে তারা (জামায়াত) ভবিষ্যতে আরও যত্নবান হবেন। মেজর হাফিজ বলেন, শেখ হাসিনাকে ভারত ফেরত পাঠাবে এই আশায় যখন আমরা বুক বেঁধেছি, এখন দেখা গেলো তার ভিসার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ শেখ হাসিনাকে তারা (ভারত) আশ্রয় দেবে এবং বাংলাদেশকে তারা আনস্টেবল করার জন্য, নাশকতা সৃষ্টি করার জন্য ভারত তাকে (শেখ হাসিনা) ব্যবহার করবে। এটি করলে তাদের সঙ্গে আমাদের আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার অবকাশ থাকবে না। কিংস পার্টির ভবিষ্যৎ ভালো হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা লক্ষ্য করছিড় এই দেশে একটি কিংস পার্টি গঠন হতে যাচ্ছে। কিংস পার্টির ভবিষ্যৎ আগেও ভালো ছিল না, ভবিষ্যতেও ভালো হবে না। জুলাই-আগস্টে যে ছাত্র নেতারা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের সেই সংগ্রামের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। তাদেরকে আবারও অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আগামী দিনে আপনারা কোনও কিংস পার্টি করার চেষ্টা করবেন না। তিনি বলেন, একটি রাজনৈতিক দল যেভাবে দেশপ্রেমিক হওয়ার চেষ্টা করছে... দেশপ্রেমিক হোন, জনগণের কাছে যান। জনগণের কাছে আপনাদের কী স্ট্যান্ড সেটি নির্বাচন না হলেতো পরীক্ষা হবে না। আপনারা মনে করেছেন, এতদিনে সাবালক হয়েছেন, একাই নির্বাচন করতে পারবেন, এখন আর বিএনপির প্রয়োজন নাই। মোস্ট ওয়েলকাম। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। একটি রাজনৈতিক দলের সে অধিকার আছে, সে এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। আমরা আশা করবো, আমরা আগামী দিনেও ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই। আমাদের নেতা তারেক রহমানের মূল সুর হচ্ছেড় আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকি। এখন স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের অপকর্মের কথা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। এখন বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে কোনও সংঘর্ষ হয় কিনা, এটা দেখার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন মহল রয়েছে। আমি বলতে চাই, বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। আমরা কারও ছোটখাটো কথা কিছু মনে করি না। ছাত্ররা অনেক কিছু দাবিয়াওয়া করতে পারে, আমরা কিছু মনে করি না। তারা আমাদের সন্তানতুল্য, তারাইতো ভবিষ্যতে দেশকে গড়বে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করুন। নির্বাচন দিতে যত দেরি হবে, শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্র করতে তত সুবিধা হবে। নির্বাচন নিয়ে মেজর হাফিজ বলেন, আগামী নির্বাচনের কথা বললেই অনেক উপদেষ্টার মুখ কালো হয়ে যায়। আমরা যখন নির্বাচনের কথা বলি, তখন যেন তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যান। আজকে জনগণকে এত কেন ভয়? জনগণ ভোট দেবে এটা আপনাদের আতংকের কারণ কেন হয়েছে? আমরা চাই, জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। সংস্কারের নামে আর বেশি সময় নেবেন না। হাসিনা পলায়ন করেছে, এখন যে সংস্কার বাকি আছে সেগুলো জনগণ করবে। এখন শুধু অপরাধীদের শাস্তি বিধান করুন। আহত-নিহতদের পরিবারের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। এসময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, আমরা আপনাদের সমর্থন দিয়েছি। সমর্থন দেবো। তবে এই সমর্থন কতদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে আমরা জানি না। ফারুক বলেন, দেশের জনগণ নির্বাচন চায়। তাই অনতিবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। যে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জনগণ ভোট দিতে পারবে। পছন্দমত প্রার্থীকে বিজয়ী করতে পারবে। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের দোসররা এখনো বিভিন্ন জায়গায় বসে আছে। তারা সচিবালয়ে বসে আছে। চিনি, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের যে সিন্ডিকেট আওয়ামী লীগের আমলে হয়েছিল তাদের একজনকেও এখনো আইনের আওতায় আনতে পারেননি। সচিব, ডিসি, এসপিরা এখনো ড. ইউনূসের ঘাড়ে বসে আছে। সচিবালয়ে কেন আগুন? এগুলো এখনো উদঘাটন করতে পারেননি কেন? বিরোধীদলের সাবেক এই চিপ হুইপ বলেন, দেশে এতো ডিজিএফআই, এতো এনএসআই, এতো গোয়েন্দা সংস্থার লোক, তারপরও অন্তর্বর্তী সরকার কেন ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে পারছে না। তিনি বলেন, আমরা আপনাদের (অন্তর্বর্তী সরকারকে) সমর্থন দিয়েছি। সমর্থন দেবো। তবে এই সমর্থন কতদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে আমরা জানি না। তাই যারা কথাবার্তা বলছেন ভেবেচিন্তে বলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তা করবেন না। নির্বাচনকে বিলম্বিত করবেন না। সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক, স্থায়ী কমিটির সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাদেক খানের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামসহ মুক্তিযোদ্ধা দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

তথ্য মেলায় মুজিববর্ষের লিফলেট: তিন কর্মকর্তার শাস্তি

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুরে তথ্য মেলায় শেখ হাসিনার বাণী সংবলিত ও মুজিববর্ষের লোগোসহ লিফলেট বিতরণের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দুই কর্মকর্তাকে বদলি ও একজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিন কর্মকর্তার মধ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি দফতরের সহকারী পরিচালক মালিক মোহাম্মদ তৈমুর গোফরানকে বরগুনায়, জেলা সঞ্চয় ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মো. মোক্তারুজ্জামানকে ঠাকুরগাঁওয়ে বদলি এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন কবিরকে সাময়িক বরখাস্ত করে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) হিসেবে মৎস্য অধিদফতরে পদায়ন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দফতর থেকে এ আদেশ জারি করা হয়েছে। রংপুর জেলা প্রশাসন ও সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) আয়োজনে গত ২২ ডিসেম্বর নগরীর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে তথ্য মেলার উদ্বোধনী দিনে শেখ হাসিনার বাণী ও মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত লিফলেট সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি জানার পর তাৎক্ষণিকভাবে স্টলগুলো থেকে লিফলেট সরিয়ে ফেলা হয়। ওই চারটি স্টল হলো জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি, মৎস্য বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও সঞ্চয় ব্যুরো। বিতর্কিত এ ঘটনায় জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসককে আলটিমেটাম দিয়েছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।

বগুড়ায় সেনাবাহিনীর ভুয়া আইডি কার্ড তৈরি, আটক ৮

স্টাফ রিপোর্টার : সেনাবাহিনীর ভুয়া পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) তৈরির অভিযোগে বগুড়ায় অভিযান চালিয়ে আটজনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। গতকাল বৃহস্পতিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আইএসপিআর জানায়, গত ৮ জানুয়ারি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী বগুড়া সদরে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ভুয়া সামরিক পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে কয়েকটি প্রিন্টিংয়ের দোকান থেকে আটজনকে আটক করা হয়। এ সময় ভুয়া পরিচয়পত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার, ল্যাপটপ, বিশেষ প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করেছে আটকরা। যেকোনো পরিচয়পত্র/আইডি কার্ড জালিয়াতি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত না হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে আইএসপিআর।

চিকিৎসকের ফাঁকা বাড়িতে মিললো কেয়ারটেকারের হাত-পা বাঁধা লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার নাসিরাবাদ ইউনিয়নের আলেখারকান্দা গ্রামের একটি ফাঁকা বাড়ি থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওহাব মাতুব্বর (৭২) নামে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে ভাঙ্গা থানা পুলিশ ও ফরিদপুর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সিআইডির টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার ও তদন্তকার্য চালায়। গত বুধবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার আলেখারকান্দা গ্রামের প্রয়াত চিকিৎসক জামাল উদ্দিন খলিফার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওহাব মাতুব্বর দীর্ঘদিন ওই বাড়িতে কেয়ারটেকারের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি উপজেলার তুজারপুর গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ডাক্তার জামাল খলিফার বাড়িটি কেয়ারটেকার হিসেবে দেখাশোনা করতেন ওহাব মাতুব্বর। বাড়ির মালিক জামাল খলিফা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। তার মৃত্যুর পর তার ৩তলার পুরো বাড়িটি ফাঁকা থাকতো। জামাল খলিফার দুই মেয়ে পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকেন। ফাঁকা বাড়িটি দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন ওহাব মাতুব্বর। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়িটিতে আলো গত দুই-তিন দিন ধরে বাড়িটি অন্ধকার ছিল। কারো কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। পরে তারা কয়েকজন মই দিয়ে বাড়ির তিন তলার জানালায় উঠে দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভাঙ্গা সার্কেল) মো. আসিফ ইকবাল জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি হত্যাকাণ্ড। রাতে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ কাজ করছে।

হাতকড়াসহ থানা থেকে আসামি পলাতক, ২ পুলিশ বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে থানা থেকে হাতকড়া নিয়ে হৃদয় শেখ (২২) নামে এক হত্যা মামলার আসামি পালানোর ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করেছে জেলা পুলিশ। গত বুধবার সকালে মুকসুদপুর থানায় এ ঘটনা ঘটে। আসামি হৃদয় শেখ উপজেলার কমলাপুর এলাকার আলমগীর শেখের ছেলে। বরখাস্ত হওয়া ওই দুই পুলিশ সদস্য হলেন- মুকসুদপুর থানার এসআই শামিম ও কনস্টেবল মাহফুজ।

হাতিরঝিল ও পান্থকুঞ্জ রক্ষায় নির্মাণ

মুখোমুখি, যা নাগরিক অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি স্পষ্ট অবহেলা। এ ধরনের প্রকল্প পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়ন ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাই অবিলম্বে ওই দুই জায়গা থেকে প্রকল্প বাতিল করে হাতিরঝিল ও পান্থকুঞ্জ সুরক্ষার দাবি জানাচ্ছে ধরা। হাতিরঝিল ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলাধার ও নগরীর অন্যতম বিনোদন এলাকা। আমরা মনে করি, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কার্যক্রম এই এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলজ জীববৈচিত্র্য এবং নান্দনিক সৌন্দর্যকে বিপন্ন করবে। হাতিরঝিল ঢাকার মধ্যাঞ্চলে বসবাসকারী অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নগরবাসীর জলাবদ্ধতা নিরসন, পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণসহ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে হাতিরঝিল সংরক্ষণে উচ্চ আদালত এরই মধ্যে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ভবন উচ্ছেদেরও নির্দেশনা দিয়েছেন। হাতিরঝিলে মেট্রোরেলের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতার ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বাড়বে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিঘ্নিত হলে নগরজীবনে চরম দুর্ভোগ এবং পরিবেশদূষণ বাড়বে। একই সঙ্গে পয়োনিষ্কাশনের অপর্যাপ্ততা জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় তৈরি করবে। হাতিরঝিলের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেবল নান্দনিক সৌন্দর্যের বিষয় নয়; বরং এটি টেকসই নগর বিনির্মাণে প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণের গুরুত্বকে সমুন্নত রাখবে। অন্যদিকে, পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, কাঁঠালবাগান ও হাতিরপুল এলাকার একমাত্র সবুজ উদ্যান পান্থকুঞ্জ পার্ক। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে এই পার্কের প্রায় দুই হাজার গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ এলাকার বাসিন্দাদের মানসিকশারীরিক স্বাস্থ্যসহ ঢাকার সামগ্রিক পরিবেশের ভারসাম্যকে চরমভাবে বিপন্ন করছে। পার্কটি ধ্বংস করা হলে এই অঞ্চলে বায়ুদূষণের সমস্যা আরও তীব্রতর হবে। তাই পান্থকুঞ্জ পার্কে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প নির্মাণ বন্ধ করে পার্কটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। আমরা উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ করেছি, ২৭ দিন ধরে পান্থকুঞ্জ পার্ক রক্ষার দাবিতে তরুণ পরিবেশকর্মীরা সেখানে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। তরুণদের এই উদ্যোগ পরিবেশ সংরক্ষণের আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ধরার তিন দাবি, দাবিগুলো হলো: ১. এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে হাতিরঝিলে চলমান পরিবেশ ধ্বংসের আয়োজন বন্ধ ও বাতিল করা। পান্থকুঞ্জ পার্ক ধ্বংসকারী এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প নির্মাণ অবিলম্বে বাতিল করা। ২. এই সব ধ্বংসাত্মক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। ৩. অবিলম্বে হাতিরঝিলসহ দেশের সব নদী, খাল ও প্রাকৃতিক জলাধার এবং পান্থকুঞ্জ পার্কসহ দেশের সব পার্ক ও উদ্যান দূষণ ও দখলমুক্ত করে যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির

মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তিনি জানান, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হবে।

নিক্সন চৌধুরী

করেছেন নিক্সন চৌধুরী। আশপাশের জমির মালিকদের ডেকে বাড়িতে এনে জোর করে ভাঙার সদরপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে পাঠিয়ে তাদের জমি রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছেন। এভাবে প্রায় ১১শ বিঘা জমি নিজের স্ত্রী ও সন্তান এবং ভাইয়ের নামে দলিল করে নিয়েছেন তিনি।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা

হয়। আর অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধ সংক্রান্ত ৫ নম্বর অভিযোগে ২৫ বছর জেল ও ৬ নম্বর অভিযোগে নির্যাতনের দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া ১ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে রায়ে উল্লেখ করে ট্রাইব্যুনাল। পরে আজহারুল ইসলাম খালাস চেয়ে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপিল দায়ের করা হয়। ওই আপিলের ওপর ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর রায় ঘোষণা করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ। আপিলের রায়ে বিচারপতিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর অভিযোগে আজহারের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়। পাশাপাশি ৬ নম্বর অভিযোগের দণ্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। আর ৫ নম্বর অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আজহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ছয়টি। প্রথম অভিযোগে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ভাসানী (ন্যাপ) নেতা ও রংপুর শহরের বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবী এ ওয়াই মাহফুজ আলীসহ ১১ জনকে অপহরণ করে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এরপর তাদের ৩ এপ্রিল রংপুর শহরের দখিগঞ্জ শ্মশানে নিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হয়, আসামি একাত্তরের ১৬ এপ্রিল তার নিজ এলাকা রংপুরের বদরগঞ্জ থানার ধাপপাড়ায় ১৫ জন নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে তাদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। তৃতীয় অভিযোগে বলা হয়, আসামি একই বছরের ১৭ এপ্রিল নিজ এলাকা রংপুরের বদরগঞ্জের ঝাড়ুয়ারবিল এলাকায় ১২শ'র বেশি নিরীহ লোক ধরে নিয়ে হত্যা করে তাদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। চতুর্থ অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরের ১৭ এপ্রিল কারমাইকেল কলেজের চার অধ্যাপক ও এক অধ্যাপকের স্ত্রীকে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে অপহরণ করে দমদম ব্রিজের কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। পঞ্চম অভিযোগে বলা হয়, ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে রংপুর শহর ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মহিলাদের ধরে এনে টাউন হলে আটকে রেখে ধর্ষণসহ শারীরিক নির্যাতন চালান। একই সঙ্গে মহিলাসহ নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের অপহরণ, আটক, নির্যাতন, গুরুতর জখম ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এ আসামি। ষষ্ঠ অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রংপুর শহরের গুপ্তপাড়ায় একজনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। একই বছরের ১ ডিসেম্বর রংপুর শহরের বেতপট্টি থেকে এজনকে অপহরণ করে রংপুর কলেজের মুসলিম ছাত্রাবাসে আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতন ও গুরুতর জখম করেন।

চার হাত বদলে ২ টাকার ফুলকপি

ফুলকপি কিনছিলেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ফুলকপিগুলো পুনরায় বিক্রির উদ্দেশ্যে ভ্যানযোগে পাইকারি কাঁচাবাজারের পথে রওনা হচ্ছিলেন। এমনই একজন ব্যবসায়ী সামিউল ইসলাম মিঠু। ২ টাকা দরে ৪০০ পিস ফুলকপি কেনার পর এসব ফুলকপি পাইকারি কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে ৪-৫ টাকা দরে বিক্রি করতে দেখা যায় তাকে। ওইসময়ে কথা হলে ব্যবসায়ী সামিউল ইসলাম মিঠু বলেন, ভেবেছিলাম পাইকারিতে প্রতি পিস ফুলকপি অন্তত ৭ টাকা দরে বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু আসার পর দেখছি এখানেও সিন্ডিকেট। ৩-৪ টাকার বেশি দামে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কেউই ফুলকপি কিনতে চাচ্ছে না। অথচ আরেক হাত বদলেই খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে তারাই আবার ১০ টাকা পিস দরে ফুলকপি বিক্রি করছেন। মিঠুর অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে পাইকারি ব্যবসায়ী মুকুল হোসেন বলেন, ৪-৫ টাকা পিস দরে ভালো মানের ফুলকপি পাওয়া যায় না। যেসমস্ত ফড়িয়া ব্যবসায়ী আমাদের কাছে ফুলকপি আনছেন সেসব ৬-৭ টাকা পিস দরে কিনতে হচ্ছে। এ দামে কেনার পর খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে ১০ টাকা দরে বিক্রি করছি। এখানে দোষের কিছু নেই। অপরদিকে পাইকারি বাজার থেকে মানভেদে প্রতি পিস ফুলকপি ৯-১০ টাকা দরে কেনার পর খুচরা ব্যবসায়ীরা এসবের পসরা সাজিয়ে পার্শ্ববর্তী গোস্তহাটির মোড় খুচরা কাঁচাবাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত রাখছেন। ৩ হাত বদলের পর চতুর্থ ধাপে এবার সেই ফুলকপি ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে প্রতি পিছ ১৫ টাকা দরে। হাত বদলে ২ টাকার ফুলকপি ১৫ টাকায় বিক্রির কারণ জানতে চাইলে শহরের গোস্তহাটির মোড় কাঁচাবাজারের মোহাম্মদ আলী স্টোরের খুচরা ব্যবসায়ী আব্দুল আলিম বলেন, সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে কৃষকরা বরাবরের মতোই উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সিন্ডিকেট ভাঙতে কৃষিপণ্য বিপণনে মধ্যস্থতা কমিয়ে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করতে হবে। সেইসঙ্গে সরাসরি কৃষককে খুচরা ব্যবসায়ী পর্যায়ে লেনদেনের সুযোগ দিতে হবে। তাহলেই কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাবেন। নওগাঁ সদর উপজেলার বর্ষাইল ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের কৃষক ময়নুল হক বলেন, ৪ বিঘা জমিতে ফুলকপি চাষ করতে গিয়ে ৮০ হাজার টাকা খরচ করেছি। ভেবেছিলাম এবার অন্তত দেড় লাখ টাকার ফুলকপি বিক্রি করতে পারবো। অথচ এখন খরচের অর্ধেক টাকা ওঠানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। ২ বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি করে মাত্র ২০ হাজার টাকা পেয়েছি। এখন যেভাবে পানির দরে ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে এ মৌসুমে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা লোকসান হবে। তিনি বলেন, বাজার সিন্ডিকেটে যেভাবে ফুলকপির দরপতন হলো, এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে ফুলকপির আবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে চাষিরা। হাটের কোথাও বাজার মনিটরিংয়ে প্রশাসনের নজরদারি নেই। তাই অসহায় হয়ে কম দামে ফুলকপি বিক্রি করতে হচ্ছে। অনেক চাষি এবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এ সিন্ডিকেট ভাঙতে প্রশাসনের নিয়মিত বাজার মনিটরিং প্রয়োজন। তবে কৃষকদের এসব অভিযোগের সঙ্গে একেবারেই দ্বিমত পোষণ করেছেন নওগাঁ জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা সোহাগ সরকার। তিনি বলেন, বাজারে কোনো সিন্ডিকেট নেই। মাসের প্রায় ২৮ দিনই বাজার মনিটরিং করা হয়। এরপরও সিন্ডিকেট তৈরি হলে সেটা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শুধুমাত্র কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নয়। টাস্কফোর্স কমিটিসহ ভোক্তা অধিকার চাইলেই ব্যবস্থা নিতে পারেন। আগাম জাতের শীতকালীন শাকসবজির আবাদ তুলনামূলক হারে বেড়ে যাওয়ায় এ দরপতন। নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবুল কালাম আজাদ বলেন, এ বছর জেলায় ৫৭৫ হেক্টর জমিতে ফুলকপি আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও ৬২০ হেক্টর জমিতে ফুলকপি আবাদ করেছেন চাষিরা। যেখানে ১৭ হাজার ৩৬০ মেট্রিক টন ফুলকপি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার সারাদেশেই ফুলকপির বাম্পার ফলন হয়েছে। তাই বাহিরের জেলার ক্রেতারা নওগাঁ থেকে ফুলকপি কিনতে আসছেন না। মূলত এই কারণেই নায্যদাম থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে চাষিদের।

নতুন মামলায় আনিসুল হককে গ্রেপ্তার

কারাগারে আছেন। মামলার সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শেষে বিজয় উল্লাস করে রাজধানীর ভাষানটেক থানাধীন মিরপুর-১৪ নম্বর এলাকায় মো. ফজলু (৩১) অংশ নেন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে এজাহারনামীয় আসামিদের অতর্কিত আক্রমণ ও গুলি বর্ষণে ফজলুর কোমড়ের ওপর পাশ দিয়ে ঢুকে অপর পাশে বেরিয়ে যায়। এরপর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে মোট ১৬৪ জনের নামে মামলা করেন নিহতের ভাই সবুজ।

রাতের আঁধারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো

বাড়ি ছিল আব্দুল আজিজ মোল্লার। রাজউক কর্তৃক তার জমিজমা অধিগ্রহণের পর সেখান থেকে চলে এসে বাড়ি করেন কালনী এলাকায়। কালনী সামাজিক কবরস্থান হওয়ার শুরু থেকে তিনি নিজে লোকজন নিয়ে মৃত ব্যক্তির দাফন করার জন্য কবর খুঁড়ে আসছেন। হঠাৎ করে গত কয়েকদিন আগে রাজউক তার ঠিকানার দিয়ে কবরস্থান গুঁড়িয়ে দেওয়ায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। কবরগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ফেলে কেঁদে ওঠেন আজিজ মোল্লা। কবরস্থানে এসে কেউ স্ত্রীর, কেউ বাবার, কেউ ভাই, কেউবা আবার সন্তানের কবরের চিহ্ন ঠিক করতে দেখা গেছে। জানা যায়, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রাজউক কর্তৃক পূর্বাচল প্রকল্প তৈরি করার জন্য ১৯৯৫ সালে ১৭টি মৌজার জমি অধিগ্রহণ করে। ২০১২ সালের দিকে সেখানে বসবাসরত অধিবাসীদের মৃত্যুর পর কবর দেওয়ার জন্য পূর্বাচল ২২ নম্বর সেক্টর (কালনী) এলাকায় কবরস্থানের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়। যার নাম দেওয়া হয় কালনী সামাজিক কবরস্থান। শুরু থেকে এ পর্যন্ত এ কবরস্থানে পূর্বাচলের ১৭ মৌজায় বসবাসরত প্রায় ৩০০ মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া হয়েছে। এদিকে, গত কয়েকদিন আগে কোনও প্রকার নোটিশ প্রদান না করে রাতের আঁধারে ভেকু দিয়ে কবরস্থান গুঁড়িয়ে দিয়েছে রাজউকের নিয়োজিত ঠিকাদারের লোকজন। খবর পেয়ে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা-কমান্ডারসহ সাধারণ লোকজন তাদের বাধা দিয়েও কোনও রেহাই মেলেনি। এমনকি আগামী ৬ মাস কোন মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া যাবে না বলেও নিষেধ করা হয়। বিনা নোটিশে কবরস্থান গুঁড়িয়ে দেওয়ায় অনেকটা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, কবরস্থান যেন এখানে থাকে। তবে কবরস্থান আরও বড় পরিসরে, সুন্দরভাবে করার জন্য সংস্কার করা হচ্ছে বলে দাবি করেন রাজউকের নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। এ ব্যাপারে ইউএনও সাইফুল ইসলাম বলেন, কবরস্থান ভাঙচুরের বিষয়টি স্থানীয় লোকজন আমাকে জানিয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে কীভাবে সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী (পূর্বাচল প্রকল্প বাস্তবায়ন) মো. নুরুল ইসলাম বলেন, কবরস্থানের কোনও কবর ওঠানো হয়নি। কবরস্থানে ঝোপ-জঙ্গল ছিল সেটা পরিষ্কার করা হয়েছে। কবরস্থান আরও সুন্দর করার জন্য ব্যাপক কাজ করা হচ্ছে। বনানী কবরস্থানের মতো সুন্দর করে বাউন্ডারি দেয়াল করে দেওয়া হবে। ওয়াকওয়ে থাকবে যাতে করে চলাচল করা যায়। এ ছাড়া এখানে আরও বড় পরিসরে ১৬ একর জমিতে ১০ হাজার ৭৩৬টি কবর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তাদের জন্য ১৫টি কবর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য রেস্তোরাঁ বন্ধের

গেছে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভ্যাটের হার বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বর্তমানে সাধারণ মানের এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) রেস্তোরাঁয় খাওয়ার জন্য ৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। এটি বেড়ে সাড়ে ৭ শতাংশ হতে পারে। এছাড়া নন-এসি হোটেলের ভ্যাট ৭.৫ শতাংশ থেকে দ্বিগুণ করে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এনবিআর জানিয়েছে, যেসব পণ্য ও সেবার ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ও আবগারি শুল্ক বৃদ্ধি করা হচ্ছে তার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নেই বিধায় সর্বসাধারণের ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পাবে না এবং মূল্যস্ফীতিতেও প্রভাব পড়বে না। জনস্বার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির শুল্ক কর হার ব্যাপক ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং জাতি হিসেবে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি ও হার যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৭০ শতাংশ রেস্তোরাঁ এখনো ভ্যাটের আওতার বাইরে জানিয়ে ইমরান হাসান বলেন, অপ্রয়োজনীয় প্রস্তাব বাদ দিয়ে সরকার ঘাটতি মেটাতে পারে। আইএমএফ এর শর্ত মানতে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো দেশের জনগণের ওপর ইচ্ছে মত করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কোনো পূর্ণাঙ্গ সমাধান হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীর সব দেশেই রাজস্ব আদায়ের প্রধান খাত হলো প্রত্যক্ষ কর। যে যত বড় ধনী, তাকে তত বেশি আয়কর দিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে করের আওতা না বাড়িয়ে ভ্যাটকে রাজস্ব আয়ের প্রধান হাতিয়ার করা হয়েছে। বর্তমানে ভ্যাট নিবন্ধন নেওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫ লাখ ২৫ হাজার। এর মধ্যে গড়ে সাড়ে তিন লাখ প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ভ্যাট দিয়ে থাকে। এর বাইরে যে লাখ লাখ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটের আওতায় আনতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

সাবেক এমপি শফিউল ৩ দিনের

জানুয়ারি উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন। মামলার ৭ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি শফিউল।

৪৩তম বিসিএসের বাদ পড়া

জবাবে মো. মোখলেসুর রহমান বলেন, এ বাজেটে মানে ৩০ জুনের মধ্যে, আমি বলব অবশ্যই এর মধ্যে হবে। তার আগে হবে ইনশাআল্লাহ। কোন মাস থেকে মহার্ঘ ভাতা ধরা হবে, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনুমান করে বলা ঠিক হবে না। এ বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ও প্রশাসনিক পরিষদ ভাল বলতে পারবেন।

১৫ বছরে পুঁজিবাজারে জালিয়াতির

উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বাজেটের আগে ট্যাক্স অথরিটি আমাদের সঙ্গে বসবেন। আলোচনার মাধ্যমে আমরা ট্যাক্স সুবিধা পাবো বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হকের

জাহাঙ্গীর শুনানি করেন। পরে বিচারক নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন। দুদকের কোর্ট পরিদর্শক আমির হোসেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক রেলপথমন্ত্রী মুজিবুল হকের বিরুদ্ধে টেন্ডার বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রেলওয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতপূর্বক নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অর্জিত সম্পদ হস্তান্তর করে বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে পাচার করছেন এবং বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন মর্মে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের বরাত দিয়ে দুদক আবেদনে বলেছে, দেশের বিমানবন্দর দিয়ে মুজিবুল হক দেশ ত্যাগ করতে পারেন মর্মে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তার বিদেশ গমন রহিত করা আবশ্যক। *বগুড়ার সাবেক এমপি শরিফুল জিন্নাহর স্ত্রীসহ দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা:* বগুড়া-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ ও তার স্ত্রী মোহসিনা আকতারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও দুদকের উপপরিচালক মো. সিফাত হাসান দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। দুদকের আইনজীবী মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন। পরে বিচারক নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। দুদকের আবেদনে বলা হয়, বগুড়া-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ ও তাঁর স্ত্রী মোহসিনা আকতার ২ কোটি ৬১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৭২ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং ওই সম্পদের তথ্য গোপন, স্থানান্তর রূপান্তর ও হস্তান্তর করেছেন। তদন্তকালে বিশ্বস্ত সূত্রে দুদক জানতে পেরেছে, মোহসিনা ও শরিফুল সপরিবারে দেশত্যাগ করে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে বর্ণিত আসামিরা যাতে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করা হয় আবেদনে। *স্ত্রীসহ রিজেন্ট হোটেলের চেয়ারম্যানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা:* রাজধানীর রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ ও তার স্ত্রী জেবুন্নাহারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র জজ মো. জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এর আগে দুদকের উপ-পরিচালক মেফতাহুল জান্নাত দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। এ সময় দুদকের পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর শুনানি করেন। দুদকের কোর্ট পরিদর্শক আমির হোসেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দুদকের আবেদনে বলা হয়, ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুসলেহ উদ্দিন ও তার স্ত্রী জেবুন্নাহারের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে টিম গঠন করা হয়েছে। টিমে দলনেতা হিসেবে দুদকের উপ-পরিচালক মেফতাহুল জান্নাত ও উপ-সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুনকে সদস্য করা হয়েছে। আবেদনে আরও বলা হয়, অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, মুসলেহ উদ্দিন স্বপরিবারে গোপনে দেশত্যাগ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি দেশ ত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে গেলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র পেতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তাছাড়া সার্বিক অনুসন্ধান কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। তাই তাদের বিদেশ যাত্রা রোধে আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

'জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বিশেষ

হাসান আজম, নোমান বিন হারুন, জহিরুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম বিজয় ও জাকি হাসান ইফতি। শহীদী স্মারক নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত টিমের সদস্য হিসেবে রয়েছেন মো. রাঙ্গীদ হোসেন, এস আই শাহিন, মনিরুজ্জামান মাজেদ, ফারহান হাসান ধর্ণ, হৃদয় সজল, তাজহারুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন ও সাখাওয়াত হোসেন।

ওসমান পরিবারের চারজনসহ ৫৩ জনের নামে আবারো হত্যাচেষ্টা মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সাবেক সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমানসহ ৫৩ জনের বিরুদ্ধে আরও একটি হত্যাচেষ্টা মামলা হয়েছে। একই মামলায় অজ্ঞাত আসামি হিসেবে ২০০-৩০০ জন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীকে রাখা হয়েছে। মো. আবুল হোসেন তালুকদার (৪৬) নামের এক ব্যক্তি মামলার জন্য নারায়ণগঞ্জ আদালতে আবেদন করেন। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী গত বুধবার রাতে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলাটি রুজু করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহিনূর আলম। উক্ত মামলার এজাহারে আসামি করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান, শামীম ওসমানের ছেলে অয়ন ওসমান, ভাতিজা আজমেরী ওসমান, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক শাহ নিজাম, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাজী ইয়াছিন মিয়া প্রমুখকে। এজাহার থেকে জানা গেছে, ৪ আগস্ট রাত ৮টার সময় চিটাগাংরোডের ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের সামনে ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে আন্দোলন করছিল। তখন ওই আন্দোলনস্থলে বাদী আবুল হোসেন তালুকদারের ছেলেও উপস্থিতি ছিলেন। সেসময় আন্দোলন দমাতে উক্ত মামলার আসামিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করলে বাদীর ছেলে পিঠের বামপাশ ও শরীরে বিভিন্ন স্থানে গুলিবিদ্ধ হন।

চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপি নেতা বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম সোহেলকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। গত বুধবার রাতে চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক পল্টু স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দলীয় পদ-পদবী ব্যবহার ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি, বিভিন্নজনের সঙ্গে অসদাচরণ এবং শৃঙ্খলা বর্হিভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এর আগে গত মঙ্গলবার শহরের মুক্তিপাড়ার ব্যবসায়ী নুরুজ্জামানের নির্মাণাধীন বাড়িতে চাঁদা দাবির অভিযোগে বিএনপি নেতা জাহিদুল ইসলাম সোহেলকে গ্রেপ্তার করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

জেনেভা ক্যাম্পের 'মাদক সম্রাট' চুয়া সেলিম গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ মাদক কারবারি সেলিম আশরাফি ওরফে চুয়া সেলিমকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গত বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতাল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব জানায়, ৫ আগস্টের পর মাদক কারবারি চুয়া সেলিম ও বুনিয়া সোহেলের দ্বন্দ্বের জেরেই ক্যাম্পে সাত জন খুন হন। এসব খুনের মামলার অন্যতম আসামি চুয়া সেলিম। তার বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র লুট, মাদকসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৩৫টি মামলা রয়েছে। এরআগে ক্যাম্পের আরেক শীর্ষ মাদক কারবারি ও হত্যা মামলার আসামি ভুঁইয়া সেলিম ওরফে বুনিয়া সেলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র‍্যাব-২ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু বলেন, রাজধানীর জেনেভা ক্যাম্পে শীর্ষ দুই মাদক কারবারি চুয়া সেলিম ও ভূঁইয়া সোহেল। ৫ আগস্টের পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পের আধিপত্য ও মাদককারবির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এই দুই গ্রুপের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষে সাত জন নিহত হয়েছেন। সম্প্রতি সিলেট থেকে র‍্যাবের অভিযানে ভূঁইয়া সোহেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এরপর থেকে চুয়া সেলিম আত্মগোপনে চলে যান। গতরাতে গোপন সংবাদে জানা যায়, চুয়া সেলিম ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতাল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ধানমন্ডি থানা পুলিশের কাছে তাকে সোপর্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের সুযোগে দুষ্কৃতিকারীরা মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা আক্রমণ করে আগ্নেয়াস্ত্রসহ সব জিনিসপত্র লুটপাট করে। পরে ভাঙচুর ও থানায় অগ্নিসংযোগ করে। ৫ আগস্টের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের অন্যান্য থানার মতো পুলিশ-শূন্য হয়ে পড়ে এ দুটি থানাও। পুলিশশূন্য থানা দুটির কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সুযোগে মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পের সক্রিয় মাদক ব্যবসায়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলো নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে দফায় দফায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এরআগে তাদের সংঘর্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, পেট্রোল বোমা ও দেশীয় অস্ত্রের ব্যবহার থাকলেও গত ১৮ ও ১৯ আগস্টের সংঘর্ষে চুয়া সেলিম ও ভূঁইয়া সোহেল গ্যাংয়ের সদস্যদের হাতে পুলিশের ব্যবহৃত পিস্তল আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যায়, যা দুই থানা থেকে লুট করা।

নীলফামারীতে গ্রাহকের দেড় কোটি টাকা নিয়ে উধাও ম্যানেজার

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীতে আজিজ কো-অপারেটিভ কমার্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স (এসিসিএফ) ব্যাংক লিমিটেডের পাঁচ শতাধিক গ্রাহকের জমাকৃত আমানতের দেড় কোটি টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন ব্যাংকের ম্যানেজার জাহিদুজ্জামান শাহ ফকির জাহিদ। টাকা লোপাটের বিষয়টি জানাজানির পর গত এক বছর থেকে গ্রাহকরা ব্যাংকে এসে টাকা ফেরতের দাবি জানালে ম্যানেজার আজ দেবো কাল দেবো বলে টালবাহানা শুরু করেন। কিন্তু গত ৫ আগস্ট থেকে ব্যাংকের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছেন ম্যানেজার। তার বাড়ি সদরের ইটাখোলা ইউনিয়নের ফকিরপাড়া গ্রামে। তিনি জাকির হোসেন শাহর ছেলে। ব্যাংকটি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও মূল কার্যক্রম চালু হয় ২০১৮ সালে। তিনি ২০১৮ সাল থেকে ম্যানেজার হিসেবে ওই ব্যাংকে কর্মরত আছেন। ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকটি জেলা শহরের কিচেন মার্কেট বড় বাজার এলাকার সাব্বির ভিলার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। গ্রাহকরা জানান, ২০১৮ সালে জুলাই মাসে শহরের কিচেন মার্কেটস্থ এলাকায় ব্যাংকের কার্যক্রম চালু করেন আলতাফ হোসেনসহ জাহিদুজ্জামান। তিনি ছয় জন কর্মচারী নিয়ে প্রায় ছয় বছর যাবৎ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে এসিসিএফের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক। ব্যাংকটি বাজারসংলগ্ন হওয়ায় বড় বড় ব্যবসায়ী, এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ কৃষিশ্রমিকরাও তাদের পরিশ্রমের টাকা সেখানে জমা রাখতেন। সদরের ইটাখোলা ইউনিয়নের আব্দুল মজিদের ছেলে গ্রাহক শামিম মিয়া বলেন, আমরা তিন ভাই মিলে সাত লাখ ৫০ হাজার টাকা জমা রাখি। চুক্তি অনুযায়ী লাখে ১০০০ হাজার থেকে এক হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ প্রতিমাসে দেওয়ার কথা। এখন লাভ তো দূরের কথা আসল টাকাই পাচ্ছি না। সেই টাকার জন্য ঘুরতে ঘুরতে একপর্যায়ে আজ দেবো কাল দেবো বলে সময় ক্ষেপণ করতে থাকেন। এসে দেখি ব্যাংক বন্ধ। এ ছাড়াও শওকত আলীর ৩ লাখ, ওয়াজেদ আলীর ৪ লাখ, সুরত আলী ৭ লাখ, আমিনুর রহমান ৩ লাখ, আরব আলী শাহ এক লাখ ৮০ হাজার, আব্দুল মজিদ সাড়ে ৫ লাখ, জহুরুল ইসলামের ৬০ হাজার টাকাসহ একাধিক গ্রাহকের টাকা নিয়ে জাহিদ এখন উধাও। কিচেন মার্কেটের ব্যবসায়ী মাসুদ আলম বলেন, মেয়ের বিয়ের জন্য ওই শাখায় টাকা জমাতে থাকি। সেখানে আমার নামে এক লাখ ২৬ হাজার, মেয়ের নামে এক লাখ ৫০ হাজার, স্ত্রীর নামে এক লাখসহ মোট তিন লাখ ৭৬ হাজার টাকা জমা রাখি। ছল ছল চোখে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমাকে "কবর" দিয়েছে বাবা। মেয়েটার বিয়ে ভেঙে গেছে। এখন কোনও উপায় দেখছি না কী করবো। এদের আমি বিচার চাই। শুধু তাই নয়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই শাখার একজন কর্মচারী জানান, বেশি মুনাফার লোভ দেখিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিয়ে ম্যানেজার নিজের কাজে রাখতেন। গ্রাহকরা এ বিষয়ে কিছুই জানতো না। এরপর ব্যাংকের কয়েকজন গ্রাহক সঞ্চয়ী হিসাব থেকে টাকা তুলতে এসে দেখেন তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা নেই। এতে ম্যানেজারের প্রতারণার বিষয়টি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে শতাধিক গ্রাহক টাকা ফেরত নিতে এসে দেখেন ব্যাংক বন্ধ। কানিজ ফাতেমা নামের এক ভুক্তভোগী গ্রাহক বলেন, 'নিজের ভবিষ্যতের জন্য ওই ব্যাংকে দুই লাখ টাকা রেখেছিলাম। গত পাঁচ আগস্টের আগে সাংসারিক প্রয়োজনে টাকা তুলতে গিয়ে দেখি গেটে তালা ঝুলছে। এই বিচার কাকে দেবো। আমারটা টাকা উদ্ধারের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাই। অভিযুক্ত ব্যাংকের ম্যানেজার জাহিদুজ্জামান শাহ ফকিরকে তার মোবাইল নম্বরে একাধিকবার ফোন দিলে তা রিসিভ না করায় বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

হালুয়াঘাট বন্দর দিয়ে বন্ধ ভারতীয় কয়লা আমদানি, ক্ষুব্ধ আমদানিকারকরা

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী উপজেলা হালুয়াঘাটের কড়ইতলী ও গোবরাকুড়া স্থলবন্দর দিয়ে গত ১৮ দিন যাবত ভারতীয় কয়লা আমদানি বন্ধ রয়েছে। এতে বন্দর শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছেন। এদিকে, ভারতীয় কয়লার বেশি দামে ক্ষুব্ধ আমদানিকারকরা। তারা বলছেন, দাম কিছুটা কমানো হলে বন্দর দুটিতে সারা বছর আমদানি কার্যক্রম চলমান থাকতো। অন্যথায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলবে বন্দরের কার্যক্রম। স্থলবন্দর সূত্র জানায়, গত বছরের এপ্রিলে ভারত থেকে মাত্র ৯৬৪ টন কয়লা আমদানি হয়। এরপর আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেন ব্যবসায়ীরা। এরপর ৪ ডিসেম্বর দুই স্থলবন্দর দিয়ে ৮ ট্রাকে ৯৬ টন কয়লা বাংলাদেশে প্রবেশের মধ্য দিয়ে আবারও কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময় থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯০ ট্রাক কয়লা বাংলাদেশে আসে। এসব ট্রাকে ১০৮০ টন কয়লা ছিল। এরপর বড়দিন ও নতুন বছরে কয়েকদিন ছুটির কথা বলে কয়লা রফতানি বন্ধ রাখে ভারতীয়রা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কড়ইতলী-গোবরাকুড়া আমদানি-রফতানি গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক অশোক সরকার অপু জানান, ভারত থেকে প্রতিটন কয়লা কেনাসহ সব মিলিয়ে খরচ হচ্ছে ১৮ হাজার টাকা। আমরা ৫০০ টাকা মুনাফা করে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছি। ক্রেতা ধরে রাখাসহ বন্দর দুটির কার্যক্রম সচল রাখতে আমদানিকারকরা লাভ কম করছি। তবু ২২ ডিসেম্বরের পর থেকে বড়দিন ও নতুন বছর শুরু হওয়ায় কয়েকদিন রফতানি বন্ধ রাখার কথা বলে এখন পর্যন্ত কয়লা রফতানি বন্ধ রেখেছে ভারতীয়রা। এজন্য বন্দরের কার্যক্রম একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে ইটভাটায় প্রচুর কয়লার প্রয়োজন হচ্ছে। মালিকরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কয়লা নিচ্ছেন। এ সময় বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকলে মালিক-শ্রমিক সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আমরা রফতানিকারকদের সঙ্গে কথা বলছি। আশা করছি, কয়েকদিনের মধ্যেই আমদানি-রফতানি আবারও শুরু হবে। ভারতীয় কয়লার দাম কমানো দরকার উল্লেখ করে আমদানি-রফতানি গ্রুপের এই নেতা জানান, দাম কিছুটা কমালে সারা বছর ব্যবসা চাঙা থাকবে। প্রচুর কয়লা আমদানি করা যাবে। এতে ক্রেতারা কম দামে কিনতে পারবেন। ফলে শ্রমিকরা সারা বছর কাজ করে সংসার চালাতে পারবেন। বেকার সময় কাটাতে হবে না। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কড়ইতলী-গোবরাকুড়া বন্দরের সহকারী পরিচালক পার্থ ঘোষ জানান, গত ২২ ডিসেম্বরের পর আর ভারত থেকে কয়লা আসেনি। এরপর থেকেই কয়লা আমদানি বন্ধ আছে। তিনি আরও জানান, ইন্দোনেশিয়ার কয়লা জাহাজে করে বাংলাদেশে আসে। এগুলোর গুণগত মান ভারতীয় কয়লার চেয়ে কিছুটা কম। এজন্য কয়েক হাজার টাকা কম দামে বিক্রি করা হয়। কিন্তু ভারতীয়রা দাম কমাতে নারাজ। ফলে তাদের কয়লা আমদানি কম হচ্ছে। সারা বছর আমদানি-রফতানি ঠিক রাখতে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে। এর ফলে শ্রমিকদেরও বেকার থাকতে হবে না। এ বিষয়ে হালুয়াঘাট স্থলবন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা তমাল কান্তি বলেন, 'গত অর্থবছরে কয়লা আমদানি খুব কম হয়েছে। তবু ২০ লাখ টাকার মতো রাজস্ব আদায় হয়েছিল।' সারা বছর আমদানি-রফতানি চাঙা থাকলে রাজস্ব আদায় বাড়বে বলে জানান তিনি।

ভোলায় কোস্টগার্ডের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ আটক ১

স্টাফ রিপোর্টার : ভোলায় কোস্টগার্ডের অভিযানে দুটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, দুই রাউন্ড গুলি ও চারটি হাত বোমাসহ তোফায়েল ফরাজি নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার পশ্চিম ইলিশা থেকে তাকে আটক করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোস্টগার্ড জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ভোলা সদর উপজেলাধীন পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের পূর্ব কাজীচর এলাকায় তোফায়েল আহমদ ফরাজির নেতৃত্বে একটি সক্রিয় সন্ত্রাসী দল জমি দখল, চাঁদাবাজি, অস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল বলে জানা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোন অধীনস্থ বিসিজি বেইস ভোলা কর্তৃক মাস্টার কলোনি সংলগ্ন এলাকায় বাংলাদেশ পুলিশের সমন্বয়ে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন ওই এলাকা থেকে দুটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, দুই রাউন্ড তাজা গুলি, একটি হাতবোমা এবং একটি পাসপোর্টসহ তোফায়েল আহমদ ফরাজীকে (৫০) আটক করা হয়। আটক তোফায়েল তোলা সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা। জব্দকৃত সব আলামতসহ আটক ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভোলা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

চট্টগ্রামে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে প্রাণ গেল ১ জনের, আহত ৪

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ইটবোঝাই ট্রাক ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে কিরণ দে (৫০) নামের এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কাপ্তাই সড়কে রাঙ্গুনিয়ার ইছাখালী ভূমি অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কিরণ দে নগরের চান্দগাঁও মোহরা এলাকার অতুল দে'র ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে পটিয়ায় থাকতেন। দুর্ঘটনায় আহত হন তার স্ত্রী অঞ্জনা দে (৪৫), ছেলে অনিক দে (১৮), মেয়ে রুবি দে (৭) ও অটোরিকশা চালক মো. তারেক (৩০)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাঙামাটি থেকে ফেরার পথে ইছাখালী ভূমি অফিস এলাকায় ইটবোঝাই ট্রাকের সাথে সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার চালকসহ চার যাত্রী গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালে আনার পর কিরণ দে'কে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। আহত চালক ও নিহতের স্ত্রী-সন্তানদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাঙ্গুনিয়া থানার ওসি সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ট্রাক চালক পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নোয়াখালীতে বাসচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বাসচাপায় মো. মাঈন উদ্দিন (৫০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বসুরহাট-কবিরহাট সড়কের করালিয়া সবজি আড়তের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. মাঈন উদ্দিন উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মজিবুল হকের ছেলে। তিনি স্থানীয় সবজির আড়তে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী কোরবান আলী রাকিব জানান, সকালে বসুরহাট থেকে বসুরহাট সুপার পরিবহনের একটি বাস কবিরহাট যাচ্ছিল। বাসটি বসুরহাট-কবিরহাট সড়কের করালিয়া সবজি আড়ত এলাকা অতিক্রম করছিল। এসময় আড়ত থেকে পেঁয়াজের বস্তা মাথায় নিয়ে শ্রমিক মাইন উদ্দিন বের হলে বেপরোয়া গতির বাসটি তাকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই ঘাতক চালক পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বসুরহাট-কবিরহাট সড়কে চলাচল করা প্রায় লোকাল বাসই ফিটনেসবিহীন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে এই সড়কে লোকাল বাসে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি গাজী মোহাম্মদ ফৌজুল আজিম জানান, স্থানীয় লোকজন বাসটি আটক করে। খবর পেয়ে পুলিশ বাসটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাভারে বাসে আগুন: লকারে থাকা অর্ধশত ছাগলের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারে একটি চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একই পরিবারের তিনজনসহ চারজন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। একই সাথে পুড়ে মারা গেছে বাসের লকারে থাকা প্রায় অর্ধশতাধিক ছাগল। গত বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ফুলবাড়িয়া পুলিশ টাউনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একটি অ্যাম্বুলেন্স, শ্যামলী পরিবহনের একটি ও ঝুমুর পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। অ্যাম্বুলেন্স পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও বাস দুটির আগুন নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ফায়ার সার্ভিস জানায়, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ঢাকাগামী লেন দিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দেয়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সটিতে আগুন ধরে যায়। পরে বাসটিতে পেছন থেকে অপর একটি বাস ধাক্কা দিলে তিনটি যানবাহনেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শ্যামলী পরিবহনের বাসটির লকারে বেশ কিছু ছাগল ছিল। লকারের চাবি না থাকায় ছাগলগুলো জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সবগুলো ছাগল পুড়ে মারা গেছে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাত দুইটার দিকে আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় ২০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তবে ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সটি পুরোপুরি পুড়ে যায়। এ ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্সে থাকা শিশুসহ চারজনের মৃত্যু হয়। সাভার ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মেহেরুল ইসলাম বলেন, রাত ২টার দিকে চলন্ত অ্যাম্বুলেন্স ও বাসের সংঘর্ষে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে সাভার ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। তবে ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ৪ জন পুড়ে মারা যায়। একই সাথে শ্যামলী পরিবহনের লকারে থাকা প্রায় অর্ধশতাধিক ছাগল পুড়ে মারা গেছে। নিহতদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত অ্যাম্বুলেন্স ও বাস দুটিকে সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

ডিএমপির ১২ ডিসিকে বদলি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) পদমর্যাদার ১২ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। গত বুধবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক আদেশে এ বদলি খবর জানানো হয়। বদলি হওয়া কর্মকর্তারা হলেনজ়হিদুল ইসলামকে অর্থ বিভাগে, সালমা সৈয়দ পলিকে সদর দপ্তরে সংযুক্ত, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন শিকদারকে পিওএম উত্তর বিভাগে, শামিমা আক্তারকে পিএসঅ্যান্ডআইআইতে, রেজাউল করিমকে পিওএম পূর্ব বিভাগে, ফারহানা আয়াসমিনকে উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশনে, মোহাম্মদ ছনোয়ার হোসেনকে পিওএম পশ্চিম বিভাগে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া ইবনে মিজানকে তেজগাঁও বিভাগে, মল্লিক আহসান উদ্দিন সামীকে (ভারপ্রাপ্ত) ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিসে, মোহাম্মদ হারুন অর রশিদকে ওয়ারী বিভাগে, মফিজুল ইসলামকে (ভারপ্রাপ্ত) গুলশান ট্রাফিক বিভাগে এবং মইনুল হককে (ভারপ্রাপ্ত) প্রটেকশন বিভাগে বদলি করা হয়।

আদালত থেকে গায়েব হওয়া ৯ বস্তা নথি উদ্ধার, আটক ১

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম আদালতের হত্যা, মাদক, চোরাচালান, বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন মামলার ১ হাজার ৯১১টি নথি (কেস ডকেট) গায়েবের ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় ৯ বস্তা মামলার নথি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, আদালতের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করে। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে হারিয়ে যাওয়া ৯ বস্তা নথি উদ্ধার করা হয়। নথিগুলো পাথরঘাটা এলাকার একটি ভাঙ্গারির দোকানে ১৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়। আটক ব্যক্তি আদালত চত্বরে চা বিক্রি করতেন। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) শাকিলা সোলতানা বলেন, চট্টগ্রাম আদালতের বিভিন্ন মামলার ১ হাজার ৯১১টি।

সম্পাদকীয়

৬৫ পণ্যে ভ্যাট বাড়ছে

মানুষের দুর্দশার কথা ভাবতে হবে

জিনিসপত্রের দাম লাগামহীনভাবে বাড়ছে। নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ কোনোভাবেই আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে পারছে না। পরিবারের অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদার সঙ্গেও আপস করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় আবার আসছে অবৈধ ভ্যাটের খড়্গ। জানা যায়, আইএমএফের চাপে ওষুধ, গুঁড়া দুধ, ফলমূল, সাবান, মিষ্টিসহ ৬৫ পণ্যে ভ্যাট বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। শুধু তা-ই নয়, মোবাইলে কথা বলা, ইন্টারনেট ব্যবহার, হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবারের খরচেও বাড়তি ভ্যাট বসানো হচ্ছে। নতুন ভ্যাট আরোপের বিষয়টি উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন করা হয়েছে। অচিরেই তা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে বলে জানা গেছে। বাজেট প্রণয়নের সময়ই অর্থ মন্ত্রণালয় এনবিআরকে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয়। অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে ভ্যাটহার বাড়ানোর নজির খুব বেশি নেই। জানা যায়, এনবিআর চায়নি এ সময় এভাবে ভ্যাট বাড়াতে। কিন্তু ঋণ প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশকে কর-জিডিপি অনুপাত ০.২ শতাংশ বাড়ানোর শর্ত দিয়েছে, টাকার অঙ্কে যা ১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এই অর্থ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার (চার লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা) সঙ্গে যোগ হবে। তাই বাধ্য হয়েই এনবিআরকে ভ্যাট বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হয়েছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) বাড়লেও জিনিসপত্রের দামের ওপর তেমন প্রভাব পড়বে না বলে মনে করছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, অত্যাবশ্যকীয় সব পণ্যের শুল্ক কমিয়ে জিরো (শূন্য) করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা সেই ছাড়টা দেখবেন। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, সবদিক চিন্তাভাবনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের কষ্ট হবে কি না, তা জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, মনে হয় না কষ্ট হবে। আমরাও সেটা আশা করি কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে তা মিললেই হলো। ভ্যাট বৃদ্ধির তালিকায় উল্লেখযোগ্য পণ্যগুলো হলো- জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, এলপি গ্যাস, গুঁড়া দুধ, বিস্কুট, আচার, টমেটো কেচাপ/সস, সিগারেট, জুস, টিস্যু পেপার, ফলমূল, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, মিষ্টি, চপ্পল (স্যান্ডেল), বিমান টিকিট ইত্যাদি। অর্থনীতি বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন, এই বাড়তি ভ্যাট আরোপ মূল্যস্ফীতির আগুনে ঘি ঢালার মতোই হবে। এসব পণ্য ও সেবার দাম বাড়ার পাশাপাশি সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে যেতে পারে এবং মানুষের কষ্ট ও দুর্ভোগ আরো বাড়তে পারে। পবিত্র রমজান মাস আসতে আর মাত্র দুই মাস বাকি। সাধারণত প্রতিবছরই এ সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ক্রমাগত বাড়ছে রমজানে অধিক ব্যবহৃত খাদ্যপণ্যের দাম। অন্যদিকে ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা রোজার আগে আগে নানা রকম কারসাজি শুরু করে। এমন সময় ভ্যাট বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তটি অসাধু ব্যবসায়ীদের অন্যায়ভাবে দাম বাড়ানোর আরো সুযোগ করে দেবে। সারাদেশে রোজার সময় ইফতারিতে মানুষ কিছু ফলমূল ও মিষ্টিজাতীয় খাদ্যবস্তু রাখার চেষ্টা করে। এগুলোর দাম বেড়ে গেলে রোজাদারদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। আমরা আশা করি, অন্তর্বর্তী সরকার ভ্যাট বৃদ্ধির বিষয়টি আবারও বিবেচনা করবে। সরকারকে মানুষের দুর্ভোগ ও দুর্দশার কথা ভাবতে হবে।

অপরাধ শক্ত হাতে দমনের মনোভাব তৈরি করুন

শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সবার প্রত্যাশা ছিল সব সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে সবকিছু। আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ও রাজনৈতিক দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ায় মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, সুদিন ফিরবে শিগগির। মানুষের এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাস ভাঙতে শুরু করেছে। বাস্তবে তারা দেখছেন, কোথাও শৃঙ্খলা নেই। সরকার এখন এই শৃঙ্খলা ফেরানোর কঠিন পরীক্ষায়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আদালত, আইনশৃঙ্খলা, অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, জনপ্রশাসন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সড়ক-ট্রাফিক সবখানেই বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এসব খাতের অনেকগুলোতেই বিশৃঙ্খলা চরমে উঠেছিল বিগত সরকারের আমলে। প্রত্যাশা ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। তা তো ঘটেনি, বরং কিছু খাতে বিশৃঙ্খলা আরও বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ব্যবসাবাণিজ্যে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে নতুন কোনো বিনিয়োগ আসছে না। অনেক ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের হয়রানি করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। শুধু হয়রানির উদ্দেশ্যে কোনো ধরনের তদন্ত ছাড়াই হত্যা মামলায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আস্থার অভাবে শিল্পকারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন অনেক ব্যবসায়ী। দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে ব্যাপক অবনতি হয়েছে, তা বোঝার জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয় না; সাদা চোখেই দেখা যায়। প্রায় প্রতিদিনই রাজধানীর কোথাও না কোথাও হত্যার ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন ইস্যুতে যত্রতত্র রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সংঘর্ষ, গণপিটুনি যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবা যায়, গত তিন মাসে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬৮ জনের! এছাড়া রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি হাতে হরহামেশাই মহড়া দিতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে। এসব ঘটনায় স্বভাবতই সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তারা। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর তিন মাস পেরিয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন নিষ্ক্রিয় থাকার পর পুলিশ আবার সক্রিয় হয়েছে। গ্রেফতার ও বেআইনি সমাবেশে ছত্রভঙ্গ করার মতো সুযোগ দিয়ে সেনাবাহিনীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে সরকার। তারপরও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেন স্বাভাবিক হচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছে না। বিভিন্ন ঘটনায় নগরীতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হলেও পুলিশ সেভাবে অ্যাকশনে যাচ্ছে না। প্রশ্ন উঠছে পুলিশের গোয়েন্দা কার্যক্রম ও আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ না করা নিয়েও। আইনকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সংস্কৃতির অবসান ঘটানো এবং মানবাধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্লাস্টিক দূষণ কমছে না

পুনর্ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে

বাংলাদেশে বছরে ৩১৫ কোটি থেকে ৩৮৪ কোটি পর্যন্ত প্লাস্টিক বোতল ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে মাত্র ২১.৪ শতাংশ রিসাইকেল করা হয়। বাকি ৭৮.৬ শতাংশ পরিত্যক্ত বোতল নদী, সাগরসহ প্রকৃতির ক্ষতি করছে বলে একটি গবেষণা প্রতিবেদনে থেকে জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বোতল থেকে নির্গত রাসায়নিক; যেমন- বিসফেনল, এটি গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি, শরীরের হরমোন সিস্টেমে বিঘ্ন এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে শুরু করে ক্যান্সারের আশঙ্কা তৈরি করে। শুধু প্লাস্টিকের বোতল নয়, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগ, প্যাকেজিং দ্রব্য, পাত্রের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। অন্য এক গবেষণা প্রতিবেদনে থেকে জানা যায়, ২০০৫ সালে দেশের শহরাঞ্চলে বছরে মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিল তিন কেজি, ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ কেজিতে। বর্তমানে রাজধানীতে গড়ে একজন মানুষ বছরে ২৪ কেজি প্লাস্টিক ব্যবহার করে। মানুষ এসবের ক্ষতিকারকতা নিয়েও যথেষ্ট সচেতন নয়। এসব প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের পর যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলে রাস্তাঘাটের পাশে বা দুই বাড়ির মধ্যবর্তী স্থানে পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের স্তূপ দেখা যায়। বৃষ্টির পানি এসব ধুয়ে নিয়ে ড্রেন বা নালা-নর্দমায় জমা করে। শহরে ব্যাপক জলাবদ্ধতার প্রধান কারণও এটি। ক্রমে এটি মাটির নিচে চাপা পড়ে। ভূগর্ভে পানি প্রবেশ ব্যাহত করে। কৃষিজমির উর্বরতা হ্রাস করে। আর মাইক্রোপ্লাস্টিক সরাসরি মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। খাদ্যদ্রব্যকে দূষিত করে। অথচ মিনারেল ওয়াটার, জুস, কোমল পানীয় ইত্যাদির কারণে প্লাস্টিক বোতলের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। উন্নত দেশগুলোতে প্রধানত দুইভাবে প্লাস্টিক দূষণ কমানোর চেষ্টা করা হয়। এক. উৎপাদন ও ব্যবহার কমিয়ে; দুই. ব্যবহৃত প্লাস্টিক সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে। বাংলাদেশে বর্তমানে উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে, কিন্তু রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহার এখনো জোরদার করা হয়নি।

প্রশাসনিক সংকট ও ভবিষ্যতের করণীয়

রহমান মৃধা

বাংলাদেশের প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা, যা দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা যাচ্ছে, দেশবাসীর জন্য এক বড় সংকেত। এই আগুনের ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভবনটির আট ও নয়তলা, যা দেশের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের সঙ্গে জড়িত। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, এই ঘটনায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'যে বা যারাই এই ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকবে, তাদের বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেয়া হবে না'। তবে, আমার ভাবনায় প্রশ্নটি এখনো রয়ে গেছে: কীভাবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুরক্ষিত থাকবে, যখন এমন ঘটনা ঘটছে? ডিজিটাল বাংলাদেশ : বাস্তবতা ও বিভ্রম বাংলাদেশের ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার পরও, দেশের প্রতিটি নথি, সরকারি তথ্য এবং রেকর্ড সুরক্ষিত না থাকলে, তা কোনোভাবেই ডিজিটাল বলা যায় না। যদি ডিজিটাল বাংলাদেশ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো, তবে এসব গুরুত্বপূর্ণ নথি আগুনে ধ্বংস হওয়ার ঘটনা ঘটত না, কারণ এগুলো ডিজিটালি সুরক্ষিত থাকার কথা ছিল। তবে, এ থেকে স্পষ্ট যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনো কার্যকরী নয়, অথবা এটি কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশ কীভাবে দাবি করতে পারে যে এটি ডিজিটাল হয়ে উঠেছে? ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ সালে প্রণীত হয়েছিল, সাইবার অপরাধ এবং অনলাইনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তথ্য চুরি এবং নথিপত্র ধ্বংস হওয়ার মতো ঘটনা এর কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি রেকর্ড ও নথিপত্রের সুরক্ষা এখনো সঠিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি, যা ডিজিটাল বাংলাদেশে থাকা উচিত ছিল। অন্যদিকে, সুইডেনের মতো উন্নত দেশে, যেখানে সমস্ত সরকারি নথি ডিজিটালি সুরক্ষিত থাকে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাইবার আক্রমণ রোধ করা হয়, সেখানে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান : ক্যাশলেস বাংলাদেশ বাংলাদেশে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে ক্যাশলেস সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারত। আধুনিক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব। দেশে যখন ক্যাশলেস ট্রানজেকশন বা ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়, তখন দুর্নীতি এবং অর্থপাচার কমানোর সুযোগ তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মতো দেশে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে এবং এর ফলে বিভিন্ন সরকারের দুর্নীতির মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। তবে, বাংলাদেশে ক্যাশলেস সিস্টেমের ব্যাপকতা এখনো সীমিত এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন হলে, দেশের আর্থিক খাতে আরও স্বচ্ছতা আসতে পারত। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট : জাতীয় স্বার্থের বিপরীতে বিদেশি চিত্র? বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক অর্জন ছিল, যা দেশের মহাকাশ গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, এ স্যাটেলাইটের কার্যক্রম নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষত এটি কীভাবে দেশের স্বার্থে কাজ করছে এবং এর মাধ্যমে ভারতের ছবি বা ব্রডকাস্টিং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে কিনা। এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত, কেননা, যদি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভারতের চিত্র এবং ব্রডকাস্টিং সুবিধা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, তবে তা বাংলাদেশের জনগণের জন্য কী লাভজনক? শাসক পরিবারের ভূমিকা যখন একদিকে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো একটি রাজনৈতিক পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, তখন এটি সরকারের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার প্রশ্ন তুলে ধরে। দেশে দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং প্রশাসনিক সংকটের একটি বড় কারণ হিসেবে শাসক পরিবার বা তাদের সমর্থকদের কর্তৃত্বশালী ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ : ভবিষ্যতের উন্নয়ন এবং সুরক্ষা বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা, দুর্নীতি রোধ এবং জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। সঠিকভাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সাইবার ঝুঁকি এবং তথ্য চুরির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা অত্যন্ত জরুরি।

ভবিষ্যতের করণীয় ১. প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও সুরক্ষা : বাংলাদেশের প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোর উন্নয়ন করা দরকার, যাতে জনগণের তথ্য সুরক্ষিত থাকে এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। ২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ : ক্যাশলেস সিস্টেমের ব্যাপক ব্যবহার এবং সরকারী খাতে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের বাস্তবায়ন দুর্নীতি কমাতে সহায়ক হতে পারে। ৩. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার সমন্বয় : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা আবশ্যক। এর মাধ্যমে শুধু দেশের জন্য উপকারিতা আসতে হবে, বিদেশি স্বার্থে নয়। ৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়ন : সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত

বাংলাদেশ যদি সত্যিই স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং ডিজিটাল হতো এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যদি দেশে সঠিকভাবে জবাবদিহিতা থাকত, যদি দেশের মালিকদের ক্ষমতাচ্যুত না করার উদ্যোগ নেয়া হতো, এবং যদি সিভিল প্রশাসন এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী স্বৈরাচারী শাসকের গোলামি না করত, তাহলে বাংলাদেশ আজ সত্যিই স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান পেত। দেশের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামোর অভাবের কারণে, আমরা এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একের পর এক দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে দেশের উন্নয়ন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তবে, এসবকিছু সত্ত্বেও, ভবিষ্যতের জন্য আশা এখনও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ, যারা এখনো শৃঙ্খলা, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির জন্য লড়াই করছে, তাদের সামগ্রিক ভূমিকা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে, আমাদের দেশের জন্য সোনালি ভবিষ্যত নিশ্চিত হতে পারে। ভবিষ্যতের দিকে ভবিষ্যত যদি সত্যিই ডিজিটাল এবং দুর্নীতিমুক্ত হয়, তবে তার জন্য প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং প্রশাসনিক সংস্কার। জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগ, আইনি কাঠামোর শক্তিশালীকরণ এবং ন্যায্য ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন দিগন্তে পৌঁছাতে পারবে

প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে তারা ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে ওঠে। ৫. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা : সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে জনগণ আরও আস্থা ফিরে পায়। ৬. বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণায় বিনিয়োগ : প্রযুক্তিগত খাতে বাংলাদেশকে আরো উন্নত করার জন্য শিক্ষা এবং গবেষণায় বিনিয়োগ প্রয়োজন। ডিজিটাল অবকাঠামোর পরিমাণ এবং জাতির সুরক্ষা; বাংলাদেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নামে যে পরিমাণ অর্থ অপচয় হয়েছে, তা একটি বড় প্রশ্ন তৈরি করে। ডিজিটাল প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ খরচ হয়েছে, সেই অর্থের বিনিময়ে সাধারণ জনগণের কী লাভ হয়েছে? ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম, ই-গভর্নেন্স, এবং অন্যান্য ডিজিটাল সেবাগুলো সরকারি খাতে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হলেও, সাধারণ মানুষ তার সুবিধা কতটা পেয়েছে? এখনও দেশের প্রতিটি জনগণ প্রযুক্তিগত সুবিধা থেকে এক সমানভাবে উপকৃত নয়, বিশেষত শহরের বাইরের জনগণ। এর মধ্যে, সরকারের ডিজিটাল সেবার স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতা নিয়ে তীব্র সন্দেহ রয়েছে, কারণ একটি সুষ্ঠু ডিজিটাল অবকাঠামো না থাকলে, জনগণ কোনোভাবেই তার পূর্ণ সুবিধা লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশ যদি সত্যিই স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং ডিজিটাল হতো এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যদি দেশে সঠিকভাবে জবাবদিহিতা থাকত, যদি দেশের মালিকদের ক্ষমতাচ্যুত না করার উদ্যোগ নেয়া হতো, এবং যদি সিভিল প্রশাসন এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী স্বৈরাচারী শাসকের গোলামি না করত, তাহলে বাংলাদেশ আজ সত্যিই স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান পেত। দেশের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরী প্রশাসনিক কাঠামোর অভাবের কারণে, আমরা এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একের পর এক দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে দেশের উন্নয়ন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তবে, এসবকিছু সত্ত্বেও, ভবিষ্যতের জন্য আশা এখনও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ, যারা এখনো শৃঙ্খলা, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির জন্য লড়াই করছে, তাদের সামগ্রিক ভূমিকা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে, আমাদের দেশের জন্য সোনালি ভবিষ্যত নিশ্চিত হতে পারে। ভবিষ্যতের দিকে ভবিষ্যত যদি সত্যিই ডিজিটাল এবং দুর্নীতিমুক্ত হয়, তবে তার জন্য প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং প্রশাসনিক সংস্কার। জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগ, আইনি কাঠামোর শক্তিশালীকরণ এবং ন্যায্য ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন দিগন্তে পৌঁছাতে পারবে। নতুন একটি ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্যই সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যেখানে ডিজিটাল সিস্টেমে সব ধরনের দুর্নীতি এবং অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। বাংলাদেশকে যদি একটি সমৃদ্ধ, ডিজিটাল, এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে স্বৈরাচারী শাসন, দুর্নীতি, এবং রাজনৈতিক অপব্যবহার শেষ করে, জাতির বৃহত্তম স্বার্থে কাজ করতে হবে। সঠিক শাসন ব্যবস্থা এবং কার্যকরী প্রশাসন গঠনই এই দেশকে একটি সমৃদ্ধ এবং উন্নত ভবিষ্যৎ দিতে পারে। আশার বাণী বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রগতি ও উন্নতির জন্য এখনও সংগ্রাম করছে। তরুণ প্রজন্ম, যারা প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী, তাদের হাত ধরেই এই দেশে নতুন পরিবর্তন আসবে। আশা করি, জনগণের সচেতনতা, রাষ্ট্রের সঠিক উদ্যোগ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে একটি সুখী, উন্নত, এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। এবার সময় এসেছে, আমরা সবাই একত্রিত হয়ে একটি দুর্নীতিমুক্ত, ডিজিটাল এবং স্বশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। আজকে যে সংকট এবং সমস্যা দেখা যাচ্ছে, তা আগামী দিনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে, যদি আমরা সঠিক পথে চলি। বাংলাদেশ যদি সত্যিই ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং স্মার্ট বাংলাদেশ হতে চায়, তাহলে এটি শুধু প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা না, বরং রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের কথা। ডিজিটাল নিরাপত্তা, দুর্নীতি রোধ এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ বজায় রেখে সঠিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এসব ভুল এবং অব্যবস্থাপনা আর না ঘটে, তার জন্য সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকারের দায়বদ্ধতা ও যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে যদি ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়, তবে জাতি সেই প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারে।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ভারতে 'বুলডোজার পলিটিক্স'

মো: বজলুর রশীদ

বুলডোজার পলিটিক্স বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন সংযোজন। এর জন্মস্থান ভারতে, ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) হাতে। বুলডোজার রাজনীতি বলতে বুলডোজারকে রাজনৈতিক হাতিয়ার ও প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করাকে বোঝানো হয়েছে। বিজেপি সরকার 'অবৈধ' বিবেচিত কাঠামো ধ্বংস করতে বুলডোজার ব্যবহার করছে। প্রায়ই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত মুসলমানদের সম্পত্তিকে লক্ষ্যবস্তু করে সরকার বুলডোজার নীতি অনুশীলন করছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই নীতি প্রবর্তনের গুরু। তার ভাষায় 'বুলডোজ করুন' শব্দগুলো বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। সমালোচকরা যুক্তি দেখান যে এই পদ্ধতি আইনের শাসন ক্ষুণ্ন করেছে। বিষয়টি খোদ ভারতে সমালোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে বুলডোজার বাবা ও মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে বুলডোজার মামা নামকরণ করেছে ভারতীয় লোকজন। আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে প্রকাশ : নাগরিক অধিকারের অ্যাডভোকেসি গ্রুপ অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অব সিভিল রাইটসের আইনজীবী নাজমুস সাকিব বলেন, 'অননুমোদিত অবকাঠামো নির্মাণের দাবিগুলো অসঙ্গত এবং বিশেষভাবে বারবার একটি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে। এমন পরিস্থিতিতে, আমাদের সম্প্রদায়কে বিচারিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা রাখতে বোঝানো কঠিন, যখন তারা সর্বত্র আশাহীনতা ও ভারসাম্যহীনতা প্রত্যক্ষ করে আসছে।' হাজারো ঘটনার ভিড়ে দু-একটি ভাইরাল উদাহরণ তুলে ধরা যায়। ২০২২ সালের জুনে, উত্তর প্রদেশের শহর প্রয়াগরাজের কর্তৃপক্ষ জাভেদ মোহাম্মদের বাড়ি ভেঙে দেয়। তাকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে অভিযুক্ত করা হয়। নবী মুহাম্মদ সা:-এর বিরুদ্ধে তৎকালীন-বিজেপি মুখপাত্র নূপুর শর্মার অবমাননাকর মন্তব্যের পরে এই সহিংসতা শুরু হয়। ২০২৪ সালের জুন মাসে উত্তরপ্রদেশের আকবর নগরে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া এক হাজার ৬০০টি বাড়ির মধ্যে সালমা বানুর বাড়ি ছিল। লখনৌতে কুকরাইল রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য এক হাজারটিরও বেশি মুসলিম পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। জঙ্গল তৈরির জন্য তাদের ভাঙা ঘরের ওপর চারা রোপণ করা হয়েছিল। সালমা বানু বলেন, 'আমাদের আশপাশের পুরো এলাকা বুলডোজারবেষ্টিত ছিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সবকিছু ধুলায় পরিণত হয়েছিল। পরের দুই-তিন দিন খোলা আকাশের নিচে আমাদের খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। আমার পাঁচটি সন্তান। যখন আমার বাড়ি এবং আমার জগৎ সব ভেঙে গেছে তখন আমি কিভাবে তাদের খাওয়াব?' মুসলিম সোসাইটির ঘরবাড়ি ছাড়াও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদরাসাও 'বুলডোজড' হয়েছে। অহিংসার কথা বলা হলেও বিজেপির গর্ব করার মতো কিছু নেই। ভারতে ঠিক কতগুলো মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন, বিভিন্ন রিপোর্ট বলছে, ২০১৬ থেকে গত আট বছরে (২০১৪-২০২৪ মোদির দশ বছর) মসজিদসহ মুসলিম মালিকানাধীন হাজার হাজার সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শুধু ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ১২৮টি স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়েছে, যার বেশির ভাগই মুসলমানদের মালিকানাধীন। এই ধ্বংসযজ্ঞ প্রায়ই অবৈধ নির্মাণের অজুহাতে 'বুলডোজড' করা হয়েছে। সমালোচকরা বলছেন যে, 'বুলডোজিং' মুসলিম মালিকানাধীন সম্পত্তিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়, বুলডোজার ব্যবহারে কাঠামো তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে ও কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ করতে পারে ফলে সহসা কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি হয় না। মসজিদ ভাঙচুরের এলাকাভিত্তিক তথ্য না থাকলেও উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও দিল্লিসহ বিভিন্ন রাজ্যে ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা ভারতীয় মিডিয়ায় রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, গুজরাটে সোমনাথ মন্দিরের নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি ধর্মীয় কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়েছিল, যার মধ্যে মসজিদ এবং কবরস্থান ছিল। দিল্লির মেহরৌলি এলাকায় শত বছরের পুরোনো মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই ঘটনাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে ইস্যুটির বিস্তৃত প্রকৃতিকে তুলে ধরে। মসজিদ-মাদরাসা ভাঙচুরের সাথে যুক্ত হয়েছে গো-হত্যা বা গো-মাংস ভক্ষণ ইস্যু। দেখা যায়, গরুর মাংস রেখে খাওয়ার জন্য মুসলিমদের কিছু বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এমনকি অনেককে হত্যা করা হয়েছে, যদিও ভারত বিশ্বের দ্বিতীয়, কোনো কোনো হিসাবে তৃতীয় বৃহত্তম গরুর মাংস রফতানিকারক দেশ। গরু জবাই বা গরুর মাংস খাওয়ার অভিযোগে মুসলমানদের লক্ষ্য করে সহিংসতা ও সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছে অসংখ্য । বলতে হয়, এই বৈষম্য ভারতের জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক গতিশীলতাকে তুলে ধরে, যেখানে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুভূতি প্রায়ই অর্থনৈতিক অনুশীলনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন যা সব নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করার সময় সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকেও সম্মান জানাবে। এসব ঘটনার সাথে যুক্ত হচ্ছে দাঙ্গা হাঙ্গামা, মিছিল বিক্ষোভ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। বুলডোজের সাথে একটি অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে দাঙ্গা। দাঙ্গা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত হয়। ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভারতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দাঙ্গা বেধেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ের মধ্যে চার লাখ সাত হাজারেরও বেশি দাঙ্গার মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। প্রতি বছর মামলার সংখ্যা পরিবর্তিত হয়, ২০২০ সালে ৫১ হাজার ৬০৬টি মামলা হয়েছিল। এই সময়কালে বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। যেমন ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা, যা নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইনের বিরুদ্ধে প্রতিপালিত হয়। অতি সম্প্রতি ভারতীয় মিডিয়ায় অনেক বাড়িঘর ও মাদরাসা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়ার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। বাড়িঘর ও মাদরাসাগুলো বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়ার ঘটনাকে ভারতীয় সাংবাদিকরাই 'বুলডোজার রাজনীতি' হিসেবে অভিহিত করেছে। সরকারি কর্তৃপক্ষ ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে, অবৈধ নির্মাণ বা দখল অপসারণের অজুহাতে প্রায়ই মুসলিম মালিকানাধীন কাঠামোগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে সম্পত্তি ধ্বংস অভিযান চলছে। সমালোচকরা বলছেন যে, এই পদক্ষেপ বৈষম্যমূলক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত মুসলমানদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে। স্থানীয় সরকার যুক্তি দেখান যে নগর উন্নয়ন, সৌন্দর্যায়ন অভিযান বা অবৈধ দখলদারিত্ব প্রতিকার করার জন্য প্রায়ই এই ধ্বংসযজ্ঞকে ন্যায়সঙ্গত বলছে। সমস্যা হলো, বুলডোজ বেশির ভাগই পূর্ব নোটিশ বা আইনি ডকুমেন্টেশন ছাড়াই ঘটছে, যার ফলে অবিচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও উঠছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং সম্প্রদায়ের ওপর মারাত্মক প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরে অবিলম্বে এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। এই সমস্যাটি ভারতের বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক গতিশীলতাকে প্রতিফলিত করেছে, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক এবং লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ায়, এই ধরনের পদক্ষেপের ন্যায্যতা এবং বৈধতা নিয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্ক এবং সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। বুলডোজার ইস্যুতে ভারতীয় মুসলমানদের নীরবতার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রতিশোধের ভয় এবং আরো নির্যাতন প্রধান কারণ। ন্যায়বিচার বা সুরক্ষা প্রদানের আইনি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অসহায়ত্ব এবং আস্থার অভাবও প্রকট। অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না বা মূল্য দেয়া হয় না। বেদনাদায়ক ঘটনার পরে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার দিকে মনোনিবেশ করতে হয় পরিবার পরিজনদের জন্য। লড়াই চালিয়ে যাওয়া অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয় না। বেঙ্গালুরুভিত্তিক মনোবিজ্ঞানী জুলেখা শাকুর রাজানি বলেন, 'এই ধ্বংসের একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব, যা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ট্রমায় জটিল হচ্ছে এবং এটি সারা ভারতে অনেক মুসলমানের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তারা নিজেদের পরিত্যক্ত বোধ করছে এবং তাদের বাস্তবতাবোধ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা তাদের নিজেদের বাড়িতেই আর নিরাপদ নয়।' বিশ্লেষকরা বলছেন, বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসের ঘটনা বারবার ঘটার কারণে এটা ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ হিসেবে কাজ করছে। দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য বুলডোজার ব্যবহারের বিরোধিতা করেছে। তারা এই পদক্ষেপগুলোকে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক বলে নিন্দা জানিয়েছে, জোর দিয়ে বলেছে যে, প্রায়ই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই এ রকম ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। দেওবন্দ প্রশাসন প্রায় হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর হুমকি ও উসকানিমূলক বক্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে, এসব চরমপন্থী ও উগ্রবাদীরা দেওবন্দ মাদরাসা ভেঙে ফেলারও আহ্বান জানিয়েছে। এমপি ওয়েইসি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শাস্তির উপায় হিসাবে বুলডোজার ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন। সমাজবাদী পার্টির সংসদ সদস্য বাবু অবধেশ প্রসাদ বলেছেন যে, এই পদ্ধতিতে বুলডোজার ব্যবহারের কোনো আইনি বিধান নেই এবং এই পদক্ষেপগুলো আইনের শাসনের বাইরে বলে নিন্দা জানিয়েছেন। বিরোধী নেতারা এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করতে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে না তা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপও চেয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা রিপোর্ট করে যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকে হাতিয়ার করে ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান ও হায়দরাবাদের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এমপি আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেন, 'ভারত সরকারের উচিত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে হামলা নিয়ে মোহম্মদ ইউনূস সরকারের সঙ্গে কথা বলা।' জনাব ওয়েইসি ১৪ ডিসেম্বর লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নেয়ার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি ভাষণে বলেন, 'সংবিধানের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি পড়ুন। তাতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে তাদের ধর্মীয় এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত করার ও বজায় রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ওয়াকফের সাথে নাকি সংবিধানের কোনো সম্পর্ক নেই! তাকে এসব কে শেখাচ্ছেন? তাকে আগে ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি পড়তে বলুন।' এক জ্বালাময়ী ভাষণে তিনি বলেন, 'মোদির উচিত হাসিনাকে তালাক দেয়া এবং বাংলাদেশের জনগণকে ভালোবাসা।' ভারতে একটা ট্রেন্ড চলে আসছে বহুদিন ধরে, ছোট-বড় নানা আকারের হিন্দুপন্থী সংগঠন কিংবা কোনো হিন্দু নেতা বা ব্যক্তি আবেদন জানাচ্ছে মসজিদের স্থানে কোনো যুগে সেখানে মন্দির ছিল কিনা। ফলে দেশের নানাপ্রান্তে অশান্তি, সাম্প্রদায়িক ও হিংসা ছড়িয়েছে। এটি এতই বিরক্তিকর যে, খোদ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও এমন আচরণের তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই কাজ একেবারেই 'গ্রহণযোগ্য নয়'। ভগবত বলেন, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, ভারতের সেই নজির গড়ে তোলা উচিত। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায়ের এক পর্যবেক্ষণে বলেছে, পুলিশ বা প্রশাসন কেউ বিচারক নন। প্রশাসনের কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার এক্তিয়ার নেই। কোনো বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে হলে করণীয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বুলডোজারের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সমর্থকরা যুক্তি দেখান যে এটি অবৈধ নির্মাণ এবং অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অবস্থানের প্রতীক। তবে, সমালোচকরা তুলে ধরেছেন যে এই পদ্ধতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষতঃ মুসলমানদের অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে লক্ষ্যবস্তু করেছে এবং আইনের শাসনকে ক্ষুণ্ন করেছে। এই নীতির চূড়ান্ত ফলাফল মেরুকরণ বৃদ্ধি এবং আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা হ্রাস করছে অনেক বেশি।

লেখক : মো: বজলুর রশীদ; অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য বুলডোজার ব্যবহারের বিরোধিতা করেছে। তারা এই পদক্ষেপগুলোকে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক বলে নিন্দা জানিয়েছে, জোর দিয়ে বলেছে যে, প্রায়ই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই এ রকম ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। দেওবন্দ প্রশাসন প্রায় হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর হুমকি ও উসকানিমূলক বক্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে, এসব চরমপন্থী ও উগ্রবাদীরা দেওবন্দ মাদরাসা ভেঙে ফেলারও আহ্বান জানিয়েছে। এমপি ওয়েইসি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শাস্তির উপায় হিসাবে বুলডোজার ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন। সমাজবাদী পার্টির সংসদ সদস্য বাবু অবধেশ প্রসাদ বলেছেন যে, এই পদ্ধতিতে বুলডোজার ব্যবহারের কোনো আইনি বিধান নেই এবং এই পদক্ষেপগুলো আইনের শাসনের বাইরে বলে নিন্দা জানিয়েছেন। বিরোধী নেতারা এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করতে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে না তা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপও চেয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা রিপোর্ট করে যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকে হাতিয়ার করে ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান ও হায়দরাবাদের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এমপি আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেন, 'ভারত সরকারের উচিত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে হামলা নিয়ে মোহম্মদ ইউনূস সরকারের সঙ্গে কথা বলা।' জনাব ওয়েইসি ১৪ ডিসেম্বর লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নেয়ার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি ভাষণে বলেন, 'সংবিধানের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি পড়ুন। তাতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে তাদের ধর্মীয় এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত করার ও বজায় রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ওয়াকফের সাথে নাকি সংবিধানের কোনো সম্পর্ক নেই! তাকে এসব কে শেখাচ্ছেন? তাকে আগে ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি পড়তে বলুন।' এক জ্বালাময়ী ভাষণে তিনি বলেন, 'মোদির উচিত হাসিনাকে তালাক দেয়া এবং বাংলাদেশের জনগণকে ভালোবাসা।' ভারতে একটা ট্রেন্ড চলে আসছে বহুদিন ধরে, ছোট-বড় নানা আকারের হিন্দুপন্থী সংগঠন কিংবা কোনো হিন্দু নেতা বা ব্যক্তি আবেদন জানাচ্ছে মসজিদের স্থানে কোনো যুগে সেখানে মন্দির ছিল কিনা। ফলে দেশের নানাপ্রান্তে অশান্তি, সাম্প্রদায়িক ও হিংসা ছড়িয়েছে। এটি এতই বিরক্তিকর যে, খোদ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও এমন আচরণের তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই কাজ একেবারেই 'গ্রহণযোগ্য নয়'

সৌদি আরবে ১৯ হাজারের বেশি অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৯ হাজারেরও বেশি অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে সৌদি সরকার। গত শনিবার এক প্রতিবেদনে সৌদি গেজেট জানিয়েছে, পুলিশসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর যৌথ অভিযানে এসব অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবাসিক আইন লঙ্ঘন, সীমান্ত নিরাপত্তা ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১১ হাজার ৪০২ জনকে আবাসিক আইন লঙ্ঘন, ৪ হাজার ৭৭৫ জনকে অবৈধভাবে সীমান্ড়় অতিক্রম এবং ৩ হাজার ৩৬৪ জনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশের অভিযোগে ৯৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ ইথিওপিয়ান, ৪০ শতাংশ ইয়েমেনি এবং ২ শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক। অপরদিকে, ১২৯ জনকে সৌদি থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। পরিবহন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কেউ যদি কাউকে অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশে সহযোগিতা করে এবং কাউকে পরিবহন সুবিধা ও আশ্রয় দেয়, তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে। এছাড়া ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা করা হবে। সেই সঙ্গে তার সম্পত্তি এবং যানবাহনও বাজেয়াপ্ত হতে পারে।

ভারতে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের গুজরাটে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্থ হয়ে তিনজন নিহত হযছেন। আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর হেলিকপ্টারটিতে থাকা তিন ক্রু সদস্য দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল রোববার এক প্রতিবেদনে এনডিটিভি জানিয়েছে,ওএএলএইচ ধ্রুব মডেলের হেলিকপ্টারটি একটি খোলা মাঠে বিধ্বস্ত হয়। এতে আগুন ধরে যায় বলে ফুটেজে দেখা গেছে। কী কারণে এটি বিধ্বস্ত হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি, তবে তদন্ড়় শুরু হয়েছে। সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্থ হওয়ার সময় একটি রুটিন ফ্লাইটে ছিল। দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহতও হন। তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে পোরবন্দরের কাছে আরব সাগরে আরেকটি ভারতীয় হেলিকপ্টার পড়ে যাওয়ার পর তিন ক্রু সদস্য নিখোঁজ হন। পরে দুই জনের লাশ উদ্ধার করা হলেও অভিযানের কমান্ডার পাইলট রাকেশ কুমার রানার খোঁজে তল্লাশি চলছে। পোরবন্দর উপকূল থেকে প্রায় ৩০ নটিক্যাল মাইল দূরে মোটর ট্যাংকারে আহত এক ব্যক্তিকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার সময় হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্থ হয়েছিল।

দামেস্ক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ার দামেস্ক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পুনরায় চালু হবে। প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ গত মাসে সশস্ত্র বিদ্রোহী যোদ্ধাদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। গত ৮ ডিসেম্বর দামাস্কাসে বিদ্রোহীদের অগ্রাভিযানের মুখে আসাদপন্থি বাহিনী বিমানবন্দর ত্যাগ করলে ফ্লাইট কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে গত শনিবার দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা সানা জানিয়েছে, আগামিকাল মঙ্গলবার থেকে বিমানবন্দর আন্ড়র্জাতিক ফ্লাইট গ্রহণ ও পরিচালনা শুর“ করবে। সিরিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল ও পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান আশহাদ আল-সালিবি বলেন, আমরা আরব ও আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সকে আশ্বস্থ করতে চাই যে, দামেস্ক ও আলেপ্পো বিমানবন্দরের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে। এসব বিমানবন্দর এখন বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে ফ্লাইট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। আল জাজিরার হাশিম আহেলবাররা দামেস্ক থেকে জানিয়েছেন, এ ঘোষণা সিরিয়ার জন্য গুর“ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইঙ্গিত বহন করে। তিনি বলেন, নতুন প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছে। বিশেষত কাতারের সঙ্গে আলোচনা চলছে বিমানবন্দর পুনর্বাসন নিয়ে, যাতে এটি আন্ড়র্জাতিক নিরাপত্তা মানদণ্ড উন্নীত হতে পারে। তিনি আরও বলেন, তারা বার্তা দিতে চায় যে, সিরিয়ায় জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এছাড়া প্রবাসে থাকা লাখো সিরীয় নাগরিককে দেশে ফেরার সুযোগ দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানানো যে নতুন প্রশাসন দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ত্রাণবাহী প্লে-ন এবং বিদেশি কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা সিরিয়ায় আসতে শুরু করেছেন। গত ১৮ ডিসেম্বর দেশীয় ফ্লাইটও পুনরায় চালু হয়। সেদিন দামেস্ক থেকে আলেপ্পোর উদ্দেশে একটি ফ্লাইট ছেড়ে যায়। সিরিয়ান এয়ারলাইনস জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে দামেস্ক থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশে ফ্লাইট চালু হবে। এদিকে, কাতার এয়ারওয়েজও প্রায় ১৩ বছর পর দামেস্কে ফ্লাইট পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট পরিচালিত হবে।

সিরিয়ায় তুরস্ক সমর্থিত গোষ্ঠী ও কুর্দি বাহিনীর সংঘর্ষ, নিহত শতাধিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত দুই দিনে উত্তর সিরিয়ায় তুরস্ক সমর্থিত গোষ্ঠী ও কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) মধ্যে সংঘর্ষে ১০০ জনের বেশি যোদ্ধা নিহত হয়েছে। একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থা গতকাল রোববার এ তথ্য জানিয়েছে। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে মানবিজ শহরের আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে সংঘর্ষে ১০১ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৮৫ জন তুরস্ক সমর্থিত গোষ্ঠীর সদস্য এবং ১৬ জন এসডিএফ যোদ্ধা। অন্যদিকে এক বিবৃতিতে এসডিএফ জানিয়েছে, তারা 'তুরস্কের ড্রোন ও বিমান সহায়তাপ্রাপ্ত ভাড়াটে সেনাদের সব আক্রমণ প্রতিহত করেছে'। উত্তর সিরিয়ায় তুরস্ক সমর্থিত বাহিনী এসডিএফের সঙ্গে তখনই লড়াই আবার শুরু করে, ঠিক যখন ইসলামপন্থী বিদ্রোহীরা ২৭ নভেম্বর অভিযান শুরু করেছিল। সেই অভিযানের মাত্র ১১ দিনের মধ্যে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তারা এসডিএফ থেকে আলেপ্পো প্রদেশের মানবিজ ও তাল রিফাত শহর দখল করতে সক্ষম হয়। তবে সংঘর্ষ এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটছে। সিরিয়ান অবজারভেটরির প্রধান রামি আবদেল রহমান জানিয়েছেন, তুরস্ক সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর লক্ষ্য কোবানি ও তাবকা শহর দখল করা, এরপর রাক্কায় এগিযে যাওয়া। এসডিএফ বর্তমানে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দেইর ইজোর প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সরকারি বাহিনী সরে গেলে কুর্দিরা সেখানে একটি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে। যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত এই গোষ্ঠী তাদের অধিকাংশ এলাকা ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিদের কাছ থেকে দখল করে, যার মধ্যে রাক্কাও রয়েছে। তুরস্ক এসডিএফকে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) একটি শাখা বলে মনে করে, যারা দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কে কয়েক দশকের বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে এবং যাকে সরকার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ করেছে। তুর্কি সামরিক বাহিনী নিয়মিত সিরিয়া ও প্রতিবেশী ইরাকে কুর্দি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে হামলা চালায়, তাদের পিকেকে সংশ্লিষ্ট বলে অভিযুক্ত করে। এদিকে সিরিয়ার নতুন নেতা ও ইসলামপন্থী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) প্রধান আহমেদ আল-শারা এর আগে বলেছেন, এসডিএফ ভবিষ্যতে সিরিয়ার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এইচটিএস গত মাসে আসাদবিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর জোটের নেতৃত্ব দেয় এবং আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সূত্র : এএফপি

দেড় টাকার জন্য মামলা, ৭ বছর পর রায়!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মাত্র দেড় টাকার (১.৫০ টাকা) জন্য মামলা করে ৭ বছর ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে গেছেন চক্রেশ জৈন নামে এক ব্যক্তি। অবশেষে ৭ বছর পর জয় পেয়েছেন সেই আইনিযুদ্ধে। দেড় টাকার বদলে তার কয়েকশো গুণ জরিমানা দিতে হয়েছে অভিযুক্ত সংস্থাকে। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, ২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর চক্রেশ জৈন ভারত গ্যাস এজেন্সি থেকে সিলিন্ডার বুক করেন। সেই সিন্ডারের দাম তখন ছিল ৭৫৩.৫০ টাকা। চক্রেশ গ্যাস সিলিন্ডার বাহককে দিয়েছিলেন ৭৫৫ টাকা। অর্থাৎ ফেরত পেতেন দেড় টাকা। কিন্তু খুচরা নেই বলে সামান্য ওই অর্থ আর চক্রেশকে ফেরত দেননি গ্যাস বাহক। চক্রেশ চাইলে তাকে সরাসরি এজেন্সিতে অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়। দেরি না করে প্রতারিত চক্রেশ জৈন সংশ্লিষ্ট এজেন্সি এবং জাতীয় ভোক্তা ফোরামে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। প্রায় দুই বছর কাটলেও চক্রেশের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরে ২০১৯ সালের ১৫ জুলাই প্রতারিত ব্যক্তি জেলা গ্রাহক ফোরামে একটি মামলা দায়ের করেন। তখন গ্যাস এজেন্সি গ্রাহকের পদক্ষেপকে মসকরা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। অনেকেই চক্রেশ জৈনকে উপহাসও করেন। কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন এই গ্রাহক। আইনজীবী রাজেশ সিংয়ের সহায়তায় ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে অনড় ছিলেন চক্রেশ। এই মামলা চলে দীর্ঘ পাঁচ বছর। ভোক্তা ফোরাম শেষ পর্যন্ত মামলাকারী চক্রেশ জৈনের অভিযোগ আমলে নেয়। গ্যাস এজেন্সির গাফিলতি ও দোষ বলে জানায় আদালত। যুগান্ড়কারী নির্দেশে বলা হয়, অভিযুক্ত গ্যাস এজেন্সিকে বার্ষিক ৬ শতাংশ সুদসহ দুই মাসের মধ্যে দেড় টাকা ফেরত দিতে হবে। এছাড়া, চক্রেশ জৈনকে মানসিক, আর্থিক এবং পরিষেবা-সম্পর্কিত কষ্ট দেওয়ার জন্য

ক্ষতিপূরণবাবদ ২০০০ টাকা এবং তার আইনি খরচ মেটাতে আরও ২০০০ টাকা দিতে হবে। এই মামলা ভোক্তার অধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরেছিল। চক্রেশ জৈনের লড়াই ব্যবসাদারদের জন্যও সতর্কতা। আইনি লড়াইয়ে জয়ের পর চক্রেশ জৈন বলেছেন, "এটা শুধু দেড় টাকা ফেরতের লড়াই ছিল না। এটি ছিল যেকোনও ক্রেতা বা ভোক্তার অধিকার এবং আত্মসম্মানের জন্য লড়াই।

মিয়ানমারের ৩০০ অভিবাসীবাহী দুটি নৌকা ফিরিয়ে দিলো মালয়েশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মালয়েশিয়ার উপকূলরক্ষী বাহিনী প্রায় ৩০০ মিয়ানমার অভিবাসী বহনকারী দুটি নৌকাকে তাদের জলসীমা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। খাদ্য ও পানির অভাবে ক্লান্ত অবস্থায় অভিবাসীদের পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির এক শীর্ষ কর্মকর্তা। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। গত শুক্রবার মালয়েশিয়ার লাঙকাউই দ্বীপের উপকূল থেকে প্রায় দুই নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অভিবাসীবাহী নৌকাগুলো শনাক্ত করা হয়। পরে তাদের খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয় বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মালয়েশীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। উপকূলরক্ষী বাহিনীর মহাপরিচালক মোহাম্মদ রোসলি আবদুল্লাহ শনিবার বলেন, আমরা থাই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করছি, যাতে নৌকাগুলোর গতিবিধি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়। তবে উপকূলরক্ষী বাহিনী নিশ্চিত করেনি, অভিবাসীরা রোহিঙ্গা কিনা। মূলত মুসলিম সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারা বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের বিদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বিবেচনা করে। দেশটিতে রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার। এর আগে শুক্রবার লাঙকাউইতে একটি সৈকতে নৌকা ভিড়ানোর পর মালয়েশীয় পুলিশ মিয়ানমারের ১৯৬ জন অভিবাসীকে আটক করে। আটককৃতদের মধ্যে ৭১ জন শিশু ও ৫৭ জন নারী রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তারা সবাই রোহিঙ্গা বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, আটক অভিবাসীদের নথিভুক্ত করা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া চলছে। বছরের অক্টোবর থেকে এপ্রিলের মধ্যে সাগর শান্ত থাকায় বহু রোহিঙ্গা ভঙ্গুর কাঠের নৌকায় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মতো প্রতিবেশী দেশে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। মালয়েশিয়া শরণার্থী মর্যাদা স্বীকৃতি দেয় না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটি রোহিঙ্গা শরণার্থীবাহী নৌকাকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং নথিহীন অভিবাসীদের দমনে হাজার হাজার মানুষকে জনাকীর্ণ বন্দিশিবিরে আটক করেছে।

বিনোদন

হরর দিয়ে বছর শুরু করছে হলিউড

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডে অ্যাকশন, থ্রিলার, কমেডি ও রোমান্টিক সিনেমার পাশাপাশি হরর সিনেমারও রয়েছে এক বিশাল দর্শকমহল। ভক্তদের মাঝে আতঙ্ক ও উত্তেজনা তৈরির এই জনরাটি বছরের পর বছর জনপ্রিয়তা অর্জন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় নতুন বছরে হলিউডে আসতে চলেছে বেশ কিছু আলোচিত হরর সিনেমা। যার মধ্যে জানুয়ারিতেই মুক্তি পাচ্ছে পাঁচটি সিনেমা। সেই সিনেমাগুলো নিয়েই আজকের এ আয়োজন।

উলফম্যান : 'দ্য ইনভিজিবল' সিনেমার পর লেহ ওয়ানেলের আরেকটি হরর সিনেমা 'উলফম্যান' মুক্তি পেতে চলেছে। সিনেমাটি ইউনিভার্সাল মনস্টার ক্ল্যাসিকের আরেকটি নতুন রূপ। এতে দেখা যাবে এক খামারবাড়িতে একটি পরিবার অদৃশ্য প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়; কিন্তু রাত যত বাড়তে থাকে সেই পরিবারের একজন অচেনা কিছুতে পরিবর্তিত হতে থাকে, আর এভাবেই গল্প এগিয়ে যায়। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন জুলিয়া গার্নার, ক্রিস্টোফার অ্যাবট, মাতিলদা ফার্থসহ আরও অনেকে। সিনেমাটি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ১৭ জানুয়ারি। এরই মধ্যে এর ট্রেলার দর্শকদের ভয় ধরিয়েছে। **দ্য ড্যাম্বড :** থর্ডুর পালসনের নির্মিত এই সিনেমাতে দেখা যাবে এক বিধবা নারীকে, যিনি তার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক ডুবন্ত জাহাজের যাত্রীদের বাঁচাতে এবং সেখান থেকেই শুরু হতে থাকে তাদের এক ভয়ংকর যাত্রা পথ। ছবিতে অভিনয় করেছেন ওডেসা ইয়াং, জো কোল, লুইস গ্রিবেনসহ আরও অনেকে। চলচ্চিত্রটি প্রেক্ষাগৃহে গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে। **কম্পানিওন :** ড্রিউ হ্যানককের পরিচালনায় নির্মিত সাই-ফাই হরর থ্রিলার 'কম্পানিওন' চমকপ্রদ মুহূর্তে পরিপূর্ণ, যা দর্শকের জন্য এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা দিতে চলেছে। সিনেমাটিতে রিয়েলিস্টিক সাসপেন্সে ভরপুর, যা দুর্বল হৃদয়ের মানুষের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। ট্রেলারে এমনটাই দেখানো হয়েছে। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন সোফি থ্যাচার, জ্যাক কুইড, লুকাস গেজ, হার্ভি গুইলেনসহ আরও অনেকে। 'কম্পানিওন' ২০২৫ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। এটি নির্মাণ করেছেন ড্রু হ্যানকক। **প্রেজেন্স :** স্টিভেন সোডারবার্গের প্রথম এক্সপেরিমেন্টাল ফার্ট পারসন ভৌতিক সিনেমা 'প্রেজেন্স' মুক্তি পেতে চলেছে প্রেক্ষাগৃহে।

ভাঙ্গনের সুর গোবিন্দ-সুনীতার সংসারে

বিনোদন ডেস্ক : ১৯৮৭ সালে বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজার বিয়ে হয়। সুনীতা তখন সবেমাত্র ১৮ বছর বয়স। দীর্ঘ দাম্পত্যে সমীকরণ সময়ের সঙ্গে বদলেছে বলে জানিয়েছেন গোবিন্দপত্নী। দাম্পত্যের বয়স এখন ৩৭ বছর। কিন্তু সেই সম্পর্কের সমীকরণ কি বদলে গেছে? গোবিন্দের স্ত্রী সুনীতা আহুজার সাম্প্রতিক মন্তব্যে অবশ্য সে রকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বলিউডের অন্দরে পর্দার 'হিরো নম্বর ওয়ান'কে নিয়ে শুরু হয়েছে নানান চর্চা। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সুনীতা জানিয়েছেন যে, তিনি ও গোবিন্দ এখন আলাদা থাকছেন। সন্তানদের নিয়ে থাকেন সুনীতা। আর সেই বাড়ির বিপরীতে একটি বাংলোতে একা থাকেন গোবিন্দ। প্রতি দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে অভিনেতা নাকি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় ব্যস্ত থাকেন। সুনীতা বলেন, আমি ওকে বলেছিড় আগামী জন্মে ও যেন আমার স্বামী না হয়। ও কোথাও ঘুরতে নিয়ে যায় না, যেতেও চায় না। আমার তো রাস্তায় ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু ফুচকা খেতেও ইচ্ছে করে। আমরা দুজনে একসঙ্গে শেষ কবে একটা সিনেমা দেখতে গেছি, সেটিও আমার মনে নেই। তিনি বলেন, স্বামী এখন তার পেছনে কী কী করেন, তা তিনি জানেন না। কোনো পুরুষকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। মানুষ সময়ের সঙ্গে রঙ বদলায়। ৩৭ বছর হয়ে গেল আমাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এখন কী করেড় আমি কিছুই জানতে পারি না। গোবিন্দপত্নী বলেন, তিনি এখন আর গোবিন্দকে বিশ্বাস করেন না। আগে আমাদের দাম্পত্য সুরক্ষিত বোধ করতাম। কিন্তু এখন আর করি না। এখন ওর ৬০-এর বেশি বয়স। জানি না কখন কী করবে। সুনীতা বলেন, আগে কাজের ব্যস্ততায় কোনো রকম পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না গোবিন্দের। কিন্তু এখন তো বসেই থাকে। তাই ভয় হয়, কিছু করে না বসে। সুনীতার বক্তব্যে বলিউডের অন্দরে গোবিন্দকে নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেটিজেনরা মন্তব্য করছেনড় দম্পতি নাকি বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটতে পারেন। তবে এখন পর্যন্ত গোবিন্দ পাল্টা কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। উল্লেখ্য, গত অক্টোবরে বাড়িতে অসাবধানতাবশত নিজের পিস্তল থেকে গুলি ছুটে আহত হন গোবিন্দ। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত স্বামীর পাশেই দেখা গিয়েছিল সুনীতাকে। আগামী দিনে দুজনের সম্পর্কের সমীকরণ কোন পথে বাঁক নেয়, সেদিকে নজর থাকবেন ভক্ত-অনুরাগীরা।

বড়ো পর্দায় পা রাখতে যাচ্ছেন সাফা কবির

বিনোদন ডেস্ক : নাটক ও ওটিটি কনটেন্টে অভিনয়ে গেল বছর বেশ সরব ছিলেন সাফা কবির। বছর জুড়েই ভিন্ন সব চরিত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন এ অভিনেত্রী। এ ছাড়াও বছর শেষে হাতে ওঠে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। আলোক হাসানের পরিচালনায় 'পারুল' নাটকের জন্য 'বেস্ট ক্রিটিকস অ্যাক্টর' হিসাবে বিনোদন সাংবাদিকদের সংগঠন সিজেএফবি অ্যাওয়ার্ড পান সাফা। অনুভূতি ব্যক্ত করে তিনি জানান, চলতি বছরে নিজেকে আরও ভালো কাজে যুক্ত করতে চান। সঙ্গে নানামাত্রিক চরিত্রে নিজেকে প্রমাণিত করতে চান। এ ছাড়াও এ বছরে সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গেও ইচ্ছা প্রকাশ করেন এ অভিনেত্রী। সাফা কবির বলেন, 'সিনেমায় আসার ইচ্ছা আমার অনেক আগে থেকেই রয়েছে। কিন্তু সেভাবে ভালো গল্প ও চরিত্র পাইনি। তাছাড়া পরিচালকরাও সেভাবে আমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন না বা তাদের ডাকও পাচ্ছি না। দর্শকদের মতো আমিও অপেক্ষায় আছি ভালো সিনেমা নিয়ে হাজির হতে। সবকিছু মিলে গেলে এ বছরেই বড় পর্দায় হাজির হব। আমাদের দেশে এখন অনেক ভালো ভালো সিনেমা হচ্ছে। তাই অভিনয়ের ইচ্ছাটা আরও প্রবল বেড়েছে। সময়ের হাতে ছেড়ে দিলাম সব কিছু। দেখা যাক কি হয়।' গেল বছরে 'টিকিট' নামে একটি ওটিটি কনটেন্টে সাফাকে দেখা গেছে। এ ছাড়াও 'সুপার ওয়াইফ', 'ফিদা', 'অনন্ত প্রেম', 'জাদুর শহর', '১০০ বিঘা ফুল বাগান', 'ফিল মাই লাভ', 'লাভ বাজ', 'প্রথম প্রেম', 'একটু আধটু প্রেম' নামে নাটকে তার অভিনয় আলোচনায় আসে। চলতি বছরও গল্পপ্রধান চরিত্রে কাজ করতে চান এ অভিনেত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি সবসময় মনে করি গল্প হচ্ছে আসল হিরো। কিন্তু ইদানিং শক্তিশালী গল্পের দেখা খুব কম পাচ্ছি। তবে আমার হাতে কিছু পছন্দের গল্প রয়েছে, সেগুলো নিয়ে চলতি বছরে হাজির হব।

সন্তানকে নিয়ে নিউ ইয়ার উদযাপন করলেন পরী

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমানে সিনেমা-সিরিজসহ নানান বহুমুখী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ঢাকাই চিত্রনায়িকা পরীমণি। তবে কাজের বাইরে সন্তানদের নিয়েই সময় কাটে নায়িকার। নায়ক শরীফুল রাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দুই সন্তানকে নিয়ে সিংগেল মাদারের দায়িত্ব পালন করছেন পরীমণি। এখন ছেলে পূণ্য ও দত্তক নেওয়া কন্যা প্রিয়মকে নিয়েই কাটে পরীর সংসার। তাই তো নতুন বছরের আগমনে দুই সন্তানকে নিয়েই নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনে মত্ত হয়েছিলেন নায়িকা। কোলে দুইপাশে দুই সন্তানকে নিয়ে পরীমণির নজরকাড়া এই আয়োজন দেখে মুগ্ধ তার ভক্তরা! তবে পরী জানালেন, একটি নিখুঁত পরিবার নাকি শুধু মা সন্তানেই যথেষ্ট! গতকাল রোববার সামাজিক মাধ্যমে নতুন বছরের সেই আয়োজনের বেশ কয়েকটি ছবি ভাগ করে নেন পরীমণি। তাতে দেখা যায়, পূণ্য ও প্রিয়মকে বাহুডোরে আগলে রেখেছেন পরী। সঙ্গে তাদের পোষ্যও ছিল। সেখানে পরীকে তার দুই সন্তান ও পোষ্যর সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে উঠতে দেখা যায়। নতুন বছরের ছোট্ট এই ঘরোয়া আয়োজনের সজ্জায় সৌন্দর্যের কমতি ছিল না। বিভিন্ন সাদা, কালো, গোল্ডেন বেলুনে সেজে ওঠে '২০২৫' এর ব্যাকগ্রাউন্ড। সামনে রাখা একটি সেলিব্রেশন কেক! সেই কেকটি পরীমণির হাতে হাতে কাটলেন ছেলে পূণ্য। অবশ্য ছোট্ট প্রিয়মও এক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সেই কাঁটার দিকে। সঙ্গে পোষ্য কুকুর ছানাকেও কেক খাইয়ে দিতে দেখা যায় পূণ্যকে। আর সে মুহূর্তটি খুব আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করতে দেখা যায় পরীমণিকে। ফেসবুকে শেয়ার কড়া সেই ছবির পোস্টের ক্যাপশনে পরী লেখেন, 'কখনো কখনো শুধু মা ও সন্তানদের নিয়েও একটি নিখুঁত পরিবার হয়।' নেটিজেনরা পরীমণির এমন মুহূর্ত দেখে মুগ্ধ হন। ভালোবাসা ও প্রশংসার সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানান তারা। উল্লেখ্য, নায়িকা পরীমণি অনেক আলোচিত হলেও কর্মজীবনে তিনি নিজস্ব সাফল্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন। বর্তমানে ওয়েব সিরিজ 'রঙিলা কিতাব'-এর মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করে নিয়েছেন। তবে অভিনয়ে ব্যস্ততা কমে গেলেও মডেলিংয়েও ব্যস্ত থাকেন নায়িকা; এখনও সুযোগ পেলে অংশ নেন।

গান্ধীকে পাকিস্তানের জনক বললেন অভিজিৎ!

বিনোদন ডেস্ক : মাঝে মাঝেই বেফাঁস কথার জন্য সমালোচনায় আসেন ভারতীয় সংগীতশিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্য। এবার আরেক বেফাঁস মন্তব্যের জন্যে বিতর্কিত হলেন তিনি; পড়লেন আইনি বিপাকে! সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে 'পাকিস্তানের জনক' বলে মন্তব্য করেন অভিজিৎ। আর এতেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন এই শিল্পী। অভিজিত ভট্টাচার্যের সেই বিতর্কিত মন্তব্যের আগে বলেন, 'সুরকার আরডি বর্মন মহাত্মা গান্ধীর থেকেও বড় ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যেমন জাতির জনক, তেমনই আরডি বর্মন ছিলেন সংগীত জগতের জনক।' এরপরই তিনি মন্তব্য করেন, 'মহাত্মা গান্ধী পাকিস্তানের জনক ছিলেন ভারতের নয়। ভারতবর্ষের অস্তিত্ব তো ছিলই, পাকিস্তান পরে তৈরি হয়েছে। ভুল করেই ভারতে গান্ধীকে জাতির জনক বলা হয়। পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য তিনিই দায়ী।' অভিজিতের এই মন্তব্যের পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ উঠতে থাকে। তার এই মন্তব্যে শুধু রাজনৈতিক দলের নেতারা ক্ষিপ্ত হননি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষও হতবাক হয়েছেন। অভিজিতের এই সমালোচনার জেরে পুনের এক আইনজীবী এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন; অভিজিতের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন আইনি নোটিশ। শুধু তাই নয়, গায়ককে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতেও বলা হয়েছে। এমনকি, ক্ষমা না চাইলে ফৌজদারি মামলা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন সেই আইনজীবী। অভিজিতের এই মন্তব্য নতুন কিছু নয়, এর আগে বিভিন্ন সময়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি। শাহরুখ খান, সালমান খান, রণবীর কাপুর সহ অনেক বলিউড তারকার বিরুদ্ধে তিনি আগেও বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। তবে এবার তার মন্তব্যটি আরও বড় আকারে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

অবশেষে তাহসানের সাথে পোস্ট করলেন রোজা

বিনোদন ডেস্ক : অবশেষে স্বামী তাহসান খানের সঙ্গে বিয়ের একাধিক ছবি ফেসবুকে প্রকাশ করলেন মেকওভার আর্টিস্ট রোজা আহমেদ। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তাহসানের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন রোজা। যেখানে দু'জনকেই বিয়ের সাজে দেখা গেছে। তাহসানের পরনে ছিল মিষ্টি গোলাপি রঙের শেরওয়ানি, অন্যদিকে একই রঙের শাড়িতে মোহমীয় সাজে ধরা দিয়েছেন রোজা। ছবিগুলো প্রকাশ করে তাহসানের স্ত্রী লিখেছেন, আমি চমৎকার একজন মানুষ খুঁজে পেয়েছি। সে আমার কাছে বিশ্বাস, সম্মান ও বন্ধুত্ব চেয়েছে। আমি তাকে ওয়াদা করেছি এবং একটি ঘর দিয়েছি। সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ। জানা গেছে, গত শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানী ঢাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে তাহসান-রোজার বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রোজা আহমেদের চাচা মনা আহমেদ। তিনি বলেন, গত শনিবার সন্ধ্যায় দুই পরিবারের উপস্থিতিতে তাহসান-রোজার বিয়ে সম্পন্ন হয়। জামাতা তাহসান খান ও রোজার পূর্ব পরিচয় ছিল কিনা জানি না, তবে দুই পরিবারের উপস্থিতিতেই তাদের বিয়ে হয়েছে।

গফরগাঁওয়ে এলডিপির শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে শীতের তীব্রতা বেড়ে যাওয়া শীত মোকাবিলায় শীতার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে উপজেলা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)। পৌরশহরের জামতলা মোড়ে এলডিপির দলীয় কার্যালয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় হতদরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল দেড় শতাধিক মানুষের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন উপজেলা এলডিপির সম্মানিত সদস্য এডভোকেট আবু রিজভী আল হোসাইনী। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা এলডিপির সভাপতি মোঃ মোতাহার হোসেন, সহ– সভাপতি একেএম হান্নান, আলহাজ্ব আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশারফ হোসেন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওমর ফারুক, প্রচার সম্পাদক মনির খান, দপ্তর সম্পাদক শারফুল ইসলাম রতন খাঁ ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল নাহার প্রমুখ।

মহাদেবপুরে ইউসিবি এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের শাখা উদ্বোধন

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি ইউসিবি এর মহাদেবপুর আউটলেট শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্র পোষ্ট অফিস মোড়ে মরিয়র হায়দার কমপ্লেক্সের দোতালায় এর উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে সেখানে আয়োজিত গ্রাহক সমাবেশে শাখার এজেন্ট ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব রবিউল আলম বুলেট সভাপতিত্ব করেন। ব্যাংকের নওগাঁ শাখার ব্যবস্থাপক এমডি মাসুদ রানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র সাংবাদিক কাজী সামছুজ্জোহা মিলনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, ইউসিবি এজেন্ট ব্যাংক ডিভিশনের বগুড়া জোনের এরিয়া ম্যানেজার এইচ, এম, শাহরিয়ার, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও হাতুড় ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল মতিন মন্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাজ্জাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক এস, এম, হান্নান, ইউসিবি এজেন্ট ব্যাংকিং মহাদেবপুর আউটলেট শাখার পরিচালক ইখতিয়ার উদ্দিন দূরন্ত প্রমুখ। পরে অতিথিরা ফিতে কেটে ব্যাংকের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। বক্তারা জানান, এই ব্যাংকের এই শাখায় নতুন একাউন্ট খোলা, টাকা জমা রাখা, উত্তোলন, ঋণ বিতরণ সকল কার্যক্রম নিয়মিত হবে। গ্রাহকরা নিশ্চিন্তভাবে এই শাখায় অর্থ লগ্নি করতে পারবেন।

পীরগাছায় ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া দৌড় অনুষ্ঠিত

পীরগাছা, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগাছায় ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় ব্রাক্ষনীকুন্ডা বাজার যুব উন্নয়ন সমিতির আয়োজনে বাজারের পাশে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পীরগাছা বাজার দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও উপজেলা বিএনপির আহবায়ক আলহাজ্ব আমিনুল ইসলাম রাঙা। ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় নওগা, দিনাজপুর, কুড়িগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকার ১৫টি ঘোড়া অংশ নেয়। আর ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু ঘোড়া আসেন। ঘোড়া দৌড় দেখতে আসা দর্শক আতিয়ার রহমান বলেন, ‘প্রতি বছর এখানে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাটি উপভোগ করার জন্য প্রতি বছর আমরা আসি। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া দৌড় খেলা দেখতে ভালো লাগে।’ খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারীর সুজন মিয়া। তিনি বলেন, ‘আমার বাপ-দাদারাও সওয়ারী ছিল। তাদের কাছ থেকে আমি শিখেছি। আমি দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

সৈয়দপুরে পৌষের শেষে বাড়ছে শীতের তীব্রতা

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুরে পৌষের শেষে এসে বাড়ছে শীতের দাপট। ওই শীত ক্রমান্বয়ে শুধু বেড়েই চলেছে। ফলে অসহায় মানুষজন শীতে কাহিল হয়ে পড়েছে। সরকারি ভাবে শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে তবে তা ছিল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এদিকে শীত নিবারণে ওই মানুষগুলো গরম কাপড়ের জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে অনেকের দাঁরে দাঁরে। ওই সকল ছিন্নমূল মানুষের পাশে আবার কেউ কেউ এসেছে কম্বল নিয়ে। তবে যে ধরনের কম্বল তাদেরকে দেয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে কম্বল পাওয়ার পর তাদের অভিযোগ,যে কাপড় দিয়ে শীত নিবারণ হয় না সে কাপড় দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল। সৈয়দপুর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মীর্জা মোঃ আবু ছাইদ জানান,দুই দফায় সরকারি কম্বল পাওয়া গেছে। ওই কম্বলগুলো সাথে সাথেই অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আবার সরকারি বরাদ্দ এলে তা শীতার্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। পৌষ মাসের প্রথম দিকে তেমন একটা শীত ছিল না নীলফামারী জেলায়। পৌষের শেষ দিকে এসে বাড়তে থাকে শীত। ঘন কুয়াশা আর কনকনে ঠান্ডায় মানুষ কাতর। শীত নিবারণে অনেকে ছুটছেন গরম কাপড়ের দোকানে। আর এ সুযোগে কতিপয় ব্যবসায়ি দামও হাঁকছেন বেশি । সন্ধ্যার পর থেকে ভোর রাত পর্যন্ত আকাশ ভরে যাচ্ছে কুয়াশার চাদরে। দুপুর ১২ টা পর্যন্ত থাকছে কুয়াশা। কোন কোন সময় হঠাৎ সূর্যের মুখ দেখা গেলেও তা স্থায়ী থাকছে না। এ এলাকায় অনেকটা জেঁকে বসে শীত। সাথে বইছে এলোমেলো হাওয়া। সৈয়দপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্র জানায়, প্রায় দিন সকালে তাপমাত্রা থাকে ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে। কোন কোন দিন নয় ও আটে নেমে থাকে। সৈয়দপুর শহরে বাজার করতে আসা আশরাফ আলি জানান, আমি খেটে খাওয়া একজন মানুষ। প্রতি বছর শীত এলে অনেকেই কম্বলের স্লিপ বাড়িতে দিয়ে যায়। এবছর কোন স্লিপ কেউ দেয়নি। পত্রিকা বিক্রেতা হিটলার ও পলাশ জানায়, আমাদের প্রতি কেউ নজর দেয় না। প্রচন্ড শীতে সাতসকালে বাইসাইকেল নিয়ে বের হই পত্রিকা বিক্রি করতে। পাঠকদের বাসায় বাসায় পত্রিকা পৌঁছে দেই। কোন একজনও বললো না শীত লাগে কি না। কেউ পাশে এসে সহযোগিতাও করে না কম্বল দিয়ে। কোন কোন বছর শীতের সময় পত্রিকার মালিক পক্ষ থেকে জ্যাকেট ও কম্বল দেয়া হত।
এবার তাও নেই। আরেক পত্রিকা বিক্রেতা বিমল রায় জানায়, তার বাসা পাবর্তীপুর উপজেলার বেনিরহাট এলাকায়। প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা বাইসাইকেল চালিয়ে সৈয়দপুর শহরে আসে পত্রিকা বিক্রি করতে। সারাদিন পত্রিকা বিক্রি করে বিকেলে বাসায় যায়। আবার রাতে এসে পত্রিকার বাকি দেয়া বিল উত্তোলন করতে হয় । শীতে তার কষ্টের সীমা থাকে না বলে জানায়। এদিকে পত্রিকা বিক্রেতা নুর ইসলাম,আলতাফ, আরশাদ,সোবহান জানান, শীতকালে আমাদের খুবই কষ্ট হয়। অনেকে ঠান্ডায় অসুখে আক্রান্ত হন। তবুও পেটের দায়ে সংসার চালাতে ভোরে ঘর থেকে বের হই। সারাদিন পত্রিকা বিক্রি করে রাতে বাসায় আসি। এবার কারো কাছ থেকে কোন কম্বল পাওয়া যায়নি। সৈয়দপুর উপজেলার বোতলাগাড়ী ইউনিয়নের কৃষক জাহাঙ্গীর আলম জানান,শীতে তিনি জমিতে কাজ করতে পারছেন না। প্রচন্ড ঠান্ডার কাছে তিনি হার মেনেছেন।

গরুর গাড়ি নিয়ে ছুটছেন তাঁরা। আমন ধান কাটা শেষে ফাঁকা জমিতে আয়োজন করা হয়েছে গরুর গাড়ি দৌড় প্রতিযোগিতা। ওসমানপুর, যশোর।

টানা ঘন কুয়াশার পর একটু রোদের দেখা মেলায় আলুখেতে কীটনাশক ছিটাচ্ছেন এক কৃষক। দাড়িয়াল।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বোরো ধানের উফশী জাতের (ব্রিধান-৯২) সমলয় চাষাবাদ এর ৫০ একর ব্লক প্রদর্শনীর রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নাধীন চুপাইর সমলয় প্রদর্শনী মাঠ সংলগ্ন রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তনিমা আফ্রাদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফীন। বিশেষ অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গাজীপুরের উপপরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম খান, এনডিসি অভ্র জ্যোতি বড়াল, অতিরিক্ত উপপরিচালক সঞ্জয় কুমার পাল, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নুরী তাসমিন ঊর্মি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ফারজানা তাসলিম। অনুষ্ঠানে গাজীপুর জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফীন বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরা সমলয় পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করছে এটা সুখবর। কম সময়ে এবং কম খরচে কৃষকেরা যাতে ফলন তাদের ঘরে তুলতে পারে সেই লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্যের চাহিদা পূরণে খাদ্য উৎপাদনের দিকে মনোযোগী হতে হবে। পরিবেশ সুন্দর রাখতে যন্ত্রের মাধ্যমে চারা রোপন করতে হবে। এতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কৃষকেরা লাভবান হবে। সরকার কৃষকের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছেন। সময়, অর্থ ও শ্রমিক সাশ্রয়ের জন্য সরকার বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য মেশিনারী তৈরি করছেন। রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপন করলে সময় ও অর্থ কম লাগবে। শ্রমিকের অভাব দূরীভূত হবে।

শেরপুরে ষাঁড়ের মই দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরে অনুষ্ঠিত হলো গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ষাঁড়ের মই দৌড় প্রতিযোগিতার খেলা। শ্রীবরদীর ভেলুয়া ইউনিয়নের ঢনঢনিয়ার ফসলের মাঠে এ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজয়ী হন, কদমতলি এলাকার নাজমুল মন্ডল ও রবিউল মন্ডল পৃথক দুটি ইভেন্টে বিজয়ী হন। রানার আপ হন আলমগীর মন্ডল ও হাফিজুর মন্ডল । এ প্রতিযোগিতায় ৩২টি মই দল অংশ গ্রহণ করেনে । হারিয়ে যেতে বসা কৃষকের আনন্দের এ খেলাকে ধরে রাখার জন্য করা হয়েছিলো মাসব্যাপী এ আয়োজন। হাজারো কৃষক ও গ্রামের সাধারণ মানুষের আনন্দ দেয় ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজন। সেই সঙ্গে ধরে রাখা হয় বাপ-দাদার স্মৃতিও। খেলা শেষে বিজয়ী মইয়ের মালিকদের হাতে পুরস্কার হিসেবে গরু ও ছাগল তুলে দেন শ্রীবরদী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম দুলাল। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, বিএনপি নেতা মুসারফ হোসেন মুসা, মাহফুজুর রহমান মোল্লা, আয়োজক মোঃ ফারুক হোসেন ও খেলার পরিচালক আব্দুল হামিদসহ আরো অনেকে। চারটি ষাঁড় গরু দিয়ে একটি মইয়ে থাকে দুই জন ময়েল ও তিনজন ধরাল। প্রতিযোগিতার জন্য দুটি করে মই নিয়ে দাঁড়ানো হয় লাইনে। অপেক্ষা বাঁশির ফুঁ শোনার পর শুরু হয় মই নিয়ে প্রথম হওয়ার লক্ষে দৌড়।

ফুটপাতে পিঠাপ্রেমী মানুষের আড্ডা

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : শীত এলেই ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন স্থানে দোকান সাজিয়ে মুখরোচক পিঠা বিক্রির ধুম পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ভাপা ও চিতই পিঠা। দিনভর কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার পাশে কেউ টুলে বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিঠা খায়। আবার অনেকেই বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের জন্য পছন্দের পিঠাও নিয়ে যায়। রিকশাচালক, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, শিক্ষার্থীসহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষ ভিড় জমায় এসব পিঠার দোকানে। শহরের বিভিন্ন স্থানে চালের আটা, গুড়, নারিকেল, ছোট্ট বাটি আর মাটির চুলা সাজিয়ে বসে বিক্রেতারা। পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারীও পিঠা তৈরির পসরা নিয়ে বসে। এসব দোকানের ধোঁয়া ওঠা গরম গরম পিঠা খেতে জমে ওঠে পিঠাপ্রেমী মানুষদের আড্ডা। ক্রেতাদের উপচেপড়া ভীড় চোখে পড়ার মতো। এ ব্যবসা চলে বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত। পিঠা বিক্রি জমজমাট হয় সন্ধ্যার পর থেকে। সন্ধ্যায় পরে দোকানে ক্রেতাদের ভিড় থাকে অনেক বেশি। সরেজমিন শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট, পায়রাচত্তর, হাটের রাস্তা এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ভাপা পিঠা ছাড়াও চিতই পিঠার সাথে মুখের স্বাদ বাড়াতে ধনিয়া পাতা, মরিচ, সরিষা ভর্তা, কচুর শাক ভর্তা, শুটকি মাছের ভর্তা দিয়ে পিঠা বিক্রি করছে বিক্রেতারা। এসব পিঠার এক একটির দাম নেয়া হচ্ছে ৭ থেকে ১০ টাকা। শহরের পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনে পিঠা বিক্রি করেন সাব্বির আহমেদ। তিনি প্রতিদিন প্রায় ৩০০ পিচ ভাপা পিঠা বিক্রি করেন। প্রতিটি ভাপা পিঠার দাম নেন ১০ টাকা। তিনি জানান, শীত পুরোপুরি না পড়ায় বেচাকেনা কম হচ্ছে। এতে খরচ খরচা বাদে ১২০০ টাকা লাভ হচ্ছে। পার্কপাড়া এলাকার শরিফুল আহমেদ শাকিল (২৮) দৈনিক ৩০০ পিচ চিতই পিঠা বিক্রি করেন।

প্রতি বস্তায় বেড়েছে ৩০০-৫০০ আমনের ভরা মৌসুমেও রাজশাহীতে বেড়েছে চালের দাম

রাজশাহী প্রতিনিধি : দেশে আমনের ভরা মৌসুমেও রাজশাহীতে বেড়েছে চালের দাম। এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি বাজারে বস্তাপ্রতি চালের দাম বেড়েছে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে আমন ধান থেকে জেলার চালকলগুলোতে যেসব চাল উৎপাদন হয়, সেগুলোর দামও বেড়েছে। এসব চালের মধ্যে কাটারি, জিরাশাইল, নাজিরশাইল ও মিনিকেটের দাম বেড়েছে কেজিতে ছয় থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত। ব্যবসায়ী ও চালকলের মালিকরা জানান, মৌসুম হলেও ধানের দাম বাড়তি। ধান মজুত করেছেন অনেক মৌসুমি ব্যবসায়ী। তাদের কাছ থেকে বেশি দামে ধান কিনে চাল তৈরিতে খরচ পড়ছে বেশি। এজন্য চালের দাম বাড়িয়েছেন তারা। তবে সেটি বস্তায় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। যা বাজারে গিয়ে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এটি বেড়েছে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারণে। এ অবস্থায় পাইকারি বিক্রেতারা বলছেন, চালকলের মালিকরা দাম বাড়াচ্ছেন। চালকলের মালিকরা বলছেন, মৌসুমি ব্যবসায়ী-রা দাম বাড়াচ্ছেন। খুচরা ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সব দোষ পাইকারি ব্যবসায়ীদের। কারণ চালকলের মালিকরা এক টাকা বাড়ালে পাইকারি ব্যবসায়ীরা বাড়ায় দ্বিগুণ। তারা একে-অপরকে দোষারোপ করলেও বাড়তি দামে চাল কিনতে কষ্ট হচ্ছে ক্রেতাদের। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ক্রেতারা বলেছেন, প্রতিটি জাতের চালের দাম ছয় থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। মোটা থেকে চিকন সব চালের দামই চড়া। সিন্ডিকেট করে বাড়ানো হয়েছে। এজন্য একে-অপরকে দোষারোপ করছেন।

কেজিতে সাত-আট টাকা পর্যন্ত বেড়েছে

রাজশাহী নগরের বিভিন্ন বাজার ও দোকান ঘুরে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাজারে গত দুই সপ্তাহ ধরে চালের দাম ঊর্ধ্বমুখী। পাইকারি ও চালকলের মালিকরা দাম বাড়ানোর কারণে খুচরা পর্যায়ে দাম বেড়েছে। গত শনিবার বাজারে বিআরআই-২৮ জাতের কেজি বিক্রি হয়েছে ৬৫-৬৮, যা গত সপ্তাহে ছিল ৬০-৬৫ টাকা। মিনিকেট বিক্রি হয়েছে ৭৮-৮০, যা গত সপ্তাহে ছিল ৬৮-৭৫ টাকা। নাজিরশাইল বিক্রি হয়েছে ৮০-৮৬, যা ছিল ৭০-৭৮ টাকা। গুটি স্বর্ণার কেজি বিক্রি হয়েছে ৬০-৬৫, যা গত সপ্তাহে ছিল ৫০-৫৫ টাকা।

নালিতাবাড়ীতে মদসহ কারবারি আটক

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার বারমারী আন্ধারুপাড়ার খলচান্দা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নালিতাবাড়ী থানা পুলিশ আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় ৬৫০ বোতল মদসহ ওয়াসিম মিয়া (৩০) নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে । খলচান্দা কোচপল্লী ‘আলোর ঘর’ স্কুলের সামনে থেকে মাদকের এ চালান জব্দ ও কারবারীকে আটক করা হয়। আটক ওয়াসিম মিয়া নালিতাবাড়ী উপজেলার আন্ধারুপাড়া এলাকার ইদ্রীস আলী’র ছেলে । পুলিশ জানায়, গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে এগারোটার দিকে গোপন সংবাদ আসে যে, খলচান্দা কোচপল্লী হয়ে ভারত থেকে চোরাই পথে মাকদের চালান আসবে। পরে রাতেই ওই এলাকায় অবস্থান নেয় পুলিশ। গতকাল রোববার ভোর সাড়ে চারটার দিকে চোরাচালানের একটি সিন্ডিকেট কার্টুনভর্তি ‘ওলড মনক’ ব্র্যান্ডের ১৮০ এমএল ৬০২ বোতল ও একই ব্র্যান্ডের ৩৭৫ এমএল ৪৮ বোতল মদ নিয়ে আসছিল। এসময় তাদের চ্যালেঞ্জ করলে মাদক কারবারীরা বস্তাভর্তি মদের কার্টুন ফেলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় ওয়াসিম নামে একজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সোহেল রানা জানান, উদ্ধারকৃত মাদক দ্রব্যের বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় ৭ লাখ টাকা। এ ঘটনায় নালিতাবাড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল রোববার আটক মাদক কারবারি ওয়াসিমকে আদালতে সোপর্দও করা হয়েছে ।

ক্ষেতলালে রাতের আঁধারে আলুর গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

ক্ষেতলাল, জয়পুর হাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে রাতের আঁধারে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ৫০ শতক জমির অধিকাংশ অপরিপক্ষ আলুর গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গত শনিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় উপজেলার বড়তারা ইউনিয়ন বাঁশথুপি গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিমের আলুর জমিতে এ ঘটনা ঘটে। আলু ক্ষেতে গিয়ে দেখা যায়, কেটে ফেলা আলুর গাছগুলি জমিতে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে পড়ে আছে।
সকালে কৃষক আঃ রহিম জমি দেখতে গিয়ে আলুর গাছ কাটা দেখে হাতে নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদছেন। ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পরলে উৎসুক জনতা আলুর জমি দেখতে ভিড় করেন। তারা এঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। স্থানীয়রা জানান, আঃ রহিম একজন শিক্ষিত বেকার ছেলে নিজের জমিতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ মৌসুমে ৫০ শতক জমিতে আলু চাষ করেছে।

খেত থেকে কাচা মরিচ তুলে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক। প্রতি কেজি মরিচ ৩০-৩৫ টাকায় বিক্রি করেন বলে জানালেন তিনি। ভাস্তি, বুড়িচং, কুমিল্লা।

বড়াইগ্রামে চিকিৎসকের ভুলে তিনশ’ হাঁসের মৃত্যু

বড়াইগ্রাম, নাটোর প্রতিনিধি : স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্নে নাটোরের বড়াইগ্রামের বেকার যুবক ফরজ আলী গড়ে তুলেছিলেন হাঁসের খামার। খামারে একদিনের বাচ্চা কিনে বড় করেছিলেন। বর্তমানে ৬৭০ টি হাঁসের মধ্যে সাড়ে চারশ’টি ডিম দেয়। আশা ছিল হাঁসের ডিম বিক্রি করে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু চিকিৎসকের ভুলের কারণে খামারের ৩শ’ হাঁস ইতিমধ্যেই মারা গেছে, অবশিষ্টগুলোও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এতে তার স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ খামারী গতকাল রোববার বিকালে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগী খামারীর অভিযোগ, স্থানীয় পল্লী পশু চিকিৎসক শরীফুল ইসলামের ভুল চিকিৎসা ও অবহেলায় ইতিমধ্যেই তার পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। অবশিষ্ট হাঁসগুলো মারা গেলে ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ১০ লাখে দাঁড়াবে বলে তার দাবি। জানা যায়, উপজেলার মাঝগাঁও ইউনিয়নের পারকোল গ্রামের আব্দুস সোবহানের ছেলে ফরজ আলী ৭-৮ মাস আগে একদিনের বাচ্চা কিনে বাড়িতেই হাঁসের খামার গড়ে তোলেন। ১৫-২০ দিন আগে হাঁসগুলো ডিম দেয়া শুরু করে। প্রচন্ড শীতে হাঁসগুলোর হালকা স্বর্দি লাগে। এতে তিনি ওষুধ দেয়ার জন্য বনপাড়া এলাকার পল্লী চিকিৎসক শরীফুল ইসলামের কাছে যান। কিন্তু গত শনিবার সন্ধ্যায় তিনি ভবিষ্যতেও আর স্বর্দি লাগবে না জানিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে সবগুলো হাঁসকে এন্টিবায়োটিক ওষুধ দেন। ওষুধ দেয়া শেষ হতেই হাঁসগুলো অসুস্থ হয়ে একে একে মরতে শুরু করে। পরে তিনি দ্রুত সেখান থেকে চলে যান। গতকাল রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই খামারের তিনশ’ হাঁস মারা যায়। ক্ষতিগ্রস্থ খামারী ফরজ আলী জানান, খামারের সাড়ে চারশ’ হাঁস ডিম দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে তিনশ’টি মারা গেছে। উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা নিজে এসেও অবশিষ্টগুলোরও কোন চিকিৎসা দিতে পারেননি। এতে সেগুলোও হয়তো সারা রাতে মারা যাবে। আমি একেবারে পথে বসে গেলাম, আমি ক্ষতিপূরণ চাই। পল্লী চিকিৎসক শরীফুল ইসলাম জানান, আমি হাঁসগুলোকে ‘জেন্টামাইসিন সালফেট’ নামের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিলাম। হয়তো হাঁসগুলো এই অ্যান্টিবায়োটিক সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে। উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. নুর আলম সিদ্দিকী জানান, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছি এবং হাঁসের মরদেহ এনে ময়নাতদন্ত করেছি। হাঁসের শরীরে কোন রোগ ছিল না।

সোনারগাঁয়ে শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ

সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : জিয়ার আদর্শে দেশ গড়ি, মানবকল্যাণে কাজ করি এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোনারগাঁয়ে শতাধীক শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলার সোনারগাঁও পৌরসভার ছাপেরবন্দ যুব সমাজের উদ্যোগে এ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বিএনপি নেতা মনির হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাবেক যুবদল নেতা মোক্তার হোসেনের সঞ্চালনায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশারফ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সোনারগাঁও পৌরসভা বিএনপির সভাপতি মোঃ শাহজাহান মেম্বার।

দেড় মাসে এক কেজি ধান সংগ্রহ করতে পারেনি খাদ্য বিভাগ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : চলতি আমন মৌসুমে খাদ্য অধিদপ্তরের ধান-চাল সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জেলার ছয় উপজেলার ৯টি খাদ্য গুদামে এক কেজি ধানও সংগ্রহ করতে পারেনি খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা। ধান-চাল সংগ্রহের সঙ্গে জড়িতরা বলছেন, নির্ধারিত ৪ মাস সময়ের মাত্র দেড় মাস শেষ হয়েছে। সামনে এখনো আড়াই মাস বাকি রয়েছে। এছাড়া সরকার নির্ধারিত মূল্য থেকে খোলাবাজারে দাম বেশি হওয়ায় কৃষকেরা সরকারের কাছে ধান বিক্রিতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। চলতি আমন মৌসুমে ৬ উপজেলায় ধান উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৪ হাজার ৪৮৫ মেট্রিক টন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্র জানায়, আমন মৌসুমে এবার সরকারি ভাবে ৭ হাজার ৯২৬ মেট্রিক টন সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। ২০২৪ সালের ১৭ নভেম্বর সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। চলতি বছরের ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান চলবে। তবে এ কয়দিনের মধ্যে এক কেজি ধানও সংগ্রহ করতে পারেনি খাদ্য বিভাগ। এ সময়ে সিদ্ধ চাল সংগ্রহ হয়েছে ৩ হাজার ৯১২ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন হয়েছিল ৯ হাজার ১৪৫ মেট্রিক টন। এসব চালের মধ্যে মিলারদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ছয় হাজার ৯৯৮ মেট্রিক টন।এছাড়া আতপ চাল লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৬৫২ মেট্রিক টন, মিলারদের সঙ্গে চুক্তি ৪৯১ মেট্রিক টন। সংগ্রহ হয়েছে ৮৫ মেট্রিক টন। উপজেলার কৃষক আশরাফুল ইসলাম বলেন, সরকারি ভাবে ধান সংগ্রহের সময় আদ্রতা ১৪ শতাংশের নিচে থাকার বাধ্যবাধকতা থাকে। আদ্রতার এ বাধ্যবাধকতা হাটবাজার বা আড়ত গুলোতে বিক্রির ক্ষেত্রে নেই।

শীতে জবুথবু হয়ে পথের ধারে গাছের ডালে বসে আছে কসাই পাখিটি। দাড়িয়াল, বগুড়া।

সৌদি আরবে আরো বেশী শিরোপা জিততে চান রোনাল্ডো

স্পোর্টস ডেস্ক : সৌদি পেশাদার লিগ আল নাসরেতে দুই বছর অতিবাহিত করেছেন পর্তুগীজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এই সময়ের মধ্যে সৌদি ক্লাবটির হয়ে যা কিছু অর্জন করেছেন তার থেকেও আরো বেশী শিরোপা জয়ের জন্য নিজেকে ক্ষুধার্ত দাবী করেছেন সিআর সেভেন। পর্তুগালের অধিনায়ক সম্প্রতি গ্লোব সকার এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যের বর্ষসেরা খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। ২০২৩ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে ফ্রি টান্সফার সুবিধায় আল নাসরেতে যোগ দেবার পর এ পর্যন্ত সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ৮৩ ম্যাচে করেছেন ৭৪ গোল। রিয়াদের সময়টাতে আলোকপাত করে ৩৯ বছর বয়সী রোনাল্ডো স্থানীয় মিডিয়া চ্যানেলে বলেছেন, 'আমি এখানে এসে অত্যন্ত খুশী। আমার পরিবারও খুশী। সুন্দর এই দেশে আমরা একটি নতুন জীবন শুরু করেছি। জীবন সুন্দর, ফুটবলও সুন্দর। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বলতে গেলে আমরা এখনো লড়াইয়ে টিকে আছি, আমরা এখনো উন্নতি করছি।' ক্যারিয়ারে ৯০০রও বেশী গোল করা রোনাল্ডো আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সবচেয়ে বেশী গোলের রেকর্ড গড়েছেন। এখানে আসার পর থেকে সৌদি পেশাদার লিগ সঠিক পথে এগিয়ে চলছে বলে রোনাল্ডো বিশ্বাস করেন, 'আমার কাছে মনে হয় একটি লিগ উন্নতির পথে থাকলে সেটা অবশ্যই সম্মানের। এই লিগটিকে আরো উন্নত, আরো আকর্ষণীয় করতে অনেক তারকা খেলোয়াড়ই এখানে আসছে। আমি যেহেতু প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এখানে এসেছি সে কারণে আমার অর্জনটাও ভিন্ন। কিন্তু আমি আগামী পাঁচ অথবা ১০ বছরে এই লিগের আরো উন্নতি দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। শুধুমাত্র প্রথম দল নয়, একাডেমির দলগুলোও যেন উন্নতি করে। শুধুমাত্র সৌদি খেলোয়াড় কিংবা লিগের ভবিষ্যতের জন্য নয়। বিশ্বের অন্যান্য লিগের সাথে সমান তালে লড়াই করারও জন্য এর উন্নতির প্রয়োজন। এটাই আমরা স্বপ্ন। এভাবেই আমি এই দেশের ফুটবলকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে যাব। সবাই রোনাল্ডোকে যেন একটি উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারে। শুধুমাত্র মাঠের রোনাল্ডো নয়, মাঠের বাইরেও এদেশের ফুটবলের উন্নয়নে আমি ভূমিকা রাখতে চাই।' ২০২৩ সালে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপ জয়ের মাধ্যমে রোনাল্ডো আল নাসরের জার্সিতে একটি শিরোপা জয় করেছেন। গত মৌসুমে লিগ শিরোপা জয়ে তার দল ব্যর্থ হলেও পুরো মৌসুমে সৌদি পেশাদার লিগের রেকর্ড ৩৫ গোল করেছিলেন। রোনাল্ডো আরো বলেন, 'একটি দল যখন শিরোপা জিতে তখন তাদের জন্য অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়। এখানে আসার পর প্রথম শিরোপা জয়ের অনুভূতি ছিল সত্যিই বিশেষ কিছু। কিন্তু আমি আরো চাই। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই ক্লাবকে আরো বেশী শিরোপা উপহার দিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি এই বছরটি আল নাসরের অনেক ভাল যাবে।' লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা আল ইত্তিহাদের থেকে ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে আল নাসর বর্তমানে সৌদি পেশাদার লিগে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। পর্তুগীজ তারকা বলেছেন, 'আল হিলাল ও আল ইত্তিহাদের মত দলের বিপক্ষে লড়াই করাটা সত্যিই কঠিন। কিন্তু এখনো আমরা লড়াইয়ে টিকে আছি, এখনো প্রতিদ্বন্দ্বীতা চালিয়ে যাচ্ছি। ফুটবল এমনই। এখানে ভাল ও খারাপ মুহূর্ত আসবেই। আমার কাছে সবসময়ই একটি বিষয় গুরুত্ব পায়, সেটা হলো পেশাদারীত্ব। ক্লাবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, নিজের চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, সকলের উপর আস্থা রেখে এগিয়ে যেতে হবে। এই ক্লাবের হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয় করতে চাই। তবে তার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেশাদার মনোভাব বজায় রাখা।

হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে এ মৌসুমে ফোফানার খেলা নিয়ে শঙ্কা

স্পোর্টস ডেস্ক : গুরুতর হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে চেলসি ডিফেন্ডার ওয়েসলি ফোফানার এ মৌসুমে আর খেলা নাও হতে পারে। আর এ বিষয়টি নিয়ে দারুন দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন কোচ এনজো মারসেকা। ২৪ বছর বয়সী ফোফানা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে মাঠের বাইরে রয়েছেন। স্ট্যামফোর্ড ব্রীজে তার ফেরার সময়টা আরো দীর্ঘ হবার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ২০২২ সালে লিস্টার থেকে ৭০ মিলিয়ণ পাউন্ডের বিনিময়ে চেলসিতে যোগ দেবার পর থেকে ইনজুরি পিছু ছাড়েনি। এ পর্যন্ত খেলেছেন মাত্র ৩২ ম্যাচ। এ প্রসঙ্গে মারসেকা বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত: মৌসুমের বাকি সময়টা তাকে বিশ্রামে থাকতে হতে পারে। তার হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির মাত্রাটা গুরুতর। তাকে দলে না পাওয়াটা সত্যিই হতাশার। আমি আগেও অনেকবার বলেছি ফোফানাকে আমরা সবাই পছন্দ করি। অবশ্যই তার দলে না থাকাটা আমাদের জন্য অনেক বড় ক্ষতি।' ফোফানার পাশাপাশি ফরাসি সেন্টার-ব্যাক বেনোয়িট বাডিয়াশিলেও ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাঠের থেকে ছিটকে গেছেন। এদিকে অধিনায়ক রেসি জেমস ও রোমেও লাভিয়া ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরার দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন। এদিকে বড়দিন ও নতুন বছরের সময়টাতে এভারটন, ফুলহ্যাম ও ইপসউইচের কাছে পয়েন্ট হারিয়ে সম্ভাব্য ৯ পয়েন্টের জায়গায় চেলসি মাত্র এক পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পেরেছে। যদিও এখনো প্রিমিয়ার লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থান ধরে রেখে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পজিশন অক্ষুন্ন রেখেছে ব্লুজরা। স্ট্যামফোর্ড ব্রীজে প্রথম মৌসুমেই মারসেকা অপেক্ষাকৃত তরুণ দলের উপর শুরু থেকেই আস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই মুহূর্তে তার এই দল শিরোপা জয়ের চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত নয় বলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

সাকিবকে দেখে রাজনীতির শখ মিটে গেছে আফ্রিদির

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তানের ক্রিকেটেই শুধু নয়, সব মহলেই ভীষণ জনপ্রিয় শহীদ আফ্রিদি। তার গড়া ফাউন্ডেশন পাকিস্তানে নানা সেবামূলক কাজ করে আসছে। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যেও সম্প্রসারিত হয়েছে সেবামূলক কার্যক্রম। আফ্রিদির এই অলাভজনক সংস্থার কার্যক্রম দেখে অনেকেই তাকে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশসেবায় মনোনিবেশের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তার ফাউন্ডেশন ও নিজের সোশ্যাল প্লাটফর্মে প্রায়ই দেখা যায় এমন মন্তব্য। তবে সেই আফ্রিদির রাজনীতির 'শখ মিটে গেছে' বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে। একসময় বাংলাদেশে তুমুল জনপ্রিয় ক্রিকেটার ছিলেন সাকিব আল হাসান। দেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ক্রিকেটার জনপ্রিয়তার বিচারে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বাকি সব তারকাকে। তবে রাজনীতিতে নাম লেখানোর পর প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয়েছে তাকেও। এখন দেশে আসার মতো পরিস্থিতিও নেই। এমনকি মিরপুরে নিজের শেষ টেস্ট খেলতে চেয়েও পারেননি।

এ বছরই লিভারপুলে সালাহর শেষ বছর

স্পোর্টস ডেস্ক : মিশরীয় তারকা মোহাম্মদ সালাহ বিশ্বাস করেন লিভারপুলের সাথে শেষ বছরে তিনি অবশ্যই বিশেষ কিছু করে দেখাতে পারবেন। ৩২ বছর বয়সী সালাহর সাথে এ মৌসুমের পরেই লিভারপুলের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন সালাহ। আর্নে স্লটের অধীনে লিভারপুল ৬ পয়েন্টের সুস্পষ্ট ব্যবধানে প্রিমিয়ার লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানেও অবস্থান করছে। মিশরীয় এই ফরোয়ার্ড ইতোমধ্যেই এবারের মৌসুমে ১৮ লিগ ম্যাচে ১৭ গোল করা ছাড়াও ১৩টি এ্যাসিস্ট করেছেন। রোববার ধুকতে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সফরে যাবে লিভারপুল। বিভিন্ন গণমাধ্যম দাবি জানিয়েছে সালাহ লিভারপুলের সাথে চুক্তির কাছাকাছি পৌছে গেছে। কিন্তু গত সপ্তাহে ওয়েস্ট হ্যামের সাথে ৫-০ গোলের জয়ের ম্যাচটিতে সালাহ নিজে জানিয়েছেন এখনো বিষয়টির কোন নিষ্পত্তি হয়নি। ২০২০ সালে ৩০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে লিভারপুল লিগ শিরোপা জয় করেছিল, যার গর্বিত সদস্য ছিলেন সালাহ। যদিও করোনা মহামারির কারণে এ্যানফিল্ডে দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে লিভারপুলকে ট্রফি গ্রহণ করতে হয়েছিল। সমর্থকদের ছাড়া শিরোপা উদযাপনে মোটেই খুশি হয়নি লিভারপুল। শুক্রবার স্কাই স্পোর্টসে দেয়া এক সাক্ষাতকারে সালাহ বলেছেন, 'এটাই আমার এই ক্লাবে শেষ বছর। সে কারণে এবার বিশেষ কিছু করে দেখাতে চাই। দীর্ঘ ৩০ বছর আমরা শিরোপার অপেক্ষায় ছিলাম। করোনা মহামারীর কারণে সেভাবে শিরোপা উদযাপন করতে পারিনি। উদযাপনের পথটা সঠিক ছিল না। এবার আশা করছি সবকিছু ঠিকভাবে করতে পারবো।' শুধুমাত্র সালাহ নয়, লিভারপুলের সাথে চুক্তি শেষের তালিকায় আরো রয়েছেন অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক ও ইংলিশ রাইট-ব্যাক ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আর্নল্ড। এরা প্রত্যেকেই আগামী মৌসুমে বিদেশী কোন ক্লাবের সাথে আলোচনার জন্য উন্মুক্ত হয়েছেন। এই তিনজন মিলে লিভারপুলকে ইংলিশ লিগ ও ইউরোপীয়ান ফুটবলের শিরোপা জয়ে সহযোগিতা করেছেন। আগের ম্যানেজার জার্গেন ক্লপের অধীনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ, এফএ কাপ ও লিগ কাপের শিরোপা জয় করেছেন সালাহ, ফন ডাইক ও আলেক্সান্দার-আর্নল্ড। এর মধ্যে তারা শুধুমাত্র লিগ কাপ জয় করেছেন একাধিকবার।

লাইফস্টাইল

যে কারণে দুঃখের স্মৃতি মনে বেশীদিন থাকে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : জীবনে সুখ-দুঃখ আসে পালাক্রমে। সুখের সময় দ্রুত কেটে যায়। তবে কঠিন ও বিপদের কোনো ঘটনা যেন জীবনের সব আনন্দ বিষাদময় করে তোলে। সুখের সময়গুলো সেভাবে আপনাকে স্মৃতিকাতর করে না তুললেও ভয়ংকর বা খারাপ কোনো স্মৃতি কিন্তু আজীবন মনে রয়ে যায়। চাইলে তা ভোলা যায় না। তবে কেন এমনটি ঘটে? তুলেন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও টাফটস ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকরা এর কারণ খুঁজে পেয়েছেন। তারা আমাদের মস্তিষ্কের সংবেদনশীল কেন্দ্রে ভীতিকর স্মৃতির গঠন অধ্যয়ন করেছেন। অ্যামিগডালা ও তাদের প্রক্রিয়াটির পেছনে একটি তত্ত্ব আছে। তারা দেখেছেন, স্ট্রেস নিউরোট্রান্সমিটার নরপাইনফ্রাইন ফাংশনগুলো মস্তিষ্কের অ্যামিগডালায় প্রতিরোধক নিউরনকে উদ্দীপিত করে মস্তিষ্কে প্রক্রিয়াকরণের ভয় দেখায়। যাতে বৈদ্যুতিক স্রাবের পুনরাবৃত্তিমূলক বিস্ফোরণ প্যাটার্ন তৈরি হয়। বিস্ফোরিত প্যাটার্নটি অ্যামিগডালায় মস্তিষ্কের তরঙ্গের দোলনের ফ্রিকোয়েন্সিকে বিশ্রাম থেকে উত্তেজিত অবস্থায় পরিবর্তন করে। যা ভয়ের স্মৃতি গঠনের প্ররোচনা দেয়। তুলেন সেল ও আনবিক জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক জেফরি টাস্কার, নিউরোসায়েন্সের ক্যাথরিন ও হান্টার পিয়ারসন চেয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, 'যখন কেউ আপনাকে বন্দুকের মুখে আটকে রাখবেন, তখন আপনার মস্তিষ্ক একগুচ্ছ স্ট্রেস নিউরোট্রান্সমিটার নোরপাইনফ্রিন নিঃসরণ করে, একটি অ্যাড্রেনালিন রাশ।'

শখের বারান্দার সাজে বেগুনি রঙয়ের ফুল

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পছন্দের রং বেগনি। তা দিয়েই একচিলতে বারান্দার শখের বাগান সাজিয়ে ফেলতে চান? কিন্তু সেই তালিকায় কোন কোন গাছ রাখবেন বুঝতে পারছেন না? তাহলে বেছে নিন ডালিয়া, থেকে পিটুনিয়া, গ্ল্যাডিওলাস। **ডালিয়া :** লাল, হলুদ, সাদা, এই রংগুলো ডালিয়ায় সচরাচর দেখা যায়। তবে একটু খুঁজলে বেগুনি ডালিয়াও পাওয়া যাবে। গাঢ়, হালকা বেগুনি নানা ধরনের রং হয় শীতের ফুলটিতে। **জেরানিয়াম :** বাগানে ফুটে থাকা জেরানিয়ামের সৌন্দর্যও কম নয়। সাদা, লালের আধিক্য দেখা গেলেও বেগুনি জেরানিয়াম ফুলও হয়। ঝুলিয়ে রাখা টবে বেগুনি জেরানিয়াম ফুটে থাকলে দূর থেকেও সবার চোখ সে দিকে পড়বে। **গ্যাডিওলাস :** শখের বাগানে বেগুনি ফুলের তালিকায় রাখতে পারেন গ্যাডিওলাস। তবে শীতের চেয়ে এই ফুল বসন্তে ভালো ফোটে। বিভিন্ন রঙের গ্যাডিওলাস হয়। গোলাপি, সাদা, গাঢ় লাল, বেগুনি, নীল। **পিটুনিয়া :** শীতের বাগানে গাছ ভরা পিটুনিয়া চট করে সবার নজর কাড়তে পারে। রোদ, জল ঠিকঠাক পেলে অল্প পরিচর্যায় বেড়ে উঠতে পারে গাছটি। সাদা, লাল, বেগুনিড় বিভিন্ন রঙের হয় এই ফুলগুলো।

ঝুলন্ত টবে এই ফুলগুলো দেখতে বেশি ভালো লাগে। **ভার্বেনা :** বেগুনি ফুলের মাঝে সাদা ছোঁয়া। ভার্বেনা ফুলও বারান্দা বা ছাদবাগানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিতে পারে নিমেষে। বেগুনি ছাড়াও সাদা, নীল, লাল, গোলাপিড়বিভিন্ন রঙের হয়। থোকায় থোকায় ফুল ফুটলে দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগে।

কমলালেবুর খোসা খেলে যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতকালে নিয়মিত কমলা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। সাধারণত কমলা খাওয়ার পর এর খোসা ফেলে দেন কমবেশি সবাই। তবে জানলে অবাক হবেন, এই খোসা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। আবার ত্বকের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে কমলার খোসা। তাই না ফেলে খেয়ে নিন কমলালেবুর খোসা। এতে শরীরে মিলবে নানা পুষ্টি। অরেঞ্জ পিল বা কমলার খোসায় আছে প্রচুর পুষ্টিগুণ। ত্বক থেকে শুরু করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা। কমলালেবুর মধ্যে ভিটামিন সি ও নানা পুষ্টিগুণ আছে। যা কমলালেবুর খোসাতেও মেলে। আর কমলালেবুর খোসাতে যে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। কমলালেবুর খোসা ভিটামিন, মিনারেলে ভরপুর। এটি খেলে হজম ভালো হয়, মানসিক চাপ কমে, চিন্তা কমে, মেজাজ ভালো হয়, ত্বক উজ্জ্বল হয়। **কমলালেবুর খোসায় কী কী আছে?** ফাইবার, ভিটামিন সি, ফোলেট, ভিটামিন বি৬, ক্যালশিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি আছে। এগুলো শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কমলালেবুর খোসায় পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়া অ্যান্টি-ক্যানসারিয়াস উপাদানও আছে। সঙ্গে আছে লাইমোনেনের মতো রাসায়নিক যৌগ। এই উপাদানগুলো ক্যানসার বিরোধী।

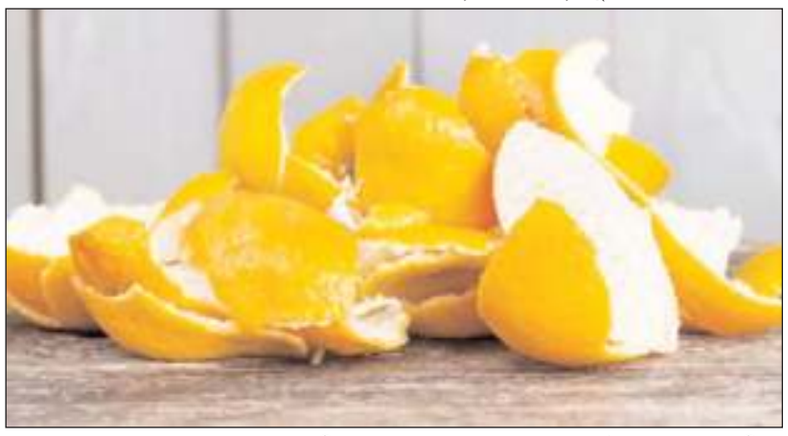

ফলে কমলালেবুর খোসা ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়তেও সাহায্য করে। **কমলালেবুর খোসা কীভাবে খাবেন?** এটি সরাসরি খাওয়া উচিত নয়। এছাড়া কমলালেবুর খোসা স্বাদে তেঁতো। তাই এটি খাওয়ার আগে কমলালেবুর খোসা গরম পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। সরাসরি খাওয়ার জায়গায় সালাদ, স্যান্ডউইচ, স্মুদি ইত্যাদিতে বদলে কমলালেবুর খোসা গ্রেট করে বা কুচিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া কমলালেবুর খোসা গুঁড়া করে তা চায়ে মিশিয়ে পান করতে পারেন। চাইলে কমলালেবুর খোসার জেলি বানিয়েও খেতে পারেন।

নতুন বছরে নজর দিন মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সারাবছর সুস্থ থাকতে চান না কে! সুস্থতার লক্ষ্যে প্রায়ই নতুন বছরে আমরা স্বাস্থ্য, কর্মজীবন ও আর্থিক সাফল্যের জন্য রেজোলিউশন নিয়ে থাকি। তবে শুধু এখানে থেমে গেলেই চলবে না। মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের সামগ্রিক সুস্থতার একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ দিক। বর্তমানে চাপ, উদ্বেগ একটি সাধরণ সমস্যা হয়ে উঠেছে। তাই আপনার মানসিক সুস্থতার জন্য কিছু কার্যকরী রেজোলিউশন নেওয়া জরুরি। **কেন মানসিক স্বাস্থ্য রেজোলিউশন গুরুত্বপূর্ণ?** বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি ও আচরণ মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি আমাদের সম্পর্ক, উৎপাদনশীলতা ও জীবন উপভোগ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে নিন কিছু রেজোলিউশন। নতুন বছরে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কয়েকটি অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। যেমন- **পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে,** ঘুম মানসিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি। খারাপ ঘুম বা অপর্যাপ্ত ঘুম আমাদের উদ্বেগ ও বিষণ্নতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। এটি মেজাজ ও জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বাড়ায়। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘুমের রুটিন তৈরি করুন। শোবার আগে স্ক্রিন এড়িয়ে চলুন। আপনার ঘুমের পরিবেশ শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। **নয়মিত ব্যায়াম করুন** তুন বছরের শুরু থেকেই শরীর ও মনকে ভালো রাখতে ব্যায়াম করার রেজোলিউশন নিন। শারীরিক কার্যকলাপ শুধু শরীরের জন্য নয়, মনের জন্যও একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ব্যায়াম এন্ডোরফিন নিঃসরণ করে, যা মানসিক চাপ কমায় ও মন-মেজাজ ভালো রাখে এজন্য যোগব্যায়াম, নাচ বা হাঁটা, বা আপনার মনের মতো কার্যকলাপ বেছে নিন। **নিজের যত্ন নিন,** মনে রাখবেন, স্ব-যত্ন বিলাসিতা নয়, এটি আপনার প্রয়োজনীয়তা। এমন ক্রিয়াকলাপগুলো বেছে নিন, যা আপনার মন ভালো রাখবে। এজন্য শখের জিনিস করুন ও একান্তে প্রকৃতির মাঝে সময় কাটান। **মেডিটেশন করুন,** বর্তমানের দ্রুতগতির যুগে মানসিক স্বাস্থ্য ও চাপ ব্যবস্থাপনা শারীরিক স্বাস্থ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ধ্যান, গভীর শ্বাস নেওয়া ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করবে। দিনে মাত্র পাঁচ মিনিট দিয়ে শুরু করুন ও ধীরে ধীরে আপনার অনুশীলন প্রসারিত করুন। **স্ক্রিন টাইম সীমিত করুন,** অত্যধিক স্ক্রিন টাইম বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা, আপনার মানসিক সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর পরিবর্তে বই পড়া, হাঁটা বা আপনার শখের ক্রিয়াকলাপকে বেছে নিন।

জেনে নিন মাত্র ১০ মিনিটে গ্লামার মেকআপ করার টিপস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আপনি কি জানেন, মাত্র ১০ মিনিটে গ্লামার মেকআপ করার সহজ নিয়ম? না জানলে আজকের এই মেকআপ টিপস ফলো করতে পারেন। এ সহজ নিয়মে মাত্র ১০ মিনিট মেকআপের পেছনে ব্যয় করলেই সুন্দর ও আকর্ষণীয় একটি লুক পেতে পারেন। যে লুকে সবার চোখ আটকে থাকবে শুধু আপনার দিকেই। পার্টিতে অংশ নিতে কম সময়ে মেকআপ করতে চাইলে প্রথমে আপনাকে ভালো ব্র্যান্ডের একটি ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। এরপর গুঁড়া দুধে লেবুর রস মিশিয়ে মুখে ম্যাসাজ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরিষ্কার ভেজা তোয়ালেতে মুখ মুছে নিন। চেষ্টা করুন মুখে হালকা একটু ভেজা ভাব রেখে মুখ মুছতে। এবার আপনি ১০ মিনিটকে ৫টি ভাগে ভাগ করে নিন। প্রথম ২ মিনিটে ভালো করে ম্যাসাজ করে লাগান একটি ময়েশ্চারাইজার। দ্বিতীয় ২ মিনিটে একইভাবে ম্যাসাজ করে লাগান ক্রিম প্রাইমার। তৃতীয় ২ মিনিটে ব্রাইড শেডের ফেস পাউডার ছোট মেকআপ ব্রাশের মাধ্যমে লাগিয়ে দিন। চতুর্থ ২ মিনিটে আই মেকআপ ব্রাশের মাধ্যমে কালো আইশ্যাডো দিয়ে আই ব্রো এবং চোখের পাতায় পীচ আইশ্যাডো দিন।

ত্বকে সতেজতা ফেরানোর জন্য ব্যবহার করুন জিরার টোনার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : জিরার স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, রান্নার স্বাদ বাড়াতে এমনকি ত্বকের যত্নেও দারুণ উপকারী জিরা। জিরা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও টানটানভাব ধরে রাখতে সাহায্য করে। এজন্য ত্বকের যত্নে ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন জিরার টোনার। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে জিরা দিয়ে টোনার তৈরি করবেন ও এর উপকারিতা কী কী- জিরার টোনার তৈরি করতে আধা কাপ পানিতে আস্ত জিরা দিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে পানি ছেঁকে একটি স্প্রে বোতলে জিরার পানি ভরে নিন। স্প্রে বোতলে গোলাপ জল ও ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর টোনারটি প্রতিদিন নিয়ম করে মুখে লাগান। ত্বকের যত্নে রাতে টোনার ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে ত্বক দাগহীন ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। জিরা টোনারের উপকারিতা জিরার পানিতে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি এজিং বৈশিষ্ট্য থাকে। জিরা বার্ধক্য প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে ভিটামিন-ই ত্বকের জন্য কতটা উপকারী তা সবারই জানা। জিরার টোনার ব্যবহারে ত্বকের রিঙ্কেলস ও ফাইন লাইনস দূর হয়। এমনকি ত্বক টানটান করতে সাহায্য করে। এছাড়া মুখের ফোলাভাব বা চুলকানির সমস্যাও কমাতে সাহায্য করে জিরার টোনার।

এ ছাড়াও জিরার টোনার ব্যবহারে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে, মৃত কোষ দূর হয়। ফলে ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। তবে আপনার ত্বক যদি সংবেদনশীল হয়, তাহলে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া জিরার টোনার ব্যবহার করুন।